আলহাজ্ব ডাঃ আব্দুল করিম

# হারানো দিনের কথা

# হারানো দিনের কথা

আলহাজ্জ ডাক্তার আব্দুল করিম
এম, বি, বি, এস,

# হারানো দিনের কথা

প্রথম সংস্করণ :
অগ্রহায়ণ : ১৩৯৫
নভেম্বর : ১৯৮৮

কপি রাইট :
ডাক্তার আব্দুল করিম, এম, বি, বি, এস।
বেগম আশরাফুন নেছা।

প্রচ্ছদ :
খন্দকার আমিনুল করিম দুলাল।

প্রচ্ছদ মুদ্রণে :
মুকুল প্রেস, বগুড়া।

মুদ্রণে :
মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
সার্ভিস প্রিন্টিং প্রেস
কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, বগুড়া।

মূল্য : তিরিশ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

# উৎসর্গ

বাবা-মা-কে

যাঁদের ভালবাসার ইচ্ছার মধ্যে

লুকিয়ে ছিলেম।

আলহাজ্জ ডাঃ আবদুল করিম

এম, বি, বি, এস।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# আমার কথা

জীবনের স্মৃতিচারণ বড়ই মধুর। বিশেষ করে বাল্যের এবং যৌবনের। জন্মেছিলাম অবিভক্ত বাংলায়। দেশ পরাধীন। পরাধীন হলেও বঙ্গ জননীর গৌরব পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন দেশের মতই ছিল। তখন জননীর ভাণ্ডার প্রাচুর্য্যে ভরপুর, — জ্ঞানের প্রাচুর্য্য—ধনের প্রাচুর্য্য—আনন্দের প্রাচুর্য্য।

সাধারণ মানুষের কথার কীবা এমন মূল্য আছে? তা জানি। কিন্তু বলতে দোষ কি? ফেলে দিবার হলে ফেলে দিবেন। বাচাল বলে গালি দিতে হলে দিবেন। প্রতিবাদ করব না। দুঃখও পাব না। তবে সত্য বলে যা বুঝেছি তা বলব। ভারত ভাগ মুসলমানেরা করেনি। জিন্নাহ সাহেবেরই একমাত্র দোষ এ ভাগের জন্য তাও মনে করি না। বাংলার সুভাষের হাতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থাকলে ব্রিটিশ কিম্বা জিন্নাহ সাহেব কেহই ভারতকে ভাগ করতে পারত বলে বিশ্বাস করি না। কেননা ভাগ করার কোন প্রশ্নই উঠত না। সুভাষ বাবুর ভারতীয় জাতীয় সৈন্য বাহিনীর ভিতর হিন্দু মুসলমান কোন সমস্যা ছিল না। অহিংসা দিয়া ভারত স্বাধীনও হয়নি। হিংসা দিয়েই ভারত স্বাধীন হয়েছে। এবং এ শৌর্য্য বির্য্যের মহানায়ক বাংলার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের অহংকারের জারিগান এবং রাজনৈতিক ব্যক্তি স্বার্থের জন্যই শেষমেষ ভারত ভাগ হয়ে গেছে। নেতা গান্ধীজী, নেহুরুজী, প্যাটেলজী। সঙ্গে বাংলার বর্ণ হিন্দু উনাদেরই কিছু শিষ্য। যাঁদের হাতে কংগ্রেসের নেতৃত্বছিল তাঁদের জন্যই সুভাষকে ভারত ছাড়তে হয়েছিল। সুভাষ জানতেন ঐ পথে ভারতের স্বাধীনতা আসবে না। মুখে এক অন্তরে আর এক। এ দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—বলেই গরুর জন্য মানুষ বলিদান করবেন। এই বিংশ শতাব্দীতে তা হয় না। উপর ওয়ালা তা সহ্য করেন না। মানুষকে সেজদা (নমস্কার) না করার জন্যই ফেরেস্তা শয়তানে পরিণত হয়েছে। তার স্থানও নির্দিষ্ট আছে নরকে।

সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনে বেদ-উপনিষদ গীতা-বাইবেল-কোরানের ভূমিকা কতখানি দয়া করে একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন।

ইতিহাসের দৃষ্টি কোণ এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম হতে পারে। কারও মনে আঘাত যদি লেগে থাকে ক্ষমা করবেন।

ছাপার এবং কিছু বানান ভুল থাকতে পারে নিজেরাই ঠিক করে নিবেন।

—লেখক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# হারান দিনের কথা

ডাঃ আব্দুল করিম

"জীবনের সিংহদ্বারে পশিন যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য্য সংসারের মহানিকেতনে,
সেক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্দ্ধ রাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মত?"

'বিশ্ব কবি'

সত্যই মানব জীবন রহস্যময়—রহস্যময় আমাদের এই গ্রহ। কখন এসেছি—কখন যাব কিছুই জানিনা, কোথা থেকে এসেছি কোথায় যাব তাও জানিনা, তবে পৃথিবীর এ জীবণের খেলা ঘরে কোথায় কি দেখেছি, কোথায় কি বলেছি, কোথায় কি শুনেছি, বিচারকের কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্যদাতা যেমন বলেন—"যাহা বলিব সত্য বলিব, মিথ্যা বলিব না"। তেমনি আপনাদের দরবারে দাঁড়িয়ে বলছি—যাহা বলিব সত্য বলিব, মিথ্যা জীবন গেলেও বলিব না।

১৯১৭ সালে আমার এ পৃথিবীতে আগমন। আমার বয়স যখন চার—কিম্বা পাঁচ বৎসর তখনকার স্মৃতিও কিছু-কিছু মনে আছে। আমার এক বড় ভাইয়ের ডাক নাম 'ভেদু' চাচাত এক ভাইয়ের নাম 'কালু' আর এক চাচাত ভাইয়ের ডাক নাম 'বিশা' এবং আমার ডাক নাম 'টুনু'। আমার আপন

www.pathagar.com

দাদা যখনই আমাদেক ডাকতেন তখন প্রায় সব সময়েই চার ভাইকে এক সঙ্গেই ডাকতেন—বলতেন—"এই 'ভেতু'-'টুনু'-'কালু'-'বিশা' তোরা কোথায় রে?" বাড়ীর সামনের ধান-পাট গরু-ছাগলে খেয়ে ফেল্ল?" বৈঠক খানা ঘরে ঢুকে ছড়ি দিয়ে তোষক ঠেসে আবার বলতেন—"গদি-তোষক কিছুই থাকবে নারে? ঠাপে ঠাপে সব বইসা যাবে।" তারপর মুচকি মেরে হেসে উনি চলে যেতেন। আমরা লুকিয়ে থেকে তাঁর এ সমস্ত কথা বার্তা শুনতাম। আমাদের ঐ অল্প বয়সে আমরা চার ভাই এক সঙ্গে আগডুম-বাগডুম, এক্কা-দুক্কা খেলা করতাম। এখন সেসব খেলা ভুলে গেছি। কিন্তু তখন অফুরন্ত আনন্দ দিত ঐ সমস্ত খেলা। ভাঙ্গা পাতিলের খোলা দিয়েও খেলতাম। ফড়িং-প্রজাপতি ধরে জিগার আঁটা লাগাইয়ে দিতাম। গামুর গাছের গোটা, কড়ি, কেন্দারা গাছের রস খেলার সামগ্রী ছিল। বেড়াল ছানা, কুকুর ছানাকে খুব ভালবাসতাম। তখনকার জীবনের ঐ খেলাই ছিল এক মাত্র আনন্দ এবং সম্পদ।

সাত-আট বৎসর বয়সে পাঠশালায় যাই। পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের নাম জাহান বক্স। প্রথমত আমাদের বৈঠক খানা ঘরেই পাঠশালা বসত। পরে বাড়ীর কিছুদূর দক্ষিণে পাঠশালা ঘর তৈয়ার হয়। পণ্ডিত মহাশয় নর্মাল পাশ। আমাদের বাড়ীর উত্তর পূর্ব দিকে এক আম বাগানের ভিতর তাঁর বাড়ী ছিল। পাড়ার লোকদের বাড়ী থেকে একটু দূরে। খড়ের তিনটি ঘর। একটি শুবার, একটি রান্নার এবং একটি ছোট ঘর লোক জনদের বসার। জোত জমি তাঁর বিশেষ কিছু ছিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের পরিবারের অংশীদার হিসাবে প্রাণী জগতের আরও কয়েকটি জীব ছিল। যেমন হাঁস, মুরগী, ছাগল, কুকুর। এগুলির দেখাশুনা করতেন পণ্ডিত মহাশয়ের দুই স্ত্রী। তাঁর বাড়ীতে নিজ গ্রাম ছাড়াও বাহির গ্রাম থেকে লোকজন আসতেন। পণ্ডিত মহাশয় মজার-মজার গল্প বলতে পারতেন। সুন্দর সুন্দর কবিতাও তিনি লিখতে পারতেন। আমাদের অঞ্চলের বিবাহ সাদীতে বিবাহের উপহারের কবিতা তিনি লিখে দিতেন। তখনকার দিনে নামি গামি লোকদের বিবাহের মজলিশে উপহারের

www.pathagar.com

কবিতা পড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল। উপহার না থাকা বিবাহ মজলিশের মর্য্যাদার অঙ্গহানী বলে মনে করা হত। পণ্ডিত মহাশয় আরও একটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন—তা হ'ল আমাদের অঞ্চলের দুই তিন থানার নামি-গামি লোকের বংশপুঞ্জি। জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে উনি বলতেন—"ওমুকের ব্যাটা ওমুক—তার ব্যাটার নাম এই।" খান্দানী হলে বলতেন—"খান্দান বটে, এখন জোত জমি টাকা পয়সা না থাকলে কি হবে?" কেউ অন্যের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে ধনি হয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে উনি বলতেন—"উপরে উঠতে দেরী আছে।"

পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় আমাদেক পড়াতেন কিন্তু তাঁর জন্য কোন বেতন দিতে হত না। আমরা বাড়ী-বাড়ী থেকে মুষ্টি তুলতাম। সেই চাউল তাঁকে দিতাম। অনেকেই উপহার লেখার জন্য কিছু কিছু উনাকে দিতেন। গ্রামের লোকজন শাক, সবজি, ডাল দিয়ে সাহায্য করতেন। এই দিয়েই তিনি সহজ এবং সরল জীবন-যাপন করতেন। ঐ ছোট বয়সে তাঁকে দেখে আমার মনে হত যদি আমার প্রচুর টাকা পয়সা থাকত তা হলে পণ্ডিত মহাশয়কে দিয়ে দিতাম। ভাল বাড়ী-ঘর তৈয়ার করে দিতাম। ভাল-ভাল জামা কাপড় কিনে দিতাম। তলীক এই ভিবার আনন্দে মন-প্রাণ ভরে উঠত। এখন লিখতে বসে মনে হচ্ছে পুরন দিনের ঐ মনটি যদি আবার ফিরে পেতাম! বয়সকালে মানুষের মন কেন এত জটিল-এত স্বার্থপর হয়? কেন সবকিছুই এত বিচার করে? কেন মানুষকে আপন করে ভাবে না? শুধু মানুষ বলি কেন? এখন ত আগের মত প্রজাপতি, পাখির বাসা, নদী-নালা, খাল-বিল, আকাশ, বাতাস প্রকৃতির কোন কিছুই আগের মত মনকে সেরূপ দোলা দেয় না। মনের এ রূপান্তর হয় কেন? মনে হয় কারও পক্ষেই এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। পাঠশালায় যেতাম কলা পাতা, তেতুলের বীচি, দোওয়াত এবং বগের ফোরার কিম্বা এক রকমের শন গাছের কলম নিয়ে। বাড়ীর পাঠ কলার পাতায় লিখে নিয়ে যেতে হত। পণ্ডিত মহাশয় কদাচিৎ মার-ধর করতেন। পড়া না পারলে

www.pathagar.com

নিল ডাউন কিম্বা কান ধরে উপর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ করতেন। পাঠশালার সহপাঠিদের কারও কথাই এখন মনে নেই। কে কোথায় কিভাবে আছে না একে বারেই হারিয়ে গেছে কিছুই জানি না। তবে পাঠশালায় সারি-বদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একেক-কে এক, দুই একেক-কে দুই নামতা পাঠের কথা জ্বল-জ্বল করে মনের কোনে ভাসছে। মনে হচ্ছে এই সেদিনের ঘটনা।

নয়-দশ বৎসর বয়সে স্কুলে যাই। স্কুলটী আমাদের বাড়ী থেকে তিন মাইল দক্ষিণে। নাম: নওখিলা পি, এন, হাই স্কুল।

আমাদের বসত বাড়ী তিন চার বিঘা জমির উপরে ছিল। বাড়ীর চতুর্দিকেই আম, কাঠাল, তেতুল, গাব এবং দক্ষিণ ধারে প্রকাণ্ড এক বটের গাছ ছিল। বাড়ীর আশে পাশের বেশীর ভাগ জমিই আমাদের। প্রথমে খড়ের ঘর--পরে দাদা তাঁর চার ছেলের চারটী, নিজের একটী, আমার মেঝ ভাইয়ের একটী এবং রান্না-বান্নার একটী বড় বড় করে টিনের ঘর তৈয়ের করেছিলেন। বাড়ীর দক্ষিণ পূর্ব কোণায় একটী বড় ইন্দারা ছিল। আশে-পাশের বাড়ীর গরীব দুঃখী মেয়েরা আমাদের ইন্দারা থেকেই পানি নিয়ে যেত। ইন্দারার ভিতর মস্ত বড় এক গজাড় মাছ ছেড়ে দেওয়া ছিল। পোকা মাকড় যা পানিতে পড়ত ওব্যাটা সব খেয়ে ফেলত। আমি প্রায় প্রতি দিনই ওকে খেতে দিতাম খই মুড়ি। এক দিন হয়েছে কি জানেন? আমার এক ছোট চাচাত বোন গুছল করতে যেয়ে কেমন করে যেন ধপাস করে ইন্দারার ভিতর পড়ে গেছে। বাড়ী শুদ্ধ হই-হই রই-রই। আমি বাড়ীর উঠানে খেলা করছিলাম। এক দৌড়ে ইন্দারার কাছে এসে—ইন্দারার ভিতর দিলেম ঝাপ। ইন্দারার ভিতর ছিল এক আইকা আলা বাঁশ। আইকা ফুটে গেল আমার পিঠে। ইন্দারার পানি রক্তে লাল হয়ে গেল কিন্তু ওদিকে আমার খেয়াল নেই। দড়ি-টোপা দিয়ে ওকে তোলা হল। আল্লাহ আমাকে বেঁচে রাখল। ঘা শুকাতে অবশ্য বেশ কিছু দিন লেগেছিল।

www.pathagar.com

বাবার ঘরটী সবার বড়—দক্ষিণ দুয়ারী উত্তর-দক্ষিণে মস্তবড় বারান্দা ছিল। ঘরের ভিতর পশ্চিম ধারে মাচা ছিল, ধান-চাউল রাখার জন্য। খাদ্য দ্রব্য রাখার জন্য একটী কাঠের ছাপ বাক্স ছিল। আজকাল ঐরূপ বাক্স আর দেখি না। মার এই বাক্সটী খুব প্রিয় ছিল। এর ভিতর মা পিঠা, মিষ্টি দেওয়া চাউলের গুড়া, নানা জাতীয় আচার এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম-কলা রাখতেন। বাক্সটা মা সব সময়েই তালা দিয়ে রাখতেন, যেন আমরা চুরি করে খেতে না পারি।

মা রাস ভারী মহিলা ছিলেন। বেশী কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না। দেখতে ফর্সা, বাবার চেয়ে একটু লম্বা ছিলেন। তিনি যাহা বিশ্বাস করতেন তাহাই বলতেন। কথার নড়চড় হবার জো ছিল না। অসম্ভব ধৈর্য্যশীলা, আত্মীয় স্বজন, গরীব দুঃখী, পাড়া প্রতিবেশী এমন কি অন্য ধর্মের লোকও—এক কথায় সবারই তিনি অতি আপনজন ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। ফজরের এবং মগরেবের নামাজের পর তিনি আমাদেক পড়াতে বসাতেন। স্কুলে ঠিকমত যাচ্ছি কি না তার খবর তিনি রাখতেন। পাড়ার গরীব দুঃখী মেয়েরা তাঁকে বুবুজান বলে ডাকত। আমরা একান্নবর্তী পরিবার ছিলাম। বাবা ছিলেন দাদার বড় ছেলে। বড় ছেলের বৌ হিসাবে মা ছিলেন ভিতর বাড়ীর দেখা শুনার একমাত্র মালিক। তাঁর কথার উপর কথা বলার কারও সাহস ছিল না। চাচি আম্মারা পাক করতেন কিন্তু পাকের হাড়িতে হাত দিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। ভাগ করতেন মা। এজন্য বড় চাচা মাঝে মধ্যে বিদ্রহ করতেন কিন্তু কারও সমর্থন না থাকায় বিড় বিড় করে একথা সেকথা বলে চুপ করে যেতেন। সেজ চাচা ভাবীগতপ্রাণ—ভাবী যা বলতেন তাই সত্য। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। যদি তাঁরা মার বিরুদ্ধে কোন কিছু চাচাজানকে বলতেন তাহা হলে তুমুল কাণ্ড বেঁধে যেত। মা ছাড়া সে গণ্ডগোল মিটানোর আর কারও সাধ্য ছিল না। আমার নানার তিন ছেলে এবং চার মেয়ে। মা ছিল নানার দ্বিতীয় মেয়ে। শুনেছি মাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমার নানার নাম দেলওয়ার হোসেন তরফদার। নানাকে আমি দেখনি। তিনি নাকি

www.pathagar.com

ফার্সিতে ভাল ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। নানিকে দেখেছি। বেশ লম্বা গায়ের রং ছিল লাল ও ফর্সা। তিনি পাঠান ঘরের মেয়ে ছিলেন। ছেলেদের থেকে তিনি পৃথক ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর মেরুদণ্ড সোজা ছিল এবং নিজেই পাক করে খেতেন। আমি যখন নানী বাড়ী যেতাম তখন তাঁর কাছেই থাকতাম। রাত্রিতে তাঁর কাছেই শুতাম। নানী এবং বড় খালা আমাকে "লাল বুড়া" বলে ডাকতেন। মার কথা বলে শেষ করা যাবে না। এক কথায় 'মা' না থাকলে আমাদের লেখা পড়াই হত না। মনে করুন মা-ও যা শরৎবাবুর "পল্লী সমাজের" জ্যাঠাই মা-ও তাই। বাবা ছিলেন মার একদম উল্টো। তিনি সংসারের কোন কিছুই দেখা শুনা করতেন না। এমনকি আমাদেক পড়তে বসতেও বলতেন না। ফিট-ফাট বাবু—ধোপার ধোয়া কাপড় তিনিই কেবল আমাদের ইউনিয়নে পরতেন। ভাল খাবার তাঁর চাই-ই চাই। রাতে দিনে পনর বিশ বার চা খেতেন। বাড়ীতে প্রচুর দুধ ছিল কিন্তু (condensed milk). ঘনিভূত দুধে তিনি চা খেতেন। মুখে তাঁর হাঁসি লেগেই থাকত। কেউ গালি দিলেও তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। দাদা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কোন কিছু করতে তিনি তাঁকে বলতেন না। খেয়াল মাফিক বর্ষা কালে তিনি পাটের ব্যবসা করতেন। ময়মনসিংহ জেলার সরিষা-বাড়ী তখন পাটের বড় রকমের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। আমাদের বাড়ীর নিকট মথুরাপাড়া হাট পাটের একটী বিক্রয় কেন্দ্র ছিল। এই হাটে বাবার পাটের মোকাম ঘর ছিল। জল পথে নৌকা যোগে বাবার সাথে বহুবার আমি সরিষাবাড়ী গিয়েছি। নৌকার ছইয়ে বসে সূর্য্য ডুবে যাবার ছবি দেখতে আমাকে খুব ভাল লাগত। আবার ভয়ও হত। মনে হত সূর্য্য যদি কাল আর না উঠে?

আমার দাদি বড় লোকের আদুরে মেয়ে। অংশীদার হিসাবে তাঁর বাবার অনেক জোতজমি তিনি পেয়েছিলেন। তামাক খেতে খুব ভালবাসতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে এক খিলি পান এবং এক ছিলিম তামাক খেয়ে তিনি পাড়া বেড়াতে বের হতেন। সংসারের কি হল না হল তিনি তার

www.pathagar.com

কোন কিছুই খবর রাখতেন না। দাদা দাদিকে খুব ভাল বাসতেন এবং ভয়ও করতেন। বরাবর দেখেছি দু'জনে এক সঙ্গে খেতেন। ছোট চাচি আম্মা খাবার নিয়ে আসতেন। ঘি, বড় মাছ, কলা, দুধ, বাতাসা তাঁদের প্রিয় খাদ্য ছিল। খাওয়া শেষে এক ছিলিম তামাক তাঁদের চাই-ই চাই। দাদি আগে তামাক খেয়ে হুক্কার ধূয়া বের করে দিলে পরে দাদা খেতেন।

আমার দাদারা চার ভাই ছিলেন। বড় দুই ভাই আগেই এ সংসারের ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ করে চিরকালের জন্য চলে গেছেন। আমি তাঁহাদেক দেখিনি। ছোট দাদার বাড়ী পৃথক ছিল। কিন্তু আমি তাঁর কাছেই বেশী থাকতাম। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কোন কোন দিন হঠাৎ দুপুর বেলায় দাদার কাছে বলে বসতাম—দাদা পিঠা খাব। তৎক্ষণাৎ দাদিকে দাদা আদেশ দিতেন—"পিঠা বানাও।" দাদি যদি না পারার কথা বলতেন তা' হলে আর রক্ষা নেই। কি যে লঙ্কা কাণ্ড বেধে যেত। একেবারে মরণা-মুরগীর লড়াই। শেষে মুরগী পরাজিত হয়ে কট-মট করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। পিঠা অবশ্য তাঁকে বানাতেই হত।

আমার আপন দাদা এক রকমের সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে মিছা কথা বের হতই না। বেঁটে-ছোট খাট মানুষ, মুখ ভর্তি চাপ দাড়ি। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাটা, গায়ে গেঞ্জি, পরনে ধুতি চাদর। মাঝে মাঝে চটি জুতা পায়ে দিতেন। নেংটি খুলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। তাঁর পরনের কাপড় তিনি নিজেই কাঁচতেন। ভিজা কাপড় কখনই চিপতেন না। খুব সহজ সরল জীবন—বিলাসিতার নাম গন্ধও ছিল না। আমাদের জমিদার ছিলেন "দিঘা পতিয়ার রাজা বাহাদুর"। দাদা এই রাজার নওখিলা পি, এন রাজ কাচারির নায়েব ছিলেন বাইট বৎসর পর্য্যন্ত। সুতরাং সেদিনে তাঁর ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্য বেশ ছিল। কিন্তু তিনি জীবন যাপন করতেন একদম গরীবিহালে। বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে গ্রামের লোকজন তাদের সোনা রূপার গহনা এবং টাকা পয়সা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতেন। সোজা কথায় সেদিনে তিনি আমাদের গ্রামের সোনালী কিম্বা রূপালী ব্যাংক ছিলেন। আমার সব

www.pathagar.com

বড় ভাই কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়তেন। প্রায় প্রতি মাসেই তিনি তিন শত টাকা চেয়ে চিঠি লিখতেন। বুধবারে কিম্বা রবিবারে হাটের দিন আমরা তাঁর চিঠি পেতাম। দাদি আমাকে চিঠি পড়তে বলতেন। দাদা বলতেন "ও আর কি পড়বে? ও শালা। একথা সেকথা বলে তিন শত টাকা চেয়ে পাঠায়েছে। এক পয়সাও আমি দিতে পারব না। আমার কাছে এখন টাকা পয়সা কিছুই নাই।" চিঠি আমাকে পড়তেই হত। দাদি শুনে মাকে ডেকে পাঠাতেন। মা এলে দাদি বলতেন—"হাট থেকে যে বড় মাছ বাড়ীতে এনেছে তা এখনই বাড়ীর 'পাগারে' ফেলে দিয়ে এস। আমি নিজেও খাব না—কাউকে খেতেও দিব না।" ব্যাস! দাদার নাচন-কুদন শেষ। দাদা বলতেন—"না মা ফেলে দিও না। কাল কিছু টাকা পাঠায়ে দিব।" দাদি বলতেন—"কিছু মানে—একি ফকিরের ভিক্ষে? 'মুজা' কি (আমার বড় ভাইয়ের ডাক নাম) এমনি এমনি চেয়ে পাঠায়েছে? না জানি ছেলে আমার কোন বিপদে আছে? তিন শত টাকা না পাঠালে আমার বাপের দেওয়া জমি আমি বেচব।" এবার দাদা আমার একেবারে কুপে কাত। জমি বেচার কথা দাদা শুনতেই পেতেন না। পরের দিন টাকা যথা সময়ে মনি ওয়াডার হত। হায়! সেদিনের সে মানুষ, সে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা কোথায় হারিয়ে গেছে? আর বার কি তাঁরা এ বাংলায় ফিরে আসবে না?

আমাদের গ্রামের নাম চরপাড়া, বেশ বড় গ্রাম। এ গ্রামের কয়েকটি এলাকার ভিন্ন ভিন্ন নাম যেমন—চরপাড়া, পাঠানপাড়া, সরকার পাড়া, কাজী পাড়া। গ্রামের পূর্ব দিক দিয়ে মানাস নদী, পশ্চিমে বেলাই নদী। গ্রামের ভিতর দুটি বড় বড় বিল। একটির নাম 'নীছি বিল', অন্যটির নাম 'বড় বিল' প্রচুর মাছ এই সমস্ত নদী এবং বিলে ছিল। এখন সে গ্রাম নদী এবং বিলের চিহ্ন মাত্র নেই। যমুনা সবাইকে গ্রাস করে তার পেটে ভরেছে। আমি বিলে ছিপ দিয়ে মাছ ধরেছি। পলো নিয়ে বোয়াতে মাছ ধরতে গিয়েছি। সেদিনের সে মাছ ধরার আনন্দ এখনও মনের কোনে জমে আছে। গ্রাম থেকে দশ বার মাইল দুরে পূর্ব দিক দিয়া বিশাল যমুনা নদী বয়ে যেত। বর্ষাকালে

www.pathagar.com

নদীটিকে একটি ছোট-খাট সাগর বলে মনে হত। নদীতে প্রচুর বড় বড় রুই, কাতল, চিতল, মৃগেল, পাংগাস এবং ইলিশ মাছ ছিল। নদী যখন ডাক হত তখন তার ভাগ দাদার থাকতই। ইদু নামে একটী বিহারী চাকরের কাজই ছিল নদী থেকে মাছ আনা। শীতকালে বড় বড় মাছ খেতে খেতে বিশেষ করে পাংগাস বাড়ীর সবারই পেটের অসুখ হ'য়ে যেত। গ্রামের প্রায় সব জোতদারদেরই আম, কাঠালের বাগান, এবং প্রত্যেকেরই বাঁশের ঝাড় ছিল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে স্কুল থেকে এসে চাকু নিয়ে আম বাগানে যেতাম এবং মজাছে আম খেতাম। গ্রামটি একরূপ স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। কেরোসিন তেল কাপড়-চোপড়, লবণ, লোহা-লক্কর ছাড়া বাহিরের কোন জিনিসের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। অনেকের বাড়ীতেই চরকা ছিল। সূতা কাটা হত এবং তা দিয়ে খদ্দরের কাপড় তৈরী হত। কারকার বাড়ীতে পলু পোকার চাষ হত। এই পোকা তুত গাছের পাতা খেত এবং এই পোকা থেকে হলুদ রংয়ের সূতা পাওয়া যেত। এই সূতা দিয়ে গায়ে দিবার চাদর বানান হত। এই চাদরকে বুন্দের চাদর বলা হত। এই চাদর যতই ধোওয়া হত ততই উজ্জল ও সুন্দর হত। সাধরণতঃ যাঁরা ধনী তাঁরাই এই চাদর ব্যবহার করতেন।

গ্রামে গরীব-দুঃখী লোক ছিল। কিন্তু আজকালের মত তাদের অভাব এত তীব্র ছিল না। গরীব-দুঃখী মেয়েরা জোতদারদের বাড়ীতে ঢেকিতে ধান ভাঙ্গত এবং পুরুষেরা তাদের বাড়ীতে দিন মজুরী করত। যারা কাজ করতে পারত না তারাও জোতদারদের বাড়ীতে খেতে পারত। সামাজিকতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, মানবতা এখনকার চেয়ে তখনকার মানুষের বেশী ছিল বলে আমার মনে হয়। গ্রামের উত্তর দিকে মাঝি পাড়া ও নৌলা পাড়া, পশ্চিম দিকে মথুরা পাড়া ও দেবাডাঙ্গা। দক্ষিণ দিকে নান্দিয়ার পাড়া। দেবডাঙ্গা, মথুরা পাড়া, মাঝি পাড়াতে প্রায় সবাই হিন্দু। আমাদের গ্রামে পশ্চিমা হিন্দু চৌকিদার ছাড়া আর সবাই মুসলমান। সাধারণ হিন্দু এবং মুসলমান পাশাপাশি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত। মাঝি পাড়ার মাঝিদের নেতা ছিলেন চেতন হাওলাদার।

www.pathagar.com

ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁর এক ছেলের নাম ছিল মহিম। এই মহিম আমার একজন অতি প্রিয় বন্ধু ছিল। আমরা পাঁচজন মহিম, রইচ, মজিবর, গনির এবং আমি, প্রায় সব দিন এক সংগে স্কুলে যেতাম। মহিম মজিবর অল্প বয়সেই মারা যায়। মহিমের কথা এখন আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়। আমি মহিমদের বাড়ীতে কীর্তন গান শুনতে যেতাম। প্রতি বছরেই সেদিনের গোটা বাংলার নামকরা কীর্তনীয়েরা ওদের বাড়ীতে আসত। সারা রাত ধরে গান হত। "সখি! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম—।" এর মুর্ছনা আজও হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত হানে। সেদিনের বাল্যের সে হৃদয় ছিল প্রাণ প্রাচুর্য্যে এবং আনন্দে ভরপুর। এখন কোন ভাষায় তা প্রকাশ করব? দেশ গেছে ভেঙ্গে—হৃদয়ের তার গেছে ছিড়ে। ভাঙ্গা হৃদয় দিয়ে কি তা প্রকাশ করা যায়? আমার মত দুই-চার জন যাঁরা এখন বেঁচে আছেন স্মৃতি যাদু ঘরের দরজা খুলে তাঁরা তা শুধু অনুভব করতে পারেন।

আমাদের বাড়ী ভর্তি লোক। দাদার চার ছেলে। তাঁহাদের ছেলে-মেয়ে সবাই জীবিত। বাড়ী প্রাচুর্য্যে ভরপুর। প্রতি বছরেই দাদা গরু, মহিষ কিম্বা ঘোড়া কিনবার জন্য বিবাহের শোনপুরের হরিহরছত্র মেলায় লোক পাঠাতেন। একবার একটী গুজরাটী মহিষ এনেছিলেন। এই মহিষ প্রতিদিন পনর থেকে বিশ সের দুধ দিত। আমি স্কুল থেকে এসে এর পিঠে চড়ে মাঠে চরাতে বের হতাম। একদিন মহিষ চরাচ্ছি– দেখি বিলের মাথায় এক ডোবায় অনেকগুলি বোয়াল মাছ দৌড়া-দৌড়ি করছে। বাড়ী এসে লোকজন নিয়ে যেয়ে মাছগুলিন ধরে নিয়ে এলাম।

প্রতি বছরেই শ্রীপঞ্চমির মেলাতে ঘোড় দৌড় হত। আমার এক চাচা খুব ভাল ঘোড় সোওয়ার ছিলেন। একটা না একটা পুরস্কার তিনি নিয়ে আসতেনই। বর্ষাকালে নৌকা বাহিছ হত। আমাদের মস্তবড় এক বাহিছের নৌকা ছিল। বাহিছের এই নৌকায় বসে আমি ঢোল বাজাতাম। অনেক সময় নৌকা ডুবে যেত। তখন হাসির হৈ-হুল্লোড় পড়ে যেত। বাহিছ শেষে খাসি জবেহ করে ধুমধাম করে খাওয়া দাওয়া হত। তারপর সারা রাত ধরে জারি গান।

www.pathagar.com

বাড়ীতে শুধু আনন্দ আনন্দ আর আনন্দের মেলা লেগেই থাকত।

ইতিমধ্যে আমার খেলার ধরন-ধারন উপকরণ সবই বদলে গেছে। এখন হা-ডু-ডু, বৌছি, ডাংগুলি বাড়ীতে খেলতাম। স্কুলে ফুটবল, ক্রিকেট খেলতাম। বিলে শালুক তুলতে যেতাম।

কালী নামে আমার একটী দেশী বেশ মোটা সোটা কাল শীকারী কুকুর ছিল। লাল শুকন মরিচ, একটী ম্যাচ কিছু পাট খড়ি এবং তীর ধনুক নিয়ে মাঠে মাঠে শিয়াল এবং খরগোসের গর্ত খুঁজে বেড়াতাম। যেই পেয়েছি অমনি কালীকে গর্তের মুখে দাঁড় করীয়ে রাখতাম। তারপর নালা-নাকড়া গর্তের মুখে দিয়ে মরিচ ঢেলে আগুন লাগায়ে দিতাম। ঝাঁঝালো সাঁট ওয়ালা ধুঁয়ার চোটে ও ব্যাটারা দৌড়ে বের হত। কালী অমনি লাফ দিয়ে ধরে ফেলত। পালাবার উপায় নেই। হাতে তীর ধনুক ত আছেই। কীজে মজা লাগত।

পাখী পোষা এবং ধরার আমার খুব নেশা ছিল। আমার কবুতরের ঘরে নানা জাতীয় কবুতর ছিল। গিরিবাজকে ধরে উপর দিকে ছুঁড়ে মারতাম। ও শুন্যে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে দাপাতে থাকত। এই খেলাটি ও খুব আনন্দ দিত। গাছে গাছে পাখীর বাসা খুঁজে বেড়াতাম। বিশেষ করে ঘুঘুর বাসা। ডিম নিয়ে এসে ভেজে খেতাম। একবার এক ঘুঘুর বাসা থেকে ডিম নেবার সময় সাপে ছোবল মেরেছিল। কিন্তু ও ব্যাটার নিশানা ঠিক ছিল না। ছোবলটি হাতে না লেগে গাছের উপরেই পড়েছিল। পাখী মারার জন্য আমার অনেকগুলি নল ছিল। সব উপরটির মাথায় ধারাল সূঁচ থাকত। পাখী বাসায় বসে আছে, চুপি চুপি নল তুলে ধারাক করে বসাইয়ে দিতাম। বাড়ীতে নিয়ে এসে মা'কে দিতাম। মা বলতেন—"বাবা পাখীকে মারতে নেই।"

বর্ষা কালটা আনন্দের এবং দুঃখের দুই-ই ছিল। বর্ষা কালে বৃষ্টির ভিতর তিন মাইল হেটে স্কুলে যাওয়া আসা সুখের ছিল না। তা' ছাড়া স্কুলে যাবার পথে বর্ষায় ভরা 'মানাস' নদী ছিল। পারা পারের জন্য কোন

www.pathagar.com

ছিল না। বাড়ী নৌকা থেকে গামছা নিয়ে আসতাম। ধুতি খুলে গামছা পরে সাঁতরে মানাস নদী পাড়ি দিতাম। অনেকেই তাদের বাড়ীর পেছনে উঁচু জায়গায় মল মূত্র ত্যাগ করতেন। অনেক সময় পায়ে গায়ে বিষ্ঠা লেগে যেত। বাড়ীর পাশে পাট এবং শনের আবাদ ও অনেকেই করতেন।

এই কাটা পাটের এবং শনের গোড়ালী একটু অসাবধান হয়েছেন ত পায়ে বিধে গেছে। ভীষন ব্যাথা ত হতই রক্তও বের হত। পাড়ার অনেকের বাড়ীতেই ঘরের ভিতর পানি উঠত। মাচাং এর উপর রান্না বান্না এবং কলা গাছের ভুরার উপর শৌচ কার্য্য সমাধা করতে হত।

দাদার আমলে তিনি যে সমস্ত বিবাহ সাদী দিয়েছেন বা করায়েছেন তাহা খুবই জৌলুসপূর্ণ ছিল। বংশ মর্য্যাদার খবর না নিয়ে যেখানে সেখানে বিবাহ দিবার বা করাবার কোন প্রশ্নই উঠত না। তিনি বলতেন—"একটী খান্দান পরিবারকে নীচে নামাতে চৌদ্দপিড়ি লাগবে। তেমনি একটী নীচু বংশকে উপরে উঠতে চৌদ্দপিড়ি লাগবে।" আমার আপন বড় দুই ভাই বোন এবং চাচাত বোনদের বিয়েতে খুবই ধুমধাম হয়েছিল। বিবাহ সাদীতে টাকা পয়সা খরচ করতে দাদা কার্পণ্য করতেন না। মাসাধিক কাল আগে থেকেই বাড়ীতে নাইওর-ঝিদেক আনা হতে থাকত। গরুর গাড়ীই ছিল প্রধান যান-বাহন। দিনে খাওয়াদাওয়ার ধুম, রাত্রে মেয়েদের বিয়ের গান এবং নাচ। সারারাত ধরেই প্রায় নাচ গান হত। হেওয়া বাজির পুতুল খেলা, বিয়ের দিনে গেটে ফুটান নানা জাতীয় ঝাড় বাতি পুড়ান হত। বিবাহ শেষে আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব দুঃখীদেক দাদা শাড়ী, জামা কাপড় উপহার দিতেন।

বর যাত্রীরা হাতি, ঘোড়া, পাল্‌কি চড়ে এবং পায়ে হেটে বিবাহ মজলিশে উপস্থিত হতেন। তখনকার দিনে পাত্রী পক্ষরই কদর বেশী ছিল। বিবাহ করতে এসে বিবাহ না হওয়া মান মর্য্যাদার হানিকর বলে মনে করা হত।

এখন আমার নিজের দেখা তিনটি বিবাহের ঘটনার কথা আপনাদেক বলি—

www.pathagar.com

(এক) আমার এক আপন খালাত বড় ভাইয়ের বিয়েতে আমি গিয়েছিলাম। আমার খালু ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং নামিগামি বংশের মর্য্যাদার ধারক এবং বাহক। বিবাহটী হয়েছিল বর্ষাকালে। নৌকা যোগে বহু বর যাত্রী প্রায় এক বহর নৌকা নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। বিবাহ মজলিসে আমার খালুর এক ভাগিনা—ডাক নাম হাল্যা ফকির, পাত্রির জন্য যে গহনা এবং অন্যান্য যে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাহা কন্যার আত্মীয়-স্বজনদেক দেখাচ্ছিলেন। পাত্রির মামা ভুলু তালুকদার হঠাৎ একটী ব্লাউজ হাতে নিয়ে বলে উঠলেন—"এরকম ব্লাউজ ভদ্র ঘরের মেয়েরা পরে না!" হাল্যা ফকির তৎক্ষনাত উত্তর দিলেন—"কি বললেন? কলকাতার হোয়াইট এ্যাডয়ে ল্যাইডলোর দোকান থেকে ষাট টাকা দিয়ে কিনা।" (এই দোকানটী সাধারণ লোকদের জন্য ছিল না। যাঁরা ধনাঢ্য তাঁরাই শুধু এ দোকানে কিনাকাটা করত।) যেই বলা আর যাস কোথায়? ভুলু তালুকদার চিৎকার করে বলে উঠলেন—"উঠ, উঠ! এ বিবাহ হবে না। ও ব্যাটা কলকাতার হোয়াইট এ্যাডয়ে ল্যাইডলোর দোকানের কথা আমাকে শুনাচ্ছে? সারা জীবন কলকাতায় কাটালাম।" আমার খালু কাছেই বসে ছিলেন। একটু এগে এসে হাল্যা ফকিরকে দিলেন ধমক। বল্লেন—"তুমি ষাইট টাকা দিয়ে কিনলেই উনাদের পছন্দ হবে তার কি মানে আছে? ভদ্র সমাজে কথা বলতে শিখনি?" খপ করে ভলু তালুকদারের হাত ধরে ভেজা বিড়ালের মত বল্লেন—"বাবা ভুলু! বিবাহ কেন হবে না? আমি একশত টাকা তোমায় দিচ্ছি। তুমি ঐ টাকা দিয়ে ব্লাউজ কিনে দিও।" নিজেই আবার বলে উঠলেন—"না বাবা এক শত টাকায় বোধ হয় হবে না? তুমি দুই শত, তিন শত, চার শত না বাবা পাঁচ শত টাকা নাও। কিন্তু বিবাহ হবে না এ কেমন কথা?" ভুলু তালুকদারের চোখ তখন চরক গাছ। তখনকার দিনে এক ব্লাউজের দাম পাঁচ শত টাকা! বিবাহ হবার সংগে সংগে খালু আদেশ করলেন—"মুজু! (ছেলের ডাক নাম) বৌমাকে নিয়ে শিঘ্র নৌকায় এস। এই আত্মীয় স্বজন যাঁরা এসেছেন তাঁদের জন্য বাড়ীতে খাবার ব্যবস্থা করতে

www.pathagar.com

হবে। এ বাড়ীতে আমি জল স্পর্শ করব না।" কন্যা পক্ষ বর যাত্রীদের জন্য প্রচুর খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একটী হরিণও তাঁরা জবেহ করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ভুল তালকদার টাকা ফেরত ত দিলেনই উপরুন্ত করজোড়ে মাফ নিতে বাধ্য হলেন। কেন না ভাগ্নি এখন তার হাত ছাড়া।

(দুই) এটি আমার নিজের মেজ বোনের বিবাহ। আমার এই বোন বাবার খুব প্রিয় ছিলেন। বাবা একবার বিবাহের কথাবার্তা ঠিক করেন। পর মুহুর্তেই তা আবার ভেঙ্গে ফেলেন। আমার এক মামার জেদা জিদিতে তিনি শেষ পর্য্যন্ত মত দেন। লেন দেন, কথাবার্তা সবকিছু ঠিকঠাক। যা কিছু চাওয়া হয়েছিল পাত্র পক্ষ তা" সবই নিয়ে এসেছেন। বিবাহের আসরে বাবা সবাইকে অবাক করে বলে ফেল্লেন—"এ বিবাহ আমি দেব না" মামা ঘটক। তিনি বাবার হাত জোড় করে ধরে বলতে লাগলেন—"এ আপনি কি বলছেন ভাই? আমার অবস্থাটা কি তা একবার ভেবে দেখেছেন? আপনার পায়ে পড়ি ভাই। আপনি মত দেন।" বাবা ফুটুস করে বলে ফেল্লেন—"বিবাহ দিব। তুমি পাত্র পক্ষকে পুষ্পহার আনতে বল।" ভাবখানা এই পাত্র পক্ষ পুষ্পহারও আনতে পারবে না বিবাহও হবে না। সারা রাত বসে থাকার পর সহর থেকে পুষ্পহার এল। বাবা তার কি করবেন? বিধির বিধান কে ভাঙ্গতে পারে?

(তিন) এটি আমাদের গ্রামের এক গরীব মানুষের ছেলের বিবাহ। বর যাত্রী হয়ে এই বিবাহে আমি গিয়েছিলাম। পাত্রি পার্শ্ববর্তী গ্রামের মেয়ে। বর যাত্রীদের বসার জন্য নৌকার বাদাম দিয়ে ছামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছিল। যথাসময়ে বরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই ছামিয়ানার নীচে যেয়ে বসলাম। বসে আছি ত আছিই। বিবাহ পড়ে দিবার কোনই আলামত নেই। আমাদের দলের একজন হঠাৎ বলে উঠলেন—"আরে ভাই! 'বাদামের' তলে বসে থাকতে থাকতে যে মাজায় ব্যাথা ধরে গেল। আপনারা কি বিবাহ পড়ে দিবেন না?" পাত্রি পক্ষের একজন বলে উঠলেন—"হ্যা দিব। বাড়ীর ভিতর থেকে কন্যার মত নিয়ে আসি।" হাতে শীলা এক মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে এসে বলে

www.pathagar.com

উঠলেন—"শালা! 'বাদাম'কে কয় 'মাদাম'। টাটটু এনেছি।" এই বলেই বর যাত্রীদের পিঠে ফটাফট বাড়ি মারতে লাগলেন। পাত্র কোথায়? দলের লোকজন কোথায়? "চাচা আপিন প্রাণ বাঁচা।" দৌড়ে সেদিন প্রাণ বাঁচায়ে ছিলাম। এখনও ঐ বিবাহের কথা যখনই আমার মনে হয় তখন এমনিতেই আমি হাসতে হাসতে পেট ফুলিয়ে ফেলি। হঠাৎ ঐ অবস্থায় যদি আপনারা আমাকে দেখে ফেলেন তখন নিশ্চয়ই বলবেন—'আমি পাগল'।

নৌখিলা পি, এন হাই স্কুল (প্রমদা নাথ হাই স্কুল) তখনকার দিনে আমাদের বগুড়া জেলার একটি অতি উচ্চ মানের স্কুল ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হত কলকাতায়। স্কুলের হেড মাষ্টার সাহেব বলতেন—"My School is second to none." যেহেতু আমার স্কুল প্রথম শ্রেণীর তাই শেষ পরীক্ষা দিতে হলে রাজধানী কলকাতাতেই দিতে হবে। বগুড়া সদর জিলা স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নাম শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। এরূপ ব্যক্তিত্ব সম্পুর্ণ মানুষ- যাকে বলা হয় পুরুষ সিংহ— জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। স্কুলে ঢোকার সংগে সংগে ছাত্র, শিক্ষক সবারই বুক শুকিয়ে যেত। অফিস থেকে যখন বের হতেন তখন আমাদের বুক দুরু দুরু করতে আরম্ভ করত—হঠাৎ যদি উনি আমাদের ক্লাশে ঢুকে পড়েন? মাঝে মাঝে বলতেন—"I am not a tiger but a man." আমি মানুষই বাঘ নই। কিন্তু হৃদয় ছিল পিতৃ স্নেহে একদম ভরপুর। প্রতি শনিবারে ক্লাশ এক ঘণ্টা আগে ছুটি দিতেন। স্কুল বেষ্টনীর ভিতর সব ছেলেকে জড় করে তাদের স্বাস্থ্য কেমন আছে না আছে তার খোঁজ নিতেন। যদি কারও স্বাস্থ্য খারাপ দেখতেন তা' হলে অভিভাবককে ডেকে পাঠাতেন। আমার একবার নিউমোনিয়া জ্বর হয়েছিল। তিনি আমার ক্লাশের সব ছেলেকে—হিন্দু, মুসলমান সবাইকে আমাকে দেখতে পাঠায়েছিলেন। টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আমরা উনার বাসায় পড়তে যেতাম। প্রায় সব দিনই উনি আমাদেক দুধ খেতে দিতেন। এই পড়ার জন্য তিনি আমাদের কাছ থেকে কোন বেতনও নেননি।

www.pathagar.com

প্রধান শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্টের আরও দুই একটি ঘটনার কথা বলি। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি একটি কুকাজ করে ফেলেছিলাম। স্কুলের রাস্তার ধারে রাজ কাচারীর একটি ছোট কলমের আম গাছের দুই তিনটা আম পেড়ে আমি খেয়েছিলাম। রাজ কাচারীর এক বরকন্দাজ ইহা দেখতে পেয়ে আমাকে ধরে ম্যানেজার সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। ম্যানেজার সাহেব রাগে জ্বলে উঠে আমাকে ধমক দিয়ে বল্লেন—"এই ছোকরা চুরি করে আম পাড়লি কেন? আচ্ছা করে বেতাব জানিস?" এমন সময় হেড মাষ্টার সাহেব স্কুলের পিয়ন পানাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে হাজির। হায় আল্লা! তাঁকে দেখে আমি আর আমি নেই। আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। ভীষণ গম্ভীর হয়ে উনি ম্যানেজার সাহেবকে বল্লেন—"আপনি আমার ছেলেকে ধরে এনেছেন কেন?" উত্তরে ম্যানেজার সাহেব বল্লেন—"আপনার স্কুলের এই ছাত্র আমার গাছের আম চুরি করে পেড়েছে।" হেড মাষ্টার সাহেব বল্লেন—"ঐ বয়সের ছেলে-মেয়েরা দুই একটি ফল গাছ থেকে পেড়ে খেয়েই থাকে। তাকে চুরি করা বলে না। তা' যাক আপনি আমাকে না জানিয়ে আমার ছেলেকে কেন ধরে নিয়ে এলেন? সে যদি চুরি করে থাকে তার শাস্তি আমি তাকে দিতাম। আর এর ক্ষতিপুরণ আপনিও পেতেন। আপনি আপনার সীমানার বাহিরে হাত দিয়েছেন।" বলেই আমাকে সঙ্গে করে তাঁর কক্ষে এলেন এবং আমাকে উত্তম, মধ্যম যা দিবার তা দিলেন। পরক্ষণই তিনি স্কুল ছুটি ঘোষণা করলেন এবং ছেলেদেক আদেশ করলেন ঐ গাছের সমস্ত আম পাড়ার জন্য। নিমিষে কাজ সমাধা হয়ে গেল। কিন্তু এর জের-জবর বহুদিন পর্য্যন্ত মসিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত রাজা বাহাদুর হেড মাষ্টার সাহেবের পক্ষেই তাঁর রায় দিয়েছিলেন।

আর এক দিনের ঘটনা। কলকাতায় পরীক্ষা দিবার যাবার একদিন আগে তিনি আমাদের ক্লাশে এলেন। মুখ গম্ভীর, মন দুঃখে ভারাক্রান্ত, কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর তিনি বলে উঠলেন—"তোরা ক্ষুদ্র পরিবেশ থেকে বৃহত্তর

www.pathagar.com

পরিবেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছিস। হয়ত জীবনে তোদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমার কয়েকটী কথা তোরা পালন করতে চেষ্টা করিস।"

(এক) "জীবনে কোন ছোট কাজ কখনই করবি না। ভাল কাজ যদি করতে না পারিস তা' হলে ছ্যাচরা চোর হবি না রঘু ডাকাত হবি। আমি মরে গেলেও ঐপারে গিয়ে শান্তি পাব।"

(দুই) "জীবন সাথিকে নিজে দেখে গ্রহণ করবি না। অভিভাবককে অবশ্যই সঙ্গে রাখবি এবং তাহাদের মতামত নিবি।"

(তিন) "বাসর ঘরকে নিজেদের ক্ষমতা মত সুন্দর করে সাঁজাবি এবং নিজ নিজ ধর্মের মহামানবদের ছবি বাসর ঘরে রাখবি এবং তাহাদের মত সন্তান পাবার আশায় সর্বশক্তিমানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করবি।" এই বলে উনি আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ক্লাশ থেকে বের হয়ে গেলেন।

জর্জিস মাষ্টার সাহেব আমাদেক চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষা পড়াতেন। পড়া না পারলে উনি দুই হাতের তালুতে বাঁশের বাতি দিয়ে বেতাতেন। গম্ভীর প্রাকৃতির ছোটখাট মানুষ। পাজামা পাঞ্জাবী শেরওয়ানী পরতেন। মাথায় থাকত লাল টার্কিস কাল সুতার ঝুটওয়ালা টুপি। তাঁকে দেখলেই আমার ভীষণ ভয় হত। বহু বৎসর পর একদিন আমি আমার চেম্বারে রোগী দেখা শেষ করে চেয়ারে বসে টেবিলের দিকে মাথা নিচু করে ব্যবস্থাপত্র লিখছি, এমন সময় হঠাৎ কানে এল—"করিম!" অতি পরিচিত স্বর! শুনে স্প্রিং এর মত চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেছি। মাথা তুলে দেখি মাষ্টার সাহেব। আমার এই অবস্থা দেখে উনি হাসতে হাসতে বল্লেন—"কেমন আছ?" আমি শুধু বলছি না ছ্যার, না ছ্যার। বসুন, বসুন! উনি ডান হাতটী বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—"দেখত হাতটী। অনেক দিন যাবত ব্যথায় ভুগছি।"

আব্দুল করিম মৌলভী সাহেব আমাদের আরবী ভাষা পড়াতেন। আমরা কেহই আরবী ভাষা ঠিকমত উচ্চারণ করে পড়তে পারতাম না। উচ্চারণ শুদ্ধ না হওয়ায় উনি নানা ধরনের বিদ্রুপাত্মক শব্দ ব্যবহার করে আমাদেক সম্বোধন

www.pathagar.com

করতেন। যেমন—"এই বান্দী" "এই নাপিত" "এই জোলা" ইত্যাদি। উনি সেদিন আমাদেক পড়া ধরতেন সেদিন আমাদের আর রক্ষা ছিল না। সাতটী বেত দিয়ে. চোখ বন্ধ করে ক্লাশের প্রথম বেঞ্চ থেকে শেষ বেঞ্চতক গরু পেটানি পিটাতেন। সমশের নামে আমাদের এক সহাপাঠি ছিল। সে সব সময়েই প্রথম বেঞ্চের শেষে বসত। পিটানোর সময় সে কেবলই বেঞ্চ পরিবর্তন করত। মৌলভী সাহেব তা দেখতে পেতেন না। কেননা আগেই বলেছি উনি চোখ বন্ধ করে পিটাতেন। মৌলভী সাহেব মারতে মারতে যখস শেষ মাথায় আসতেন তখন সমশের ক্লাস থেকে ফুস করে বের হয়ে দে-দৌড়। এই দে-দৌড়, দে-দৌড় করতে করতে ওর লেখা পড়ার শেষ দৌড় ঐ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত।

আমদের এক শ্রদ্ধেয় উচ্চ বর্ণের হিন্দু শিক্ষক আমাদেক অষ্টম শ্রেণীতে বাংলা ভাষা পড়াতেন। নাম বিভূতি ভুষন বাবু। উনি কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের নাম শুনতেই পেতেন না। একদিন উনি আমাদেক কবি গুরুর "কল্পনা" কাব্য গ্রন্থের বিখ্যাত "শরৎ" কবিতাটী পড়াচ্ছিলেন। কবিতাটীর প্রথম কয়েক পংতি :—

"আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিণু শারদ প্রভাতে।
হে মাত! বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারেনা বহিতে নদী জল ধার,—

"থাক থাক আর পড়তে হবে না।" মুখ ভেংচে—"পারেনা বহিতে নদী জল ধার?" ও ব্যাটার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন জ্ঞানই নাই। থাকলে এ কথা ও কি করে লিখতে পারল, শরৎকালে—পারেনা বহিতে নদী জল ধার? যখন বাংলার মাঠ, ঘাট, পথ সব শুকনো এবং জল নদীর একদম তলায়। ও ব্যাটা আরও এক জায়গায় লিখেছে—এ ভরা ভাদরে·····। থাক

www.pathagar.com

এ সমস্ত ভুল কবিতা আমি তোমাদেক পড়াব না।" শুনেছিলুম বহু পূর্ব থেকেই রবীন্দ্র বিরোধী একটি দল বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ঐ সময় গড়ে উঠেছিল। প্রমাণ স্বরূপ আর একটি কবিতার কিছু অংশ আপনাদেক শুনাচ্ছি।

"আমি একটি মস্ত কবি
জগৎ সভার মাঝে।
ফেলে দাও গো রবী ঠাকুর
নোবেল প্রাইজই বাজে।
যদি তোমরা কিছুদিন
করতে পার ওয়েট,
দেখতে পাবে জগৎ মাঝে
মস্ত আমি পোয়েট।"

স্কুলের কয়েকজন সহপাঠির সংগে আমার বেশ হৃদ্যতা ছিল। (এক) রমেন্দ্রনাথ সেন, স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের ছেলে। রমেন মেধাবী এবং পরীক্ষায় সব সময়েই প্রথম স্থান অধিকার করত। (দুই) বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী। স্কুলের নিম্ন ক্লাশের বাংলার শিক্ষক নব কুমার চক্রবর্তীর ছেলে। (তিন) অজিত ভট্টাচার্য্য। গোড়া হিন্দু নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্যের ছেলে। উনি বাংলা ভাষর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। (চার) বৃন্দাবন দাস, স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টারের ছেলে। আমরা প্রায় সব সময় এক বেঞ্চেই বসতাম। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় 'কর্ণার্জুন' নাটকটী আমরা মঞ্চস্থ করেছিলাম। কর্ণই ছিল নাটকটীর প্রধান চরিত্র এবং এই কর্ণের ভূমিকায়ই আমি অভিনয় করেছিলাম।

"জবা কুসুম শঙ্কাসম" জলের ভিতর দাঁড়িয়ে সূর্য্য বন্দনার শ্লোকটী বহুদিন পর্য্যন্ত মনে ছিল। এখন ভুলে গেছি। নাটকে কর্ণের ভূমিকার অভিনয়ই জীবনের প্রথম অভিনয়।

স্কুল জীবনের আরও দুটী ঘটনা আমার জীবনের খাতায় চিরকালের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ঘটনা দুটী মর্মস্পর্শী তো বটেই মানুষের প্রতি মানুষের

www.pathagar.com

ঘৃণার একটি চরম নিদর্শন।

(এক) বাবা আমাকে একটি ছোট লাল রং এর ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন। এই ঘোড়ায় চড়ে মাঝে মাঝে আমি স্কুলে আসতাম এবং আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে যেতাম। একবার আমি এই ঘোড়ায় চড়ে আমার ছোট চাচি আম্মার বাপের বাড়ীতে যাচ্ছিলাম। রাজ কাচারির সম্মুখ দিয়ে ছিল রাস্তা। ঘোড়াটিকে বেশ দৌড়ে ছাত্তক্যে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কাচারি ছেড়ে বেশ কিছুদূর এসেছি, পাঁচ-ছয় জন লাঠিধারী রাজ কাচারীর বরকন্দাজ আমার পিছনে পিছনে দৌড়ে আসছে আর চিৎকার করে বলছে—"এই ঘোড়া রুখ যাইয়ে, এই ঘোড়া রুখ যাইয়ে।" আমি ঘোড়া থামালে ওরা আমাকে ম্যানেজারের নিকট নিয়ে গেল। এই ভাবে ধরে নিয়ে যাবার কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ম্যানেজার সাহেব আমাকে কর্কশ ভাষায় বল্লেন—"রাজ কাচারির সম্মুখ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছ, তোমার সাহস তো কম না হে?" আমি বল্লাম এতে কি দোষ হয়েছে? সম্মুখ দিয়ে তো রাস্তা। ম্যানেজার ক্ষিপ্ত হয়ে বল্লেন—"কান ধর ছোকরা। তিন বার উঠ, তিন বার বস। সে রাজ কাচারি আজও ঐ রাস্তার ধারে ভগ্ন জীর্ণ অবস্থায় কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে! সে রাজাও নেই, সে ম্যানেজারও নেই।

দ্বিতীয়টি আমার সহপাঠি অজিৎ ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। অজিতের বাসায় মাসিক সন্দেশ পত্রিকাটি আনতে গিয়াছিলাম। ওদের বাসার সম্মুখে একটি কুয়া ছিল। আমি এই কুয়ার ঘেরাটি ধরে দাঁড়ায়ে ছিলাম। অজিৎ বাসার ভিতর থেকে বের হয়ে আমাকে কুয়ার ধারে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল—"এই করিম সর সর জল নষ্ট হয়ে গেল।" কথা শুনে শরীর-মন আমার রাগে গড়-গড় করতে লাগল। বল্লাম এই গ্রীষ্মে জলতো কত নীচে রে? আমি তো উপরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার গায়ে তো আসামের মুগার ধোপার ধোওয়া পাঞ্জাবী মুর্শিদাবাদের সিল্কের চাদর। ধুতি পরেছি ম্যানচাষ্টেরের। গায়ে দেই ভেনোলিয়া সোপ, এসেন্স মেখেছি ইভিনিং পেরিস। তোর গায়ে

www.pathagar.com

মার্কিনের নোংরা ফতুয়া। দাঁতে এক হাটু ছাতা। ধুতি যা পরেছিস সে কথা না বলাই ভাল। তোর দ্বারা যদি জল নষ্ট না হয় তা হলে আমার দ্বারা তা কি করে হবে? ও নির্দ্বিধায় বলে ফেল্ল—"তুই যে মুসলমান।"

আজ ভাবি এই বাংলার মহামানব কি মহাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়ে বলি
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়ে যাও।।"

(মান কুমারী বসু)

স্কুলে পড়বার সময় কয়েক জন ছাত্র মিলে 'চরপাড়া পল্লী মঙ্গল সমিতি' নামে একটি সেবা মুলক প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলেছিলাম। সমিতিটির সাধারণ সম্পাদক আমিই ছিলাম। আজিজার রহমান নামে গ্রামের আর একটি ছেলে সমিতিটির সহ-সম্পাদক ছিল। আমরা নিজেরা প্রতিমাসে চাঁদা দিতাম। গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের নিকট হতে সাহায্য লইতাম। সংগৃহীত টাকা পোষ্ট অফিসে জমা রাখতাম। গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের দুস্থ এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের খোঁজ লইতাম। কাপড়, ঔষধ এবং পথ্য কিনে দিতাম। যাহাদেক সাহায্য দিয়েছি তাহাদের দুই এক জনের নাম এখনও আমার মনে আছে। (এক) সৈয়দ আলী দোকানদার, আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামে এ লোকটির একটি কুঁড়ে ঘর ছিল। জ্বর এবং সর্ব শরীরে ব্যথায় মাসাধিককাল ও বিছানায় পড়ে ছিল। বাড়ী বাড়ী ছেলে-মেয়েদের খেলনা, কট-কটি, জিলাপি ও ফেরী করে বেচত।

www.pathagar.com

আরও এক জনের নাম মনে আছে। এর নাম অখিমদ্দি। আমাদের নিজস্ব এক ভিটাতে একটি কুঁড়ে ঘর তুলে ছেলে-মেয়ে নিয়ে-এ বাস করত। ম্যালেরিয়া জ্বরে এরা সবাই ভুগছিল। অখিমদ্দির মা,-বাবা, ভাই-বোন কেহই ছিল না।

চরপাড়া ফুটবল টিম নামে আমাদের একটি দল ছিল। একবার ময়মনসিংহ জেলার 'হাজি ফাজিতুল্লাহ' হাই স্কুল মাঠে খেলতে যাবার সময় যমুনা নদীর বুকে নৌকা ডুবে সবাই আমরা মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলাম। নদী পাড়ি দিবার জন্য আমরা একটি মাঝির নৌকা পূর্বেই ভাড়া করে রেখেছিলাম। নদীর পাড়ে এসে আমরা মাঝিকে তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড়তে আদেশ করলাম। মাঝি উত্তরে বল্ল—"এখন নৌকা ছাড়া যাবে না। আকাশের অবস্থা আমি ভাল দেখিতেছি না।" আমরা কেহই তাহার কথা বিশ্বাস করিলাম না। তা ছাড়া ঐ দিন বিকালেই আমাদেক খেলতে হবে। এজন্য বার বার নৌকা ছাড়তে তাকে আমরা তাগিদ দিতে লাগলাম। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হলো না। শেষে মারের ভয়ে সে নৌকা ছেড়ে চলে গেল। তখন আমরা নিজেরাই নৌকা ছেড়ে দিলাম। মাঝ নদীতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে থাকল। সমস্ত আকাশ ঘন কাল মেঘে ঢেকে ফেল্ল। নৌকার ভিতর আমরা কেহই কাহাকেও দেখতে পেলাম না। নিমিষে পাল ছিড়ে নৌকা ডুবে গেল। উপরে অন্ধকার, নীচে অন্ধকার ঘোর অন্ধকারে আমরা সাতরাতে লাগলাম। সূর্য্য ডুবার সময় আকাশ পরিষ্কার হ'ল। আল্লাহর অসীম দয়ায় আমরা এমন স্থানে এসে পৌঁছিলাম যেখানে আমাদের পা মাটিতে ঠেকল। এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কেমন করে আমরা সকলে বাঁচলাম তা বলতে পারব না। তবে "রাখে আল্লা মারে কে?" ইহাই সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল।

www.pathagar.com

"যেখানেই দেখিবে ছাই
উড়ায়ে দেখ তাই।
পাইলেও পাইতে পার
অমূল্য রতন।"

স্কুলে যখন পড়ি তখন দুটি ভদ্রোলোক মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়ীতে আসতে দেখতাম। এঁদের দু'জনের সঙ্গে আমাদের কোনই আত্মীয়তার বন্ধন ছিল না। তাঁদের কথাবার্তা, আচার, ব্যবহারে মনে হত তাঁরা যেন আমাদের কত আপনজন। এঁদের এক জনের নাম মহির উদ্দিন তরফদার। লোকে মরিয়া ঠ্যাটা বলে ডাকত। ভদ্রলোক (আমি তাঁকে নানা বলে ডাকতাম) যেখানেই যেতেন ঘোড়ায় চড়ে যেতেন। সব মানুষই তাঁর অতি আপনজন। বেশ মনে আছে যেদিন উনি আমাদের বাড়ীতে প্রথম এলেন, ঘোড়া থেকে নেমেই বল্লেন—"আবিলা গাও" তারপর সোজা ভিতর বাড়ীতে যেয়ে ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন—"মা কোথায় গো? মা কোথায় গো?" ছোট চাচি আম্মা দৌড়ে এসে বল্লেন—"আপনি কে? সাহস তো আপনার কম নয়? জানা নাই, শুনা নাই ভিতর বাড়ীতে এসে? যান বের হয়ে যান।" উনি হেসে বল্লেন—"না মা আমি তোমার কাছে আসিনি। আমি আমার বড় মায়ের কাছে এসেছি।" ইতিমধ্যে আমরা ভাই-বোনেরা সবাই তাঁকে ঘিরে ধরেছি। মা এলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোন কিছুই তাঁকে বলতে পারছেন না। কেন না কোন দিনই তাঁকে তিনি আগে দেখেননি। এমতাবস্থায় উনি নিজেই বলে উঠলেন—"আবিলা গাও। মা! এই শাড়ীটি তোমার জন্য আমি এনেছি। তুমি আমাকে চেন না। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। মেয়েকে বাবা চিনবে না? এ কেমন কথা? হ্যাঁ মা! আমার কিন্তু ভাল খাবার অভ্যাস। তুমি একটি খাইনা মুরগী জবেহ কর। ঘন দুধ আর কলা থাকতেই হবে। আবিলা গাও।" কথা বলতে বলতেই ফুস করে

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে বলতেন আবিলা গাও। ধরুন আপনার বাড়ীতে লোকজন খাওয়াবার জন্য আপনি বিরাট মজলিসের আয়োজন করেছেন। আপনি উনাকে নিমন্ত্রন করেননি। এতে উনার কিছু যায় আসে না। ঠিক সময় মত সোজা আপনার বাড়ীতে উনি যেয়ে হাজির। ঘোড়া থেকে নেমেই বলে উঠবেন—"আবিলা গাও। নিমন্ত্রন করতে ভুলে গেছেন?" এক গাল প্রাণ খোলা হাসি হেসে বলবেন—"কি আর করা যাবে? ভুল তো মানুষই করে। যাঁদেক নিমন্ত্রন করেছেন তাঁরা আবার ভুল করে কেউ কেউ আসতেও পারেনি। আবিলা গাও।"

দ্বিতীয় ব্যক্তিটীর নাম জাহির উদ্দিন মণ্ডল ওরফে জাহের ঘটক। দেখতে ফর্সা। মাঝারি ধরনের—বেশী লম্বাও না, বেটেও না। চাপ দাড়ি বেশ ছোট করে ছাঁটা। ঠোঁট দুটী পাতলা। দাঁতগুলি সুন্দর ভাবে সাজানো। পান খয়ের দিয়ে খাওয়ার জন্য ভিতর মুখ টুকটুকে লাল। কথা হাসি দিয়ে মিশানো। কথা শুনলে মনে হত ভদ্রলোকের হৃদয়ের ভিতরে হাসির খনি আছে। সোজা ভিতর বাড়ীতে যেয়ে মেয়েরা যেখানে রান্না-বান্না করছেন এক গাল হাসি হেসে বলবেন-"বুবু কেমন আছেন? ভাল তো?" নিজেই উত্তর দিয়ে আবার বলবেন—"আল্লাহ যাঁদের প্রতি সহায় তাঁরা কি ভাল না থেকে পারেন? ভাল- যে জন্যে এসেছি—বুবু? ছেলে তো ডাগর হয়ে উঠল। বিয়ে সাদীর কথা কিছু ভেবেছেন? ভাল ঘ, পরীর মত কন্যা সবই ইন্‌শা আল্লা আমার হাতে আছে।" জেনে রাখুন—ইন্‌শা আল্লা বলে যে বাড়ীর ভিতর উনি ঢুকেছেন এবং বিয়ের জাল ফেলেছেন রুই, কাতলা যত বড়ই হউক না কেন উনি না তুলে ছাড়বেন না। বীর কিশরী নেপোলিয়নের মত উনারও অভিধানে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই।

www.pathagar.com

"সহায় সম্পদ বল
সকলি ঘুচায় কাল
আয়ু যেন পদ্ম পত্রনীর।।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাদার জীবিত কাল পর্য্যন্ত আমাদের পরিবারের হাল দাদা শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন। এ পরিবারের বাহির এবং ভিতর থেকে যত বড় ঝড় ঝাপটাই আসুক না কেন তরীটি দাদার পরিচালনায় গন্তব্যস্থানে যথাসময়ে ঠিকই পৌঁছিত। কিন্তু চিরকালের জন্য তাঁর চলে যাবার পর ঐ যে তিনি বলেছিলেন—"কিছুই থাকবে না রে? সব ঠাপে ঠাপে বইসা যাবে।" তার আলামত আমাদের পরিবারে আসতে থাকল। দাদা আমাদেক ছেড়ে ১৯৩৫ সালে স্বর্গবাসী হলেন। কিছু দিনের মধ্যেই এক হাড়ি চার হাড়িতে রূপান্তরিত হল। তারপর একদিন দুপুর বেলা মা আমাদেক খেতে দিয়েছেন। আমরা খাচ্ছি। বাবা বল্লেন—"আমার গলায় ভাত বিঁধছে। খেতে পাচ্ছি না।" তারপর তাঁর স্বর ভঙ্গ হ'ল। খাবার কষ্ট বাড়তেই লাগল। তাঁকে নিয়ে আমরা কলকাতায় এলাম। এক বৎসরকাল তাঁর চিকিৎসা হ'ল। কিন্তু কোনই ফল হল না। ১৯৩৭ সালে কণ্ঠনালীর ক্যানছার রোগে তাঁর জীবন দীপ নিভে গেল। বাবা এখন কলকাতার গোবরা গোরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

বাবার জান্নাত বাসী হবার মাসাধিককাল পর আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুল। আমি দ্বিতীয় বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। স্কুলে পড়বার সময় বাবা মাঝে মাঝেই বলতেন "আমি তোমাকে ব্যারিষ্টারী পড়াব। তোমার বড় ভাই ডাক্তার হবার জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করছে।" কিন্তু এখন আমার হাল বিহিন জীবনতরী, দিক বিহিন সংসার সমুদ্রে কখন বা উঠতে আবার কখনও বা ডুবতে লাগল। নানা প্রতিকুল ঝড় ঝাপটা পাড়ি দিয়ে

www.pathagar.com

তরীটি ১৯৩৭ সালে রংপুর জেলার কারমাইকেল কলেজে যেয়ে ঠেকল। কলেজটিতে ভর্তি হলাম কিন্তু মন কিছুতেই বসছিল না। কোথায় যুক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা আর কোথায় রংপুর শহর। কলেজটি আবার মফস্বলে—শহর থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে। হায়রে! এ যেন "রাজার মায়ের সঙ্গে খাজার মায়ের তুলনা।" কিন্তু কি আর করা যাবে। 'নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল' বলে মনকে প্রবোধ দিলাম।

কলেজটি রাজা গোপাল লালের নয়শত বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। কলেজের দালানটি বিরাট আকারের। কলেজের টেপার হলটিও মস্ত বড়। উত্তর পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রফেছারদের বাসা বাড়ী। পূর্বদিকে প্রিন্সিপালের বাড়ীটি বেশ বড়। পশ্চিম ধারে বিরাট দোতালা দালান- রাজা গোপাল লাল হোষ্টেল' হিন্দু ছেলেদের জন্য। মুসলমান ছেলেদের জন্য পূর্বধারে দুটি হোষ্টেল—একটি টাইলের ঘর, আর একটি একতালা দালান ঘর। আমি এই দালানের একটি কামরায় থাকতাম। আমাদের সময়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল সতর শ'র মত। আসাম থেকে অনেক ছেলে-মেয়ে তখন এই কলেজে পড়ত।

কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ডি, এন মল্লিক। তিনি ধর্ম বিশ্বাসে ব্রাহ্ম এবং জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কলেজটি তখন সরকারী কলেজ ছিল না। রাজা গোপাল লাল কলেজটির পরিচালনার একজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। সহ-অধ্যক্ষ প্রফেসর দত্তগুপ্ত। আমাদেক ইংরেজী ভাষা পড়াতেন। ক্লাশে কোন দিনই রোলকল করতেন না। মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট'—মহাকাব্য পড়াতেন। ক্লাশে পড়াবার সময় চেয়ারে বসতেন না। এমন ভাবে পড়াতেন যেন একজন দক্ষ অভিনেতা অভিনয় করছেন। ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীরা 'টু' শব্দটিও করত না। হঠাৎ যদি কেউ করত তা' হলে সঙ্গে সঙ্গে উনি ক্লাশ থেকে বের হয়ে যেতেন। প্রফেসর লাহিড়ী মাটির মানুষ—চিরকুমার। উনিও ইংরেজী ভাষা পড়াতেন। ইতিহাসের প্রফেসার ছিলেন হারান চন্দ্র। বিখ্যাত হোমিও

www.pathagar.com

প্যাথিক চিকিৎসক। অনেক দূর-দূরান্তের রোগী তাঁর কাছে আসত। বাসার সম্মুখে রোগীদের গরু এবং মহিষের গাড়ীর বহর জড় হয়ে যেত। আমার একবার পেটের অসুখ হয়েছিল। মাসাধিককাল ধরে ভুগছিলাম। কলেজের এ্যালোপ্যাথিক এল, এম, এফ ডাক্তার বহু টেবলেট, মিক্শ্চার দিলেন। কিন্তু রোগের কোনই উপশম হ'ল না। অবশেষে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বল্লেন—"শয়তান! গরুর গোস্ত খেয়েছিস! যা এই ছয়টি বড়ী 'হাবলুর হাটের' ঐ দোকান থেকে কিনে সপ্তাহে দুটি করে বড়ী খাবি।" বড়ী কয়টি খেয়ে সত্তিই পেট আমার একদম ভাল হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তিকালে ঘাড়ের ব্যাথার জন্য ঢাকার বেশ কয়েকজন নাম করা হোমিও প্যাথিক ডাক্তারের ঔষধ খেয়েছি। কিন্তু কোন ফল পাইনি।

বাংলা ভাষা পড়াতেন এক রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মন পণ্ডিত। বাংলায় ডাবল এম, এ। স্যর হাতে কপালে নানা ছাপ দিয়ে, টিকিতে গেন্দা ফুল বেঁধে, গায়ে গেঞ্জি চাদর দিয়ে, পরনে ধুতি নেংটি থাকত দড়ির মত পেচান, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি পরে ক্লাশে আসতেন। পূজনীয় স্যরের গলার স্বর ছিল নাকেশ্বরী। একদিন উনি বিদ্রহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'দারিদ্র' কবিতাটি পড়াচ্ছিলেন। আমার এক সহপাঠি রংপুর শহরের এক হিন্দু উকিলের ছেলে। একেবারে দুষ্টের শিরমনি। এমন কোন কাজ নেই যা ও করতে পারত না। স্যর নাকেশ্বরে বলে উঠেছেন—"হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান।" ও সাথে সাথে নাকেশ্বরে বলছে—"হে দারিদ্র—তুমি মো-রে করে-ছ ম-হা-ন।"

অবাক কাণ্ড! ক্লাশ থেকে স্যর যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন ভিড়ের ভিতর ও ঠেলাঠেলি করে যেয়ে কেচি দিয়ে গেন্দা ফুল সমেত স্যরের টিকি ও গ্যাচ করে কেটে ফেল্ল। স্যরের কি অবস্থা বুঝতেই পারছেন। চিৎকার করে উনি বলতে লাগলেন—"কে? কে করল?" আমরা অনেকেই দেখেছি। কিন্তু কেহই ওর নাম বলতে সাহস করিনি। মেয়েরা শহর থেকে ঘোড়ার পাল্কি গাড়ীতে

www.pathagar.com

চড়ে কলেজে আসত। ও বাইসাইকেলে আসত। মেয়েদের গাড়ী আসতে দেখলেই ও সাইকেল থেকে নেমে রাস্তার দুধারের ভাঙ্গা ইট জড় করে গাড়ীর সম্মুখে রাখত। যাতে করে গাড়ী উল্টে মেয়েরা হুড়মুড়ী করে রাস্তায় পড়ে যায়। কোন দিন বা মেয়েরা যে হাই বেঞ্চ গুলিতে বসত, বাড়ী থেকে মোটা দড়ি নিয়ে এসে ঢোকার পথ বন্ধ করে দিত। ওর দুষ্টমি যে কখন কিভাবে প্রকাশ হবে তা বলা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

প্রফেসর রুদ্র, প্রফেসর চারু মজুমদার, প্রফেসর সাত কড়ি দে, ইনারা সবাই নামকরা শিক্ষক ছিলেন। প্রফেসর রুদ্র সম্মোহন বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। বড় বড় চোখ দুটি জবা ফুলের মত লাল। দেখলেই ভয় হত। একবার ছয় সাত শত ছেলে-মেয়েকে এক সঙ্গে টেপার হলটিতে উনি সম্মোহিত করেছিলেন। তার মধ্যে আমিও ছিলেম। কেমন করে যে আমি জ্ঞান শুন্য হয়ে ছিলেম কিছুই বলতে পারব না।

এই কলেজে পড়বার কালেই হিন্দু এবং মুসলমান ছেলেদের মধ্যে বিরোধ তা প্রথম বুঝতে পারি। হিন্দু ছেলেরা কলেজ প্রাঙ্গনে স্বরশ্বতী পূজা করত। আমরা যখন ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহাম করতে চাইলাম তাদের তরফ থেকে বাঁধা এল। কিন্তু অধ্যক্ষ আমাদেক কলেজের হল ঘরে অনুষ্ঠানটি করবার অনুমতি দিলেন। আর বল্লেন—"তোমরা কোন মওলানা মৌলভী না এনে আমার প্রিয় ছাত্র ডঃ কুদরতী খোদাকে নিয়ে এস। সে একজন সুপণ্ডিত এবং ধর্ম বিষয়েও ওর সুগভীর জ্ঞান আছে। তা' ছাড়া অনেকদিন হ'ল আমি ওকে দেখিনা। এই সুযোগে ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে।" তাঁর আদেশ মত আমরা ডঃ খোদাকে এনেছিলাম এবং তিনিই প্রধান বক্তা ছিলেন। সংগে অবশ্য কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের উর্দু ভাষার প্রফেসর ছিলেন।

১৯৩৮ সালে বকর ঈদের সময় আমরা আমাদের হোষ্টেল প্রাঙ্গনে একটি গরু কোরবাণী করেছিলাম। কলেজের সীমানার ভিতর ইহাই ছিল প্রথম গরু জবেহ। ইহাতে হিন্দু ছেলেরা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদেক আক্রমণ করে বসল।

www.pathagar.com

এই সময় কলেজের অধ্যক্ষ কলকাতায় ছুটি উপভোগ করতে গিয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি শিঘ্র চলে আসেন। ছেলেদের ভিতরের এই মন মালিন্য উভয় সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে ছড়ে পড়ে এবং ব্যাপক আকারের দাঙ্গা হাঙ্গামার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে পড়ে। কিন্তু অধ্যক্ষ, রাজা গোপাল লাল, জেলা প্রসাশক এবং পুলিশ সুপারের তড়িৎ হস্তক্ষেপের ফলে দাঙ্গা সংগঠিত হতে পারেনি।

এই সময় যুক্ত বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক। খাদ্য মন্ত্রী জনাব শহীদ সুহরাওয়ারর্দী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে একবার তিনি আমাদের কলেজ পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি শিক্ষা মন্ত্রীও ছিলেন। আমাদের হোষ্টেলে মাগরিবের নামাজের পর তিনি আমাদের সঙ্গে ঘরওয়া বৈঠকে মিলিত হন। কলেজ লাইব্রেরীতে ঐ সময় মুসলিম কৃষ্টি সভ্যতার উপর লিখিত কোন বই ছিল না। এদিকে তাঁর দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাত শত টাকা ঐ সমস্ত বই কিনবার জন্য অনুমতি দান করলেন। কতিপয় গরীব মুসলিম ছেলেকেও তিনি আর্থিক সাহায্য দেন। রংপুর শহরের একটি জন সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি এবং আমার এক সহপাঠি সভার বাহিরের গেট পাহারায় নিযুক্ত ছিলাম। শেরে বাংলা যে সময় মঞ্চে ঢুকছিলেন ঠিক সেই সময়ে আমাদের সম্মুখে দু'টি বাচ্চা ছেলে—দেখতে বেশ কাল, সর্ব শরীর মাটি মাখা, একরূপ অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় কোথা থেকে যেন এসে হাজির। ছেলে দু'টিকে দু'কোলে নিয়ে উনি মঞ্চে গেলেন। তারপর অনলবর্ষী ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে ইংরেজীতে বলতে আরম্ভ করলেন—"They are my beloved sons and they are the true sons of mother Bangal" (ইহারাই আমার অতি প্রিয় সন্তান এবং ইহা ই বাংলা মায়ের খাটি সন্তান) তারপর বাংলায়—"আমি ইহাদিগকেই মানুষ করতে চাই।" শেরে বাংলার জন সভায় বক্তৃতা ইহাই ছিল আমার প্রথম শোনা। পরবর্তীকালে অবশ্য অনেক স্থানেই আমি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি।

এই কলেজের দুই জন সহপাঠি আমার খুব প্রিয় ছিল। ইহাদের এক

www.pathagar.com

জনের নাম—আনাওয়ারুল হক। অন্য জনের নাম আবুল হোসেন। আবুল হোসেনের বাড়ী আসামের জোড় হাটে। কলেজ থেকে চলে আসার পর আবুল হোসেনের সহিত আর দেখা হয়নি। আনাওয়ারুল হকের বাড়ী রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জে। আনাওয়ারুল ক্লাশে বেশী যেত না। কিন্তু পরীক্ষায় সব সময়েই ও প্রথম হত। রাজা গোপাল লালের মেডালটি ও পেয়েছিল। আনাওয়ার প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরপুর, বুদ্ধিদীপ্ত, জীবন্ত ছেলে। সুদীর্ঘ জীবনের নানা ঘাটে দু'জনে দু'দিকে গিয়েছি। কিন্তু ঘুরেফিরে আবার মিলিত হয়েছি। শেখ সাহেবের আমলে ও রংপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার হয়েছিল। জেলা রংপুরে তখন দুর্ভিক্ষ। জেলা প্রশাসক হিসাবে রংপুরের জনসাধারণকে বাচাবার জন্য ও যথাসধ্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সরকার ওর ডাকে বিশেষ সাড়া দেয়নি। বহু লোক ঐ সময় রংপুরে মারা যায়। একদিন কথা প্রসংগে ও আমাকে বলেছিল—"তোরা মোনায়েম খাঁকে মেরে ফেল্লি। কিন্তু শাসক হিসাবে উনি সত্যই ভাল শাসক ছিলেন। উনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর তখন আমি কিশোর গঞ্জের সাব ডিভিশনাল অফিসার ছিলাম। উনি দুই জন আওয়ামী লীগ কর্মিকে জেল হাজতে পাঠাবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার অপারগতার কথা জানালে উনি আমাকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন। তখন আমি তাকে বলেছিলাম—স্যর! আপনাকে বরখাস্ত করতে হবে না। আমি নিজ ইচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। এ জন্য উনি চাকরি তো খেলেনই না বরং সন্তুষ্টই হয়েছিলেন।' আমার বিশ্বাস আমাদের দেশে এমন নিষ্ঠাবান, চরিত্র বান, সৎ কর্তব্যপরায়ন বেশ কিছু সংখ্যক চাকরিজীবী আছেন। কিন্তু ভয় এবং অন্যায় রাজনৈতিক চাপে তাঁরা দেশের মংগল জনক কাজে নিজেদেক সত্তিকার ভাবে নিয়োগ করতে পারছেন না। আনাওয়ার বর্তমানে রাজশাহী শহরে অবসর জীবন যাপন করছে। ছোট্ট একটি বাংলো ঘরের চতুর্দিকে ও বাগান করেছে। নিজেই বাগানের মালি। একথা দিবালোকের মত সত্তি, আনাওয়ার—"ছোট ঘরে বড় মন" লয়ে বাস করে।

www.pathagar.com

কলেজ জীবনের কাহিনী বড়ই দুঃখের কাহিনী। দু'টি বৎসর বহু কষ্ট করে পড়লাম। টেষ্ট পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষায় পাশও করলাম। বেতন বাঁকি ছিল। পরীক্ষার ফি এবং বাঁকি বেতন সহ এক শত পঁচিশ টাকা দিতে পারলাম না। নিকট রক্তের আত্মীয় যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেহই দিলেন না। ফল যা হবার তাই হ'ল। ব্যারিষ্টার হবার আশা মন মগজ থেকে ধোঁয়া হয়ে বের হয়ে গেল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল। কে যেন বলেছেন—"Man proposs God disposes" কি অমোঘ সত্য কথা। এই আকাশের নীচে মানুষ কত কিছু না করতে চায়—কত কিছু না হতে চায়। কিন্তু পায় কতটুকু? এই পরীক্ষা দিতে না পারায়—আমার মন জগতে এক প্রকাণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল। ছিলাম চঞ্চল। হয়ে গেলাম ধীর স্থির। কথা বলা, মানুষের সাথে মেলা-মেশা বন্দ হয়ে গেল। বাবার ঘরের উত্তর ধারের বারান্দায় চাটায়ের বেড়া দিয়ে সেখানেই থাকবার ব্যবস্থা করলাম। নিরামিশ ভুজী হলাম। একটি জমি মাপার চাকরী পেলাম। কিন্তু ধাতে সইল না। ছেড়ে দিলাম। কিছুদিন পর কয়েকজন ছেলে মিলে আমাদের বাড়ীর নিকটবর্তী মথুরা পাড়া হাটের উত্তর ধারে একটি মাইনর স্কুল দিলাম। স্কুলটির নাম হ'ল 'মথুরা পাড়া বি, কাজী এম, ই স্কুল। মরহুম মোলভী বছির উদ্দিন কাজীর ছোট ছেলে আব্দুল আজিজ কাজী তাঁর বাবার নাম অনুসারে স্কুল হওয়ার জন্য জমি দান করেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে মৌলভী জছিম উদ্দিন ফকিরের দান অপরিসীম। উনিই স্কুলটির প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রথমে একটি টিনের ঘর। পূর্ব দুয়ারী। উত্তর দক্ষিণ লম্বা। পরে উত্তর দুয়ারী আরও একটি ঘর তৈয়ারী করা হয়। আমরা গ্রামের বিত্তবান লোকদের কাছ থেকে বেঞ্চ, চেয়ার টেবিল ভিক্ষা করে এনেছি। নিজেরাই বাঁশের চাটাই দিয়ে বেড়া দিয়েছি। অনেক গরীব ছেলেকে প্রথম দিকে বই, খাতা, পেন্সিলও কিনে দিতে হয়েছে। প্রথম দিকে শিক্ষকদের কোন বেতনও ছিল না। আমি ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা পড়াতাম। অনেকদিন আগে থেকেই স্কুলটি হাই স্কুলে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই হাই স্কুলের সেক্রেটারীও আমি হয়েছিলাম। এই স্কুলের দুই বৎসর শিক্ষক জীবনে আমার একমাত্র সাথী ছিল বই। রাত জেগে মিল্টনের 'প্যারাডাইস লষ্ট,' স্যামুয়েল স্মাইলের 'সেলফ হেল্প' ম্যাকলের ইমপিচমেণ্ট অফ ওয়ারেন হেস্টিং, মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই পড়তাম। মিলটন, স্যামুয়েল স্মাইল এবং হেমচন্দ্র আমার মনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলেন। এঁদের কিছু কিছু বাণী আমার জীবন তরীকে সম্মুখ দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। যেমন—মিলটন তাঁর প্যারাডাইস লষ্টে শয়তানের মুখ দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হবার পর বলাচ্ছেন—

(1) "What though the field be lost,
All is not lost.
The unconquerable will
And the study of revenge
Immortal hate and courage
Never to submit or yeild."

(2) "Better to reign in Hell
Than to serve in Heaven"

স্যামুয়েল স্মাইল তাঁর সেলফ হেল্পে ষাইট বৎসর বয়স্ক মুচির মুখ দিয়ে—যিনি নিজের অপরাজিত মনবলে এবং অদম্য চেষ্টায় বিশ্ব বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হয়েছিলেন, বলাচ্ছেন :—"The more I live the more I am certain that the great difference between man, between the feeble and the Powerful is energy. Invincible determination—a purpose once formed and then death or victory."

হেমচন্দ্রের :—"বলনা কাতর স্বরে
বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন

www.pathagar.com

দারা পুত্র পরিবার
তুমি কার, কে তোমার
বলে জীব করনা ক্রন্দন।
অতিত সুখের দিনে
পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা করে হইও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত
স্বীয় কার্য্যে হও রত
একমনে ডাক ভগবান্।
সংকল্প সাধন হবে
ধরাতলে কীর্ত্তি রবে
সময়ের সার বর্তমান।
— — —ইত্যাদি।

গ্রামের এই শিক্ষকতার জীবন বেশী দিন ভাল লাগল না। কি করব না করব এই নিয়ে বেশ কিছু দিন চিন্তা ভাবনা করলাম। শেষে স্থির সিদ্ধান্তে এলাম ডাক্তার হব। বড় ভাই ডাক্তার। আমিও ডাক্তার হব। কিন্তু হতে চেলেই হওয়া যায় না। আই, এস, সি প্রথম শ্রেণী না হলে মেডিকেল কলেজেভর্ত্তি হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই মনে করলাম কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হব। কিন্তু এখানেও বিরাট বাঁধা। সে সময়ে রাজশাহী বিভাগের ছেলেমেয়েদের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল জলপাইগুড়ী মেডিকেল স্কুল! কিন্তু জলপাইগুড়িতে পড়তে মন কিছুতেই রাজি হল না। তখন আমি আমার মামা মৌলভী রজিব উদ্দিন তরফদার সাহেবের স্বরণাপন্ন হলাম। ঐ সময় তিনি বাংলাদেশ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির সাধারন সম্পাদক। যার সভাপতি ছিলেন শেরে বাংলা এ,কে এম, ফজলুল হক।

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর একটি বিশেষ ভুমিকা ছিল।

www.pathagar.com

তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক প্রভাবের জন্যই ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। দুই বৎসর শিক্ষকতা করে দুই শত টাকা আমি জমা করেছিলাম। ঐ টাকা এবং মামার কাছ থেকে দুটী চিঠি নিয়ে কলকাতা গেলাম। একটি চিঠি দিয়েছিলেন জনাব জছিম উদ্দিন সাহেবকে। উনি চব্বিশপরগনা জেলার একজন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। থাকতেন ধর্মতলা ষ্ট্রীটের উপর সুবিদ আলি বিল্ডিং এ। চিঠি পড়ে বললেন—"তরফদার সাহেব দিয়েছেন। কিন্তু কি করব? আমিত নির্বাচক মণ্ডলির সদস্য নই। তাছাড়া হিন্দু ভদ্রলোক যারা সদস্য আছেন তারাত আমার কথা কেহই শুনবেন না।" আর একটি চিঠি দিয়েছিলেন তিনি কলকাতা করপোরেশনের মেয়র জনাব বদরউদ্দৌজা চৌধুরীকে। তখনকার দিনে মুসলমান হয়ে বাংলাদেশে কলকাতা করপোরেশনের মেয়র হওয়া যেমন তেমন কথা নয়। বাড়ী ঘর সব ইলাহী কাণ্ড। মধ্যবিত্ত ঘরের গ্রামের ছেলে। বুক দুরু-দুরু করতে লাগল। যাহা হউক দর্শনীর কার্ড দিলাম। সঙ্গে—সঙ্গে দর্শন মিলল। গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন—"কি চাই? বললাম আমি বগুড়া জেলা থেকে এসেছি। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হতে চাই। শুনেছি আপনি নির্বাচক মণ্ডলির একজন সদস্য আছেন।

মেয়র—

"What ! just go to Galpaigury. Campbell is for Presidencmy division, All right. Go ?" বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। আমি মামার চিঠিটী দিলাম। পড়ে বললেন—"You are the nephew of Maulavi Rajib uddi n Tarafder ?" আমি বললাম Yes sir. উনি বললেন—"I shall see to it." তাজ্জব কাণ্ড। আগুনের মাথায় যেন পানি ঢেলে দেওয়া। নির্বাচক মণ্ডলির সম্মুখে হাজির হলাম। চৌধুরী সাহেবই আমাকে প্রশ্ন করলেন। আল্লাহ মেহের বান। উত্তর ভাল দিলাম। কিন্তু নির্বাচিতদের তালিকায় আমার নাম দেখলাম না। পরের দিন আবার তাঁর কাছে গেলাম। ঘটনার কথা বললাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন তুললেন। বললেন—"Mayor of Calcutta speaking."

www.pathagar.com

ওধারে ছিলেন Lt. Col. B.G. MALEYA. I,M,S, Superintendent Campb ell Medical School. মেয়র বলছেন :— "Why he is not selected ? He has done very well. I asked him question." কাজ হয়ে গেল—"জলবৎ তরলং। যেন যাদুর লাঠির খেল ! এখন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। ১২৪ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীর ১১ নং কামরায় উঠে পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। বাড়ীটী লাল বিহারী সাহা নামে এক হিন্দু ভদ্রলোকের। ভদ্রলোক উকালতি করতেন। বিরাট ধনি। কলকাতার বুকে তাঁর আরও দশ/বারটা বাড়ী। ঐ সময় আমরা যারা ক্যাম্বেলে পড়তাম কেহই তাঁহাকে ভাড়া দিতাম না। দিব কোথা থেকে ? থাকলে ত দিব। তাহাড়া ইসলামী সরামতে—আবার যাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র করেন তাঁদেরও মতে উনার ধনের উপর আমাদেরও ত হক আছে। মোট কথা হল এই - ইহকালের কাজ উনি অন্যের শ্রমলবদ্ধ ধন চুরিকরে বাড়ী-ঘর করেছেন। উনার পরকালের কাজ আমরা করে দিয়েছি - ভাড়া না দিয়ে। তাইত আল্লাহ্ পাকের কাছে মোনাজাত করি—ইয়া আল্লাহ ! সুদীর্ঘ চারটী বৎসর উনার বাড়ীতে বিনা পয়সায় থাকলাম। দোষ-ত্রুটী যদি কিছু উনি আপনার দরবারে করে থাকেন তাহলে আপনার অসীম দয়ার গুণে—উনাকে মাফ করে দিবেন। ছুম্মা আমিন।

কবিগুরু তাঁর পূরবী কাব্য গ্রন্থে 'কঙ্কাল' কবিতায় বলেছেন :—

'পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের এক পাশে
পড়ে আছে ঘাসে,
যে ঘাস একদা তারে দিয়েছিল বল
দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল।
পড়ে আছে পাণ্ডু অস্থিরাশি
কালের নিরব অট্টহাসি।
সে যেন রে মরনের অঙ্গুলি নির্দেশ
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ,

www.pathagar.com

সেথায় তোমারও অন্ত. ভেদ নাহি লেশ।
তোমারো প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙ্গাপাত্র পড়ে রবে অমনি ধূলায় অনাদরে"।

আচ্ছা। কবিগুরুর ভাবখানা কি বলুন ত? পশুর কঙ্কাল না। নিজের জাত ভাইয়ের কঙ্কাল মাথার খুলি থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত নিজে যে বিছানায় শুয়ে থাকি. তার ডানে, বায়ে খাবার টেবিলে পড়ে আছে। কোন দিন ভুলেও মনে হয়নি যে আমার ও একদিন ঐ রূপ হবে। হবে কি করে? হাড়ের রুপের বর্ণনা মুখস্ত করতে—করতে জান নাস্তা নাবুদ। যেমন উচা-নিচা-নামা-ছেদা ইত্যাদি। পরীক্ষার সময় উচা-নিচা দূরে থাক। একটু ভুল করে উল্টো মত ধরেছেনত পুজনীয় পরীক্ষক গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবেন—Come after six months" ছয় মাস পর আবার দর্শন দিও।

পরীক্ষার কথা যখন উঠল তখন তিনটি পরীক্ষার কথা বলি শুনুন :—

(এক) আমার এক হিন্দু সহপাঠীনী ফারমাকোলজি পরীক্ষা দিতে সেজে-গুজে এসেছেন। সারা বৎসর ভালমত পড়াশুনা করেছেন। ছাত্রীও মোটা-মোটী ভাল। ফারমাকোলজির পরীক্ষকের সংক্ষিপ্ত নাম ডাঃ আইচ (পুরো নাম মনে নাই)। ভীষণ রাসভারী গম্ভীর-প্রকৃতির মানুষ। যেমন লম্বা তেমন মোটা। দেখতেও বেশ কাল! দয়া মায়ার নাম গন্ধও স্যারের নেই। সহপাঠীনী নম্রনম্র হয়ে জোড়হাতে নমস্কার দিয়ে উনার সম্মুখের পরীক্ষা দিবার টুলের উপর যেয়ে বসলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত দিতে পারলেন না। দ্বিতীয় তৃতীয়ও না। কপাল দোষে একটিও ও'র পড়ার মধ্যের প্রশ্ন ছিলনা। ডাঃ আইচের ব্যাপার স্যাপার দেখে ও' ভুক করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"স্যার পড়ার মধ্যের প্রশ্ন করেন।" রাগত স্বরে উনি বল্লেন—"What! Come after six months." ভাবখানা এই! কিবললে? ছয় মাস পরে এস তখন পড়ার মধ্যে থেকেই ধরব।

(দুই) ইনি বর্দ্ধমান স্কুলের মেডিসিনের শেষ পরীক্ষার পরীক্ষার্থী। আমি

www.pathagar.com

ঐ সময় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হাসপাতালের এক নম্বর ওয়ার্ডের সিনিয়ার হাউজ ফিজিসিয়ান। পরীক্ষার্তী ছেলেটি মুসলমান, এবং খুবই ধর্ম ভীরু। দেখতে ফর্সা। বেশ লম্বা। মুখভরা দাড়ি। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবী। পায়ে কাল রং এর মুজা-পাম্পসু। মাথায় সাদা কিস্তি টুপি। মুসলমান পরীক্ষক মাত্র একজন। নাম ডাক্তার কবীর হোসেন। ছেলেটির চেহারা মুবারক দেখে ডাঃ কবীর হোসেন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—"দেখ-দেখ আজ মুর্খের কাণ্ড কারখানা দেখ। তিন তিন বার ও আগেই ফেল করেছে। এবার যদি ফেল করে তবে ওর ডাক্তার হওয়া শেষ। আমার সঙ্গে ডাঃ সরকার আছে। গোড়া হিন্দু এবং খুব রাগী মানুষ। ব্লাড প্রেসারেও ভুগছে। ঐ চেহারা যদি ডাঃ সরকার দেখে তবে নির্ঘাত ওর কপাল পুড়বে। শুন! ও,-যে রোগীর কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ডাঃ সরকারের আগে যেয়ে ওকে Stupid, Nonsence বলে জোরে-জোরে গালা-গালি পাড়ব। তুমি বলে দিবা ও যেন এতে ঘাবড়ে না যায়। আমার গালাগালি শুনে হয়ত ডাঃ সরকার তখন ওর কাছে যাবেনা।" হলোও তাই। ডাঃ সরকার এলেন না। উনি ডাঃ সরকারের কাছে যেয়ে বলেন—"ছেলেটীকে মিছামিছি বকা দিলাম। যে কয়টী প্রশ্ন করলাম সবকটীরই ও ভাল উত্তর দিয়েছে।" ফল কি বেরুল বুঝতেই পারছেন।

(তিন) এখন আমি নিজে কলকাতা মেডিকেল কলেজে শেষ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার এক সহপাঠী আমার রুমে আসত এবং আমরা দুজন এক সঙ্গে প্রায় ছয় মাস পড়াশুনা করেছি। কিন্তু পরীক্ষার প্রায় দুই সপ্তাহ আগে থেকে ও আমার কাছে আসা বন্ধ করে দিল। আরও মজার ব্যাপার মেডিকেল জুরিছপ্রুডেন্সের প্রধান পরীক্ষকের গাড়ীতে চড়ে এক সঙ্গে-ও কলেজে আসা যাওয়া করতে লাগল। ব্যাপারটী আমার কাছে বেশ ঘোলাটে—বলে মনে হতে লাগল। মনে হল ও পরীক্ষকের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র জেনে নিয়েছে।

আমার এই সহপাঠী ছিল মানুষ বাগানোর ওস্তাদ। জানি আপনারা ওর কাণ্ড কারখানা না দেখা পর্যন্ত কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আপ-

www.pathagar.com

নাদের বিশ্বাস নিয়ে আপনারা থাকুন। এখন ঘটনাটা কি তাই আমি বলছি। মেডিকেল জুরিছপ্রুডেন্সের মৌখিক পরীক্ষার দুই তিন মিনিট আগে ওকে আমি বল্লাম—ভাই। তোর পায়ে পড়ি, এখন বল কি পড়ব? ও বলল—"অপিয়াম পড়"। আল্লাহ মেহেরবান। যেই বইয়ের পাতা উলটায়েছি ওমনি অপিয়াম বের হয়ে পড়েছে। তড়িৎ অপিয়ামের উপর দিয়ে চোখ বুলাইয়ে গেলাম। অমনি পরীক্ষা দিবার ডাক পড়েছে। যেই বসেছি। প্রশ্ন হল—"What are the active principles of opium? অপিয়ামের মৌলিক উপাদানগুলি কি? তাহাদের নাম বল! সঙ্গে—সঙ্গে উত্তর মরফিন, কোডিন, থেবিন, নারকোটিন, প্যাপা ভেরিন, লভেনিন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর ভাল হওয়ায় সাহস বেড়ে গেল। মনে ফূর্তি এল। যা প্রশ্ন করছেন ফটাফট তার উত্তর দিচ্ছি। প্রথম যার ভাল তার শেষ ভাল না হয়ে যাবে কোথায়? হাসি মুখে পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে এলাম। তার পর পরই ওর ডাক। আমার রোল ছিল পোয়ত্রিশ। ওর ছিল ছত্রিশ। ওকেও ঐ একই প্রশ্ন। আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছি। ও বার বার বলছে—"মরফিন—মরফিন"। আরগুলো ওর মগজের থুলি থেকে হাওয়া হয়ে বের হয়ে গেছে। বেচারি বিষন্ন বদনে বের হয়ে এল। ফল এখন কি হল, বুঝে নিন। আর আপনাদেকে আবার বলি এত দিন পরেও যখন অপিয়ামের উপাদানগুলির নাম আপনাদের কাছে পেশ করতে পারলাম তখন আপনাদের বিশ্বাস করা উচিত। এর পরেও যদি না করেন তাহলে আর কি করা যাবে? তবে মনে রাখবেন :—"বিশ্বাসে মিলায় ভগবান

তর্কে বহুদূর"

সোনার বাংলার সোনার মানুষ কি বলে গেছেন? শুনুন :—

"আঁধারে আবৃত ঘনসংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস
তারি মাঝ খানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস।

www.pathagar.com

বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি
অন্ধ বুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে—
নাহি তার কোনো ত্রাস।”

ছাত্র রাজনীতির হাওয়া লেগেছিল রংপুর কারমাইকেল কলেজে যখন পড়ি। কলকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে পড়ার সময় আবার সেই হাওয়ার ধাক্কা এসে লাগল। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ছাত্রদের একটি সংগটন ছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালের আগে হিন্দু ছেলে-মেয়েরাই প্রতিষ্ঠানটীর কর্মকর্তা ছিল।

আমরা হিন্দু ছেলেদের কাছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার কিছু পদ দাবী করলাম। তারা দাবী গুলিন আনন্দের সহিত মেনে নিল। হিন্দু ছেলেদের নেতা ছিল— খগেন শর্মা, পরিমল রয়, মোহিত ভট্টাচার্য্য, গোপাল ব্যানার্জি, রবী ভাদুড়ী, সুনীতি রায় চৌধুরাণী, (ইনি কমিল্লায় ষ্টীফেন্স হত্যার দোষী হিসাবে আন্দামানে দীপান্তর বাসীনী হয়েছিলেন) ইলাফনি, গীতা বাগচি। মুসলমানদের ভিতর আমি নিজে, কাজী আবদুল লতিফ (কুস্টিয়া), মফিজার রহমান (গাইবান্ধা), আহসাবুল হক (কুস্টিয়া), গোলাম ছরওয়ার (বগুড়া), মেহেরুন নেছা (বগুড়া), জমেলা খাতুন (আসাম)।

ঐ সময়ে সর্বভারতীয় এবং বাঙ্গালী জাতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু আশ্চার্য্যের ব্যাপার হল ঐ রাজনীতির কলুস হাওয়া ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেক কখনই দ্বিধা বিভক্ত করতে, পারেনি। যেসমস্ত ছেলেমেয়েদের নাম উল্লেখ করলাম তারা সবাই উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের নেতা ছিল। জাপানীরা যখন কলকাতায় বম ফেলে সে সময় উভয় সম্প্রদায়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রাণের ভয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আমি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। খিদিরপুর এবং ডালহৌসী স্কোয়ারে যখন বম ফেলে তখনও আমি কল্‌কাতাতেই ছিলাম। স্কুলের সুপারইনটেনডেন্ট ছিলেন মেজর দবির উদ্দিন আহমেদ। ব্রীটীশের দেওয়া মেজর, হাঁ এবং নার শিক্ষা। ইয়েছ

www.pathagar.com

এবং মোর ভিতর যে আরও কিছু থাকতে পারে বিশ্বাস করেন না। জীবন গেলেও শৃংখলার ত্রুটী হওয়া চলবে না। ছেলে-মেয়েরা ফিরে এসে দেখল তাদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রত্যেকের মোটা অংকের জরিমানা হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের দাবি হল, যেখানে জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, সেখানে কর্তব্য পালন করব কি করে? তাছাড়া স্কুলের ছেলেদের জন্য কোন গর্ভর্ণমেন্ট হোষ্টেল ও নেই। আমরা মেছে থাকি। পানি সরাবরাহ বন্দ হয়েছিল। বয়-বাবুর্চি সবাই প্রাণের ভয়ে পালায়েছিল। এমতাবস্থায় মেছে থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এত টাকা জরিমানা দিতে আমরা প্রস্তুত নই।

গ্যাঙ্গাম বেধে গেল। এই গ্যাঙ্গাম খুলবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধি হয়ে খগেন শর্মা, পরিমল রয় এবং আমি নিজে গেলাম মেজর দবির উদ্দিন আহ-মেদের কাছে। অনুরোধ জানালাম জরিমানা মাফ করে দিবার জন্য। কিন্তু ফল কিছুই হল না। উনি যাকে বলা হয় এক কথার মানুষ। অগত্যা বাধ্য হয়ে আমরা ধর্মঘট করলাম। তখন যুক্ত বাংলার মুখ্যমুন্ত্রি ছিলেন স্যার নাজিম উদ্দিন। স্বাস্থ্য মুন্ত্রি ছিলেন চিটাগং এর মৌলভী জালাল উদ্দিন আহমেদ সাহেব। মুসলিম লীগের মুখপত্র ছিল আজাদ পত্রিকা। পত্রিকার কর্মকর্তা ছিলেন মৌলানা মুহাম্মদ আঁকরাম খান। বাংলার মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব আবুল হাসিম। ঐসময় তিনি অন্ধ ছিলেন না। জ্ঞানী গুণী মানুষ। কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নাম করা বাংলার হিন্দু রাজনীতি বিদদের সঙ্গে একই মঞ্চে তাঁকে বক্তৃতা করতে দেখেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধি হয়ে ইনাদের প্রত্যেকের কাছে আমি অনেকবার গিয়েছি।

সার্জন জেনারেল ছিলেন ইংরেজ প্যাটেন সাহেব। স্যার নাজিম উদ্দিন সাহেবের কাছে যেদিন প্রথম গেলাম উনি বল্লেন :—"ছেলেদেক ধর্মঘট তুলেনিতে যেয়ে বল। আমি তোমাদের দাবিদাওয়া বিবেচনা করে দেখব।" আমি বল্লাম স্যার একটু লিখে দেন। উনি রেগে "ভাঙ্গা বাংলায় বল্লেন—ও তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না।" আমি জিহ্বায় কামড় খেয়ে বললাম না স্যার আমি কেন

www.pathagar.com

আপনার কথা বিশ্বাস করব না ? ছাত্র-ছাত্রিরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তাই বলছি। উনি দর্শনীর শেষ হওয়ার বাজনা বেজে দিলেন। ভগ্ন মনরথ হয়ে ফিরে এলাম। ধর্মঘট চলতে থাকল। এমতাবস্থায় ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের নাম করা নেতাদের কাছে আমরা যেতে থাকলাম। ইতিমধ্যে গভর্ণমেন্ট মেজর দবির উদ্দিন আহমেদকে বদলি করলেন। তাঁর স্থানে এলেন দীনেশ চক্রবর্তী। পরে আমরা মেজর দবির উদ্দিন আহমদের কাছে ক্ষমা চেতে গিয়েছিলাম। উনি বল্লেন—"You have kicked on my back and there has produced a malignant ulcer and that ulcer will never be healed up unless and until I go to the grave." দোষ আমাদের বিশেষ কিছু ছিল না। তবুও তাঁর কথা শুনে মন দুঃখে ভরে গিয়েছিল। আর কিছু না বলে ছালাম দিয়ে আমরা চলে এলাম।

রাজনৈতিক নেতা ছাড়াও কলকাতার সমস্ত কলেজের ছাত্র নেতাদের কাছে আমরা যেতে থাকলাম এবং তারা আমাদেক সমর্থন দিতে থাকল। ফলে ছাত্র আন্দোলন শুধু ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না। মেডিকেল ছাড়াও অন্যান্য স্কুল-কলেজের মধ্যে ছড়ায়ে পড়ল। ঐ সময় দুটি ছেলের সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন। অন্যজন বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা। একজনের পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নেই। অন্যজন ভারতবাসীরা চিনলেও বাংলাদেশীরা অনেকেই চিনেন না। উনার নাম শিশির বোস। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের বড় ভাই শ্রী শরৎচন্দ্র বোসের ছেলে।

শিশির বোস কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আর শেখ মজিবর রহমান সাহেব কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র। এই শিশির বোসই নেতাজীকে ছদ্ম বেশে ভারত থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। কয়েক বার আমাদের সংগঠনের কর্মপরিষদের বৈঠকে তাঁকে আমরা নিয়ে এসেছিলাম। একবার উনাকে সঙ্গে করে আমরা দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

বোসকে দেখে উনি বল্লেল—"তুমি এসেছ কেন?" দীনেশ চক্রবর্তী কলকাতা মেডিকেল কলেজের ক্লিনিকাল সার্জারীর প্রফেসর ছিলেন। মেজর দবির উদ্দিন আহমদের বদলি হওয়ার পর উনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের সুপারেনটেনডেন্ট হয়ে আসেন। সম্ভবত শিশির বোস উনার ছাত্র ছিলেন। অথবা নামকরা পরিবার হিসাবে হয়ত তাদের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। বোসকে বাদ দিয়ে উনি আমাদেক বললেন—"Get out from my house. I donot want to see your faces." কথা গুলি আমার মনে তীরের মত বিধল। সাহস করে বলে ফেল্লাম —Sir, it is your house and not your office. We are all from gentleman's family.

একদিন আমি আমার কয়েকজন ছাত্র বন্ধুকে সঙ্গে করে পার্ক সার্কাসে যাচ্ছিলাম। শেখ সাহেবের সঙ্গে পার্ক ষ্ট্রীটের রাস্তার মোড়ে দেখা হয়ে গেল। ওঁর সঙ্গেও কয়েকজন ছাত্র ছিল। শেখ সাহেব বললেন—"এই চল চা খাওয়া যাক।" এক রেষ্টুরেন্টের ভিতর ঢুকে পড়লাম। শেখ সাহেবই বয়কে আদেশ করলেন—"এই আমলেট, টোষ্ট, কাটলেট লেআও।" সবাই মজাছে খেলাম। শেখ সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে পয়সা না দিয়ে বেরহয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কাল শেরওয়ানী ধরে বল্লাম—ভাই পয়সা দিয়ে যাও। ওঁর স্বভাবসিদ্ধ জোরগলায় বললেন—"ধ্যাতশালা। আমার পকেট ত সব সময়েই গড়ের মাঠ।" বাংলাদেশের মেকি শেখ ভক্তরা হয়ত ভাবতে পারেন আমি শেখ সাহেবকে লোকচক্ষে হেও করবার জন্য কথা কয়টী লিখলাম। কিন্তু আমার কাছে শেখ সাহেব—শেখ সাহেবই। মহাত্মা গান্ধীকে যখন গড্‌ছে গুলিকরে হত্যা করল তখন বিশ্বখ্যাত বার্ণাডশ বলেছিলেন - "It is too dangerous to be too good."

তেমনি শেখ সাহেবকেও যখন তাঁর পরিবারসমেত মেরে ফেলে দেওয়া হল তখন এই অভিনগন্যের মনে হয়েছিল—"It Is too dangerous to be encirculed by somany 'pachater dal' ঘোর রাজনৈতিক বৈরি মরহুম জনাব

www.pathagar.com

সবুর খান সাহেব শেখ সম্বন্ধে বলেছিলেন—"He is a shining star." আমার কাছে নেতাজী সুভাষের পর বাংলার নব যৌবনের প্রতিক হচ্ছেন শেখ। এই মেকি শেখ ভক্তদের ভক্তির অত্যাচারে—যাদেক উনি নিজেই উপাধি দিয়েছিলেন "পাচাটার দল।" বাংলাদেশের বারটা ত বাজায়ে ছেড়েছেই—উপরন্তু উনার সমস্ত পরীবারকে হত্যা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে। এই পাচাটার দলই—লাল বাহিনী, সবুজ বাহিনী, হুলদে বাহিনী -নানা বাহিনী বানায়ে দেশের মানুষের প্রতি অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালিয়ে আপামর জনসাধারনের মন-মগজ একদম বিশিয়ে তুলেছিল। যার ফলে কয়েকজন মিলিটারি কর্মকর্তার এই হীন কাজ করবার সাহস হয়েছিল। বর্বর পাকিস্তানী সৈনিক যাঁর গায়ে হাত তুলতে সাহস করেনি—দেশের ছেলেদের পক্ষে তা কেমন করে সম্ভব হল? সুপার পাওয়ার আমেরিকার সি,আই,এ লিবিয়ার বীর গাদ্দাফীকে মারবার জন্য কোটি কোটী বিলিয়ন ডলার খরচ করছে—তাঁর নিজ বাসস্থানের উপর বোমাও মেরেছে। কিন্তু গাদ্দাফী—ইন্ শাআল্লা এখনও জীবিত। শারীরিক দিক থেকেও তাঁর ধান-মুণ্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ী থেকে চির কালের জন্য চলে যাবার পর তাঁর বাড়ীর কয়েকটি বাড়ীর পরের বাড়ীতেই বেশ কিছুদিন আমি ছিলাম। তাঁর দেশীয় প্রিয় কাল রংয়ের কুকুরটির রুনাজারী ছাড়া এই পাচাটা দলের কাউকে ঐ রাস্তা দিয়ে হাটতেও দেখিনি। বাচাধনেরা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বলতে—বলতে মুখদিয়ে ফেনা তুলেছিল। রাতারাতি মুজিব কোট ফেলে দিয়ে উর্দী পরে মুন্সিহয়ে কুচ-কাওয়াজ আরম্ভ করে দিল। একজন ত বিদেশে যেয়ে বলেই ফেলে দিল বাংলার বুক থেকে আপদ চলে গেছে ভালই হয়েছে।

ইতিমধ্যে দুই—একজন 'ওমরাহজ' করে এসে যেমন ইটালীর মেকিয়া ভেলীর দাদা আমাদের হজরত মাবিয়া (ইনি ইসলামের চির শত্রু আবু সুফিয়ানের পুত্র। ইনার মা ছিলেন হিন্দা। ইনিই ওহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হজরত হামজার বুকের রক্ত পান করেছিলেন) বর্শার মাথায় কোরান শরীফ বেঁধে রাজনৈতিক টীপ্স করে

www.pathagar.com

শেষমেষ আবু সুফিয়ানের বংশধরেরা কারবালার ময়দানে আল্লাহর রসুলের বংশকে নির্বংশ করে দিয়ে গণতান্ত্রিক ইসলামকে শেষ করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি জনাব মাবিয়ার চেলারা আল্লাহর এই দুনিয়ায় ইসলামের নামে আজও "মারি ওরি পারি যে কৌশলে।" নীতি গ্রহণ করে ক্ষমতায় বসে ইসলামিক দুনিয়ায় ঐ শাসন চালাচ্ছে।

কিন্তু কবির ভাষায়—

"বলে যাব দুতচ্ছলে
দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারেনা কভু
ইতিবৃত্তে শাশত অধ্যায়।"

॥ রবী ॥

ছাত্র নেতা আনোয়ার ঐ সময় যক্ষা রোগে ভুগছিলেন। উনি যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালের একটি কটেজে থাকতেন। আমি কয়েকবার তাঁর কাছে গিয়েছি। শিঘ্র আমাদের গণ্ডগোল মিটিয়ে ফেলে দিবার জন্য সুহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে একটি চিঠি উনি লিখে আমাকে দিয়েছিলেন। আনোয়ার সাহেব সুহরাওয়ার্দী সাহেবের খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন। পাতলা মানুষ একটু খুঁড়ে খুঁড়ে হাটতেন। মুসলিম ছাত্র আন্দোলনে তাঁর দান অপরিসিম।

স্কুলের প্রায় ছয়-সাত শত ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গেলাম স্বাস্থ্য মুন্ত্রী মৌলভী জালাল উদ্দিন আহমদ সাহেবের বাড়ীতে। দর্শন মিল্ল না। ফিরে এলাম। একান্ত সচিব এসে বল্লেন—"উনি" ব্যস্ত। কাল মাত্র দুজন সকাল দশটায় আসবেন। নির্ধারিত সময়ে দুজন—খগেন শর্মা এবং আমি নিজে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দর্শন মিলল। ঢুকার সঙ্গে—সঙ্গে বললেন—"I was deeply engaged with Chittagong affairs with high officials Why you have disturbed the peace of the house at dead of night?" অবাক কাণ্ড। সন্ধ্যা

www.pathagar.com

ছয় থেকে সাতটাকে বলছেন গভীর রাত ? শরীর মন মাথার ভিতর কেমন যেন পাক দিয়ে উঠল। খগেন শর্মা মুখ চোরা কাজের ছেলে। ওর অসুবিধাও ছিল। কেননা ও সর্বভারতীয় রেভুলুশনারী কমিউনিষ্ট পার্টির ছাত্র দলের একজন নেতা ছিল। প্রায় সবসময়েই ও লোক চক্ষুর আড়ালে ডুবদিয়ে থাকত। কেন না টিক টিকিদের অত্যাচার ঐ সময় চরম আকারের ছিল। ঠাকুর পরিবারের সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর ঐ দলের সভাপতি ছিলেন। মুখ খুলে উত্তর দিলাম। বললাম। Sir, The time was not dead of night, Most possibly it was six or seven P.M, আবার বল্লেন—"Why you have come to my honse ?" বললাম—As you are the honourable Medical Minister Sir. তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। পাতলা ডিস পেপটিক মানুষ। গায়ে সাদা আদ্দির ফতুয়া—পরনে ঐ সাদা আদ্দির শিলাই বিহিন লুঙ্গী—মাথায় সাদা কিস্তি টুপি।

ফুর্সি টানছিলেন মোগলী ঢংএ। বললেন—I know your superintendent is a good man, good administrator, good scholer and what not," উত্তরে বললাম—Sir! he may be a good man, good scholer but he is not a good administrator ভীষণ রেগে বল্লেন—"What class do you read ?" বললাম—Third year class Sir, উনি বল্লেন—"You are a medical student. You are not in duty to yoar pts. I shall see you to be rusticated from the school. কর্তৃপক্ষ সাতাশ জন ছেলে মেয়েকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করলেন।

প্রতিদিনের ঘটনাবলী সাধারণ সভার মারফৎ আমরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেক জানাতাম। সভাগুলি হত হিন্দু মুসলিম ছাত্ররা যে সমস্ত মেছে থাকত সেই সমস্ত মেছগুলির ছাদের উপর। ছাত্র আন্দোলন যখন তুংগে তখন জেনারেল টোজো জাপান রেডিও মারফৎ আমাদেক অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু আমরা

www.pathagar.com

চেতেছিলাম এর একটা আশু সমাধান। কিন্তু সমাধানের কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শেষে আমরা মনে করলাম মৌলানা মহাম্মদ আকরাম খান ছাড়া কেহই আমাদেক এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। মোহিত ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম আজাদ অফিসে। দেখি দুতালার বারান্দায় ইজি চেয়ারে উনি বসে আছেন। আমার বক্তব্য শুনে বল্লেন—ব্যাটা নাজিম উদ্দিন প্যাটেনের খপ্পরে পড়েছে। (সার্জন জেনারেল) ডান হাতের তালু উপরের দিকে তুলে বল্লেন—"ওকে আমি এই ভাবে তুলেছি। হাত ঘুরায়ে তালু নিচে নামায়ে বল্লেন—"এই ভাবে নামাব। আমি গ্রাম বাংলার গরীব মুসলমানেরা যাতে করে শিঘ্র চিকিৎসার সুযোগ পায় তার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি! আমি ওকে মুন্ত্রি বানালাম। আর ও কিনা বেনিয়াদের দালাল হয়েছে। তুমি যাও শিঘ্র আমি এর ব্যবস্থা করব।" এক সপ্তাহ পরে আবার গেলাম। দেখে বললেন—"ও কিছু করে নাই?"

আমি বললাম না কেবলা। তখন উনি আমাকে বললেন—"তুমি ইউনি-ভারসিটী হল ঘরটি ভাড়া করে ঠিক রাখবা। আমি আগামি কাল ছাত্রদের কাছে আমার বক্তব্য রাখব। নাজিম উদ্দিন কেমন করে গদীতে থাকে তা আমি দেখে নিব?" আমি খুশিতে ডগবগ হয়ে ছালাম দিয়ে ফিরে এলাম।

ছাত্র-ছাত্রীদেক বললাম। তারাও খুশিতে ডগবগ। আমরা সবাই মনে করলাম স্যার নাজিম উদ্দিন সাহেবের উনি এবার বারটা বাজায়ে ছাড়বেন। কিন্তু হায় কপাল! উনার পাত্তা নেই। নির্দ্ধারিত সময় চলে গেল। শুনলাম উনি 'মধুপুর' রাত্রের ট্রেনে চলে গেছেন। পরে শুনলাম নাজিম উদ্দিন সাহেব ভিতরের রাজনীতির খেলখেলে উনাকে মধুপুর পাঠায়ে দিয়েছেন। খেলটী হল আমরা ক্যাম্পেলে যারা পড়ি কমিউনিষ্টদের খপ্পরে পড়ে মুসলিম লিগ গভর্ণমেণ্টকে খতম করতে অরাজকতার সৃষ্টি করছি। হল ঘরটি ভাড়া করেছিলেম যাইট টাকায়। টাকাও হারালাম মনও একদম ভেঙ্গে গেল। আবুল হাশিম সাহেবের

www.pathagar.com

কাছে গেলাম। উনারও একই মত। খ্যাস খ্যাস স্বরে রাগের সঙ্গে বললেন—"তুমিত মেডিকেল ছাত্র। তোমার ডান হাতে যদি মিনা ঘা হয় তা হলে হাতটা তুমি কেটে ফেলবেনা?" বললাম হ্যাঁ স্যার তাহলে তোমরা যারা মুসলমান ছেলে-মেয়ে ক্যাম্বেলে পড়াশুনা করতে এসে অরাজকতার সৃষ্টি করছ তোমাদেক কেটে ফেলাই উচিত। তোমরা মুসলমান জাতির সহিত শত্রুতা করছ। হায় আল্লা! কোথাকার জল কোথায় গেল। ঠেলা এখন কেমনে সামলাই? ডুবন্ত মানুষ খড়-কুটা যা পায় তাই ধরে। জানতাম শ্যামা প্রসাদ বাবুর কাছে গেলে কোন ফল হবে না। বরং খারাপ হতে পারে। তবুও গেলাম। সমস্ত কথা শুনে বললেন—'আমিত আগামি কাল অমৃত শহরে হিন্দু মহাসভার সভায় সভাপতি হিসাবে আমার বক্তব্য রাখতে যাচ্ছি। আমি নাজিম উদ্দিনের কাছে একটি চিঠি দিচ্ছি তুমি চিঠিটি নিয়ে যেয়ে ওকে দিবা। ও নিশ্চয়ই একটি ব্যবস্থা করে দিবে।" কথা শুনে মনের ভিতর তোলপাড় আরম্ভ করে দিল। একজন থাকেন উত্তর মেরুতে আর একজন দক্ষিণ মেরুতে। একি ব্যাপার! কথা শুনে মনে হচ্ছে কতযেন আপন জন? টাকার অভাবে ধর্মঘট চালাবার অসুবিধার কথা বললাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে ষাইটটী টাকা দিয়ে দিলেন।

স্যার নাজিম উদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে যত বারই গিয়েছি উনি সংগে সংগে দর্শন দিতেন। বিশিষ্ট ভদ্র। কোন দিনই বকা দেননি। একই কথা উনি বার-বার বলেছেন—"I have given you the words. You have not heard myself. I have nothing to do. শ্যামা প্রসাদ বাবুর চিঠিদিয়েও কোন ফল হলনা। শেরে বাংলা এ,কে,এম, ফজলল হক, জনাব সুহরাওয়ার্দী সাহেব সবারই একই কথা। বলে কিছু লাভ নেই।

উপায়হীন হয়ে আমরা বুদ্ধি আটলাম। অনশন ধর্মঘট করতে হবে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে ধর্মঘটিদেক দেখাতে হবে। আজাদ, আনন্দ বাজার

www.pathagar.com

যুগান্তরে সংবাদ দিতে হবে। পরে আজাদ কাগজটী সংগে নিয়ে মধুপুরের মৌলানা সাহেবের বাড়ীতে যেতে হবে। অনশন ধর্মঘট আরম্ভ হল। চার-পাঁচ দিন পর আসামের মেয়ে জমেলা খাতুনের (খবরের কাগজের জন্য) মুত্রাশয়ের গরবর আরম্ভ হল। ভারত বিখ্যাত মহাত্মা গান্ধীজীর অনশনের চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে মেয়ে ধর্ণা দেওয়া হল। অনেক ছেলে মেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু উনি উপর থেকে কিছুতেই নামছেন না। ছেলে-মেয়েরা সোর-গোল আরম্ভ করল। অবশেষে বাধ্য হয়ে উনি নামলেন। কিন্তু অনশনীদেক দেখতে উনি কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। আমরা একরূপ হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করতে লাগলাম। বললাম, স্যার! দেখতে হবে না। আপনি শুধু গাড়ী দিয়ে স্কুলের ভিতর দিয়ে ঘুরে আসবেন। উনি বললেন—"তোমরা যাও। ভেবে দেখব।" সমাজের উচুস্তরের ভদ্রলোকদের সঙ্গে উঠা—বসা-কথা বলে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে এঁরা সবাই এক সুতো দিয়েই বাঁধা। নিজেদের স্বার্থ এবং ক্ষমতার জন্য বড় বড় আদর্শের কথা বলে নিচু স্তরে যাঁরা আছেন তাঁদের জীবন নিয়ে এঁরা অনেক সময় খেলা করেন। প্রমান দেখুন। হিন্দু মহাসভাকে আপাতত বাদ দিলুম। কংগ্রেসের এক নম্বরের সমাজতান্ত্রিক নেতা বলে বিখ্যাত—গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্ত, পণ্ডিত জওহারলালজী স্বাধীন ভারতের সর্বময় কর্তা হইয়েও, শুধু তিনি কেন? তাঁর পরিবারই এখন ভারত শাসন করছেন।

কিন্তু ভারতে কি সমাজতন্ত্র হয়েছে? হিন্দু মহাসভার রাম রাজত্ব কি হয়েছে? হবার কোন দিন কি কোন আশা আছে? ভারতীয়রা আশা করতে থাকুক। আশা করতে দোষ কি? উলু পোকা যাঁরা আছেন তাঁদেক মরতে দেন। এখন আমাদের কথা কি আর বলব? বলুন? দেখতেই ত পাচ্ছেন—মুসলিম লীগের 'লড়কে লেংগে পকিস্তান—'ইসলামি হুকুমত জিন্দাবাদ" উপর থেকে ফটাস করে পড়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে উল্টে পড়ে আছে। উপর ওয়ালা—

www.pathagar.com

দুই ভাই বন্দুক তাক করে ধরে আছেন। ইসলামী কায়দায় একটুক এদিক—সেদিক হলেই ওমনি ফটাস—দুরুম-দুরুম।

ডাঃ রায় গাড়ী দিয়ে ঘুরে গেলেন। কথামত কাগজে ছাপান হল। সংবাদ বেরহল। জমেলার অবস্থা গুরুতর। মুত্রাশয়ের কাজ ঠিকমত হচ্ছে না। যে কোন সময় জীবন নাশ হতে পারে। অনশন বিশারদ ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় জমেলাকে দেখে গেছেন। কলকাতার জনমনে ভীষণ চাঞ্চল্য। আজাদ—আনন্দবাজার কাগজ দুটী নিয়ে বন্ধুবর গোপাল ব্যানার্জীকে সঙ্গে করে মধুপুর রওয়ানা হলাম। গোপাল বর্দ্ধমান ষ্টেশনে বলল—"ভাই করিম! মনে কিছু করিসনা। আমার মামা—মামিরা ভীষণ গোড়া হিন্দু। বাড়ীতে প্রতিমা আছে। প্রতিদিনই পূজা, আর্চনা হয়। তুইত মুসলমান। তোকে নিয়েত মামার বাড়ীতে ত উঠতে পারব না। আমি বললাম তুই তোর মামার বাড়ীতে উঠিস। আমি কোন হোটেলে উঠব। ও বলল—"না—তুই তোর নাম বদলে আমার দেওয়া এই হিন্দু নাম রাখ। পোষাক পরিচ্ছদ চেহারা দেখে ধরতে পারবে না। তোর নাম রাখলাম 'পরেশ চক্রবর্তী'। আমি ব্যানার্জী তুই চক্রবর্তী কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান"। আমি বললাম ঠিক আছে। নাম হয়ে গেল পরেশ চক্রবর্তী। গোপাল হিন্দুয়ানীর খাওয়া—দাওয়ার ঢং শিখিয়ে দিল। ডান হাত দিয়ে গ্লাস ধরবি। গ্লাসের জলেই আঙ্গুল ডুবাবি। খাবার আগে পঞ্চ দেবতাকে ভোগ দিবি। আসনে এই ভাবে বসবি। ইত্যাদি। যে কয়দিন ছিলাম যে আদর আপ্যায়ন মামি মা করেছেন তা ভুলবার নয়। কে যেন লিখে-ছিলেন "বুক ভরা মধু বাংলার বধু"। কি খাটি কথা। ভদ্রলোককে হাজার বার ছালাম। প্রতিদিনই খেতে দিতেন আসন পেড়ে রান্না ঘরে। মামা, গোপাল এবং আমি এক সঙ্গে খেতে বসতাম। দুধের ইলাহী কাণ্ড। চারটি গাভী দুটি মহিষ দুধ দিত। প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীত না যেন একটি চিড়িয়াখানা। পশু, পাখী বাড়ী ভর্তি। এলসেসিয়ান মস্ত বড় কুকুর দুটির কথা জীবনে কোন

www.pathagar.com

দিনই ভুলতে পারবনা। খেয়ে ফেলেছিল আর কি? বাড়ীর ভৃত্য সাওতালটী এসে চুটকি মেরেছিল বলেই রক্ষা পেয়েছি। একটি বিষয়ে আমার বার বার ভুল হত। মামি মা যখনই ভিতর বাড়ী থেকে বাহিরে এসে বাবা পরেশ বলে ডাকতেন, উত্তরে আজ্ঞা না হয়ে "জী হয়ে যেত। মামি মা ব্যাপারটির কথা একদিন গোপাল কে বলেছিলেন। গোপাল সংগে সংগে উত্তরে বলেছিল— "ও কবি মামি মা। কখন কি যে বলে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এই পরেশ! মামি মাকে একটি কবিতা শুনিয়ে দে না?" কবিগুরুর 'পুরস্কার' কবিতাটির কয়েকটি চরণ—বলতে আরম্ভ করলাম :—

"কবি তবে দুই কর জুড়ি বুকে
বাণী বন্দনা করে নত মুখে
প্রকাশো জননী নয়ন সমুখে
প্রসন্ন মুখ ছবি।
বিমল মানস সরস বাসিনী
শুক্ল বসনা শুভ্র হাসিনী
কমল কুঞ্জাসনা
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহ কোনে ধন মানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।"

ছত্র কয়টি শুনে মামি মার মনে যা কিছু সন্দেহ-দ্বিধা-দন্দ ছিল সব ধুয়ে মুছে সাফ। চোখ দিয়ে জল পড়ে—পড়ে আর কি!

সকাল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে মৌলানা সাহেবের মধুপুরের বাড়ীতে গেলাম। আমাদের দুজনকে দেখেই একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠেছেন। মৌলানা সাহেব বললেন "আবার এখানে ধাওয়া করেছ? কমিউনিষ্ট হয়েছ?

www.pathagar.com

ধর্মঘট করে, অরাজকতা সৃষ্টি করে মুসলিম লিগ গভর্ণমেণ্ট ভাংবা ? আমি নাজিম উদ্দিনের কাছে সব শুনেছি। যাও বের হয়ে যাও।" মেজাজ মোটেই ভাল দেখলাম না। সুতরাং চুপচাপ হেঁট হয়ে বসে থাকলাম। কেবল আস্তে করে 'আজাদ' কাগজটি একটু এগিয়ে দি'লাম। প্রথম পাতায় হেডিং দেখে মৌলানা সাহেব—একরূপ লাফদিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন—"তবে যে নাজিম উদ্দিন উলটা পালটা কথা বলল ? ব্যাটা কি কোন দিন জনগণের সঙ্গে মিশেছে ? সাধারন লোকের ছেলে-মেয়েদের দুঃখ বুঝবে কি করে ?" সুযোগ পেয়ে গেলাম। ফুস করে উনার কথার মধ্যে বলে ফেল্লাম—হুজুর! আমরা যারা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে পড়ি তারাত সবাই গ্রামের গরীব ঘরের ছেলে-মেয়ে। যারা মেডিকেল কলেজে পড়ে তারাইত ধনী লোকের ছেলে মেয়ে। অত টাকা জরিমানা আমরা কোথা থেকে দিব ? মৌলানা সাহেব—"আর বলতে হবে না।" বুঝলাম ঔষধ ধরেছে। মৌলানা সাহেব—"তোমরা যাও। যদি জমেলার কিছু হয় তবে নাজিম উদ্দিনকে আমি দেখে নিব। বস।" উনার চেয়ার থেকে উঠার সঙ্গে—সঙ্গে আমরাও দাঁড়িয়ে ছিলাম। চিঠি লিখতে বসলেন। মৌলানা সাহেব—"খায়রুলকে এই চিঠিটা দিবা। ও যেন চিঠিটা শিঘ্র নাজিম উদ্দিনকে দেয়। আমি দুই এক দিনের মধ্যেই আসছি।"

এদিকে হয়েছে কি জানেন ? মামি মা গোপাল কে ডেকে বলছেন—"তোর এই বন্ধুটীর সাথে মিনাক্ষীর বিবাহ দিলে কেমন হয় ?" কথা কয়টি কানে এসে গেল। তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচি। দুজনে বুদ্ধি আটলাম। পোষ্ট অফিসে এলাম। টেলিগ্রামের একটি ফরম নিলাম। তাতে মিছামিছি ইংরেজিতে লিখলাম পরেশ—কাম সারপ্। মাদার এটাক্ট কলেরা। গোপালকে রেখে মামা—মামির পায়ের ধুলো নিয়ে কলকাতার দিকে রওয়ানা দিলাম।

কলকাতা এসে খগেনকে সব কথা বললাম। ও বলল—"আজকে কার্যকারী পরিষদে সব বিষয় আলোচনা করে পরবর্তী কার্য্যক্রম আমরা গ্রহণ করব।" সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

হল পাঁচ জন—পাঁচজন করে যেয়ে মুখ্য মুন্সীর বাড়ীতে আমরা পৌঁছিব। তারপর সবাই মিলে তাঁর বাড়ীর সংরক্ষিত এলাকার নিয়ম আমরা ভেঙ্গে ফেলব। কাজটি করার সংগে সংগে পুলিশ ব্যাটন চার্য্য করল। আমাদের কয়েকজন হতাহত হল। পুলিশের এই আক্রমনের ফল আমাদের জন্য শুভ হল। রাতারাতি আমরা আর কমিউনিষ্টদের হাতের পুতুল থাকলাম না। আমরা সবাই ভাল হয়ে গেলাম। এজন্য সদাশয় নাজিম উদ্দিন সরকার আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের সব দাবি দাওয়া মেনে নিলেন। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে আবার আমরা আমাদের পড়া শুনায় মনযোগ দিলাম।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যান্ত কলকাতার জীবন ঘটনা বহুল জীবন। বিশ্বব্যাপি দ্বিতীয় মহা যুদ্ধ, বিশ্ব কবির তিরধান, ভারতীয় জাতিয় রাজনীতি, বাঙ্গালি রাজনীতি, বাংলায় দুর্ভিক্ষ সুভাষ বাবুর ছদ্মবেশে ভারত থেকে পলায়ন, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে ভারত মাকে মুক্ত করার অঙ্গিকারে অবদ্ধ হয়ে, জীবনকে বাজি রেখে ভারতের দিকে আগমন রশীদ আলী দিবস, অন্ধ কুপের স্মৃতি চিত্র ভেংগে ফেলা, মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব গ্রহণ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, বাংলা মাকে দ্বিখণ্ডিত করন, পাঞ্জাব বিভক্ত আরো ছোট বড় বহু ঘটনার সমাবেশ। ইতিহাসের ছাত্র ছাড়া সবকিছুর তথ্য পরিপূর্ণ ভাবে জানা সম্ভব না। তাছাড়া ঘটনাবলী খুবই দ্রুত গতিতে ঘটে যাচ্ছিল। ঘটনাবলীর উপর এবং ভিতর থেকে যা দেখেছি, কাগজ পড়ে যা জেনেছি তারি কিছু—কিছু তথ্য শুধু তুলে ধরব। মহাযুদ্ধের মিত্রশক্তির মহা-নায়ক হচ্ছেন—আমিরিকার প্রেসিডেন্ট রজভেল্ট, রাশিয়ার ষ্টালিন, ব্রিটিশ প্রধান মুন্ত্রি চার্চিল। অন্যদিকে অক্ষশক্তি—জার্মান-হিটলার, ইটালি-মুসলোনী, জাপান চৌজো। প্রথমদিকে অক্ষশক্তি সবযুদ্ধ ক্ষেত্রেই জিতছিল। হিটলার বাহিনী ফ্রান্সের অপরাজেও ম্যাজিনো লাইন ভেঙ্গে ফেলল। ইংল্যাণ্ডের উপর জার্মান বিমান বাহিনী তুমুল বোমা ফেলতে থাকল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবন

www.pathagar.com

ভেঙ্গে যায় আর কি। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের সোনাদানা যা ছিল কানাডায় পাঠালেন। জাপানীরা আমেরিকার পার্লহারবার দখল করে নিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দেশ দখল করে নিয়ে ভারতের আসামে এসে পৌঁছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভারতের দ্বারে এসে পৌছিল। এদিকে ভারতের দু'টী প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুই প্রধান শক্তিধর। এক দলের নাম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। নেতা মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু দলের চার আনা পয়সার সদস্য ও না। চার্চিল সাহেব নাম দিয়েছেন—"Sedecious half naked Fakir of India." হিন্দুভারত নাম দিয়েছেন বিংশ শতাব্দির 'রাম'। হিন্দু-মুসলিম উভয়ে মিলে নাম দিয়েছেন মহাত্ম গান্ধী। একদিন মটর গাড়ী চড়ে লাহোরে যাচ্ছিলেন। ড্রাইভার ছিলেন এক শিখ হিন্দু ভদ্র লোক। রাস্তায় এক সাদা চামড়ার ইংরেজ সার্জন পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। ড্রাইভার গাড়ী থামালেন। সার্জন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"গাড়ীতে কে আছেন?" উত্তরে ড্রাইভার বললেন—"The uncrowned king of India," মুকুটবিহীন ভারত সম্রাট।

আর একদলের নাম সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ। নেতৃত্ব দিচ্ছেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। মুসলিম ভারত ডাকেন—"কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।" সরোজিনী নাইডু নাম দিয়েছেন—"The still frame man of India". ইস্পাত দ্বারা তৈরি ভারতের এক মানুষ। "The Arabian Horse." দুর্ধস্ত আরবীয় তাজী ঘোড়া।" "The ambesader of Hindu-Muslim unity," হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত। "The well dressed man of Asia." সুন্দর পোষাক দ্বারা সজ্জিত এশিয়ার এক মানুষ।" গান্ধীজী বলছেন—"আপনাকে কি নামে ডাকিব?" উত্তরে সেক্সপেরিয়ান ভাষায় বলছেন—"গোলাপকে যে নামেই ডাকুন না কেন ওর নিজস্ব যে গন্ধ তা সে বাতাসে ছড়াবেই।" আবার বলছেন—"You are my younger brother" আপনি আমার ছোট ভাই। উত্তরে বলছেন

www.pathagar.com

"Yes ! I am your brother but you have got three votes. I have only one." হাঁ ! আমি আপনার ভাই ঠিকই। কিন্তু আপনার আছে তিনটী ভোট। আমার আছে শুধু একটি। "The most taciturn man of India." খুব কম কথা বলার ভারতের এক মানুষ। মুসলিম ভারতকে বলতেন—"Think thousand time before you take any decision and when you have taken the decision stick to it." কোন কিছুর সিদ্ধান্ত নিবার আগে হাজারবার চিন্তা কর। তারপর যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছ সর্ব অবস্থাতেই সে সিদ্ধান্তকে কামড়ে ধরে থাকবে। কিন্তু মুসলিম ভারত—বর্তমানে পাকিস্তান—বাংলাদেশ সমেত জিন্নাহ সাহেবের এই বাণীর মর্ম বুঝে কোন কাজই করেনি। তারা স্যার ফজলে হোসেনের কথাই গ্রহণ করেছে। ফজলে হোসেন সাহেব একবার বলে-ছিলেন—"Hindus of India think then act. Muslims of India act then think." হিন্দু ভারত আগে চিন্তা করে। পরে কাজ করে। মুসলিম ভারত আগে কাজ করে। পরে চিন্তা করে। সোজা কথায় বাড়ী ঘর পুড়ার পর নিজেদের পাছায় চাপড়াতে থাকে, আর হা-হুতাশ করে বলতে থাকে হায় ! কি হলরে ! কি হলরে ! হায় !

চার্চিল সাহেব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রি হয়ে দুনিয়াবাসীর কাছে ঘোষণা করলেন—"I will not preside over a meeting for the liquidation of the British Empire." ব্রিটীশ সাম্রাজ্য দেউলিয়া করে দিবার সভার সভাপতিত্ব আমি কিছুতেই করবনা। জিন্নাহ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন—"Will ful liquidation is far better than forceful liquidation." জোর জোবরদস্তি করে দেওলিয়া করে দেওয়ার চেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে দেউলিয়া হওয়া অনেক ভাল।

সেদিনের হিন্দু ভারত এবং মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা ধারার বিরাট পার্থক্য ছিল এবং এ পার্থক্যের কারণও যথেষ্ট ছিল। ব্যক্তিগত জীবন,

www.pathagar.com

পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এ পার্থক্য ছিল। মুসলিম ভারতের ভয়েরও যথেষ্ট কারন ছিল। কারন তারা ছিলেন তেত্রিশ কোটি। আর মুসলমানেরা দশ কোটি। সেদিনের হিন্দু মহাসভার এক নম্বরের নেতৃবৃন্দ যেমন মহারাষ্ট্রের ডাঃ মুঞ্জে, সাভাকার ঘোষণা করলেন—"We shall kick them out from India." আমরা মুসলমানদেক লাথি মেরে ভারত থেকে তাড়ায়ে দিব। কংগ্রেস অসাম্প্রাদায়িক দল হিসাবে নিজেকে প্রচার করলেও স্বয়ং গান্ধীজীই ধর্মীয় চেতনার বীজ রাজনীতির খোলা ময়দানে বপন করেন। কংগ্রেসের এক নম্বরের নেতাদের ভিতর অনেকে প্রকাশ্যেই যেমন আচার্য্য কৃপালনী, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, বালগঙ্গাধর তীলক আরো ছোট বড় অনেকেই চলনে-বলনে সবাই হিন্দু ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী। নেহুরুজীকে জিন্না সাহেব নাম দিয়েছিলেন পিটার প্যান' তাঁর সম্বন্ধে আরো বলেছিলেন—"That Impetious pandit will never learn or unlearn anything."

মনে হয় মহান নেতা। সারা জীবনই ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ভণ্ডামি এবং সুবিধাবাদী রাজনীতির ভুমিকায়ই উনি অভিনয় করে গেছেন। কৌটিল্য নীতিতে সব লোককে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানানো যেতে পারে। কিছু লোককে সব সময়ের জন্য বোকা বানানো যেতে পারে। কিন্তু সব লোককে সব সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না। নেহুরুজীর পরলোক গমনের পর উনার সম্বন্ধে জনাব রাম মনোহর লোহিয়া সাহেব বলেছিলেন—"Mr, Nehru has given ornaments to his famliy and ashes to the country." খাঁটি সমাজতান্ত্রীক নেতার মুখ নিসৃত বাণীকে ফুৎকারে উড়ে দেওয়া যায় না। বাংলার ভরাডুবির পিছনে এমন কি ভারত বিভাগের পিছনেও নেহুরু পরিবারের অবদান যথেষ্ট আছে বলেই মনে হয়। এ সত্যকে ভারতবাসীকে একদিন স্বীকার করতেই হবে। ভারতীয় জাতীয় রাজনীতির প্রথম জীবনে জিন্নাহ সাহেব সত্যিকার অর্থেই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ ছিলেন। রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ জন্য ঐ সময় তিনি 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি' নামে একটি

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র দলও গঠন করেছিলেন। ভারতীয় মুসলমানেরা তাঁকে কাফের নামেও আখ্যায়িত করেছিল। বাংলার দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পরবর্তীকালে শ্রী শরৎ চন্দ্র বোস অসাম্প্রাদায়িক নেতা। বাংলার দুর্ভাগ্য দেশ বন্ধুর মহা প্রয়ান, এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের বাংলা থেকে অন্তর্ধান—যার জন্য বাংলা আজ দ্বিখণ্ডিত, জিন্নাহ সাহেব বার বার কংগ্রেস নেতৃবিন্দকে বলেছেন—"আমরা আমাদের নিজেদের ভিতরের সমস্যাকে আগে মিটিয়ে ফেলি। আমরা যদি মিলিত হই তা হলে ইংরেজকে টাম-টুপলা বান্ধিতেই হবে।" গান্ধীজী বলতেন—"ব্রিটিশরা চলে গেলে আমরা স্বাধীন ভারতে নিজেদের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবো।" জিন্নাহ সাহেব উত্তরে বলেছেন—"You are putting the cart before the horse." আপনি ঘোড়ার আগে গাড়ী বসাচ্ছেন। এক কথায় বলা যেতে পারে ভীতি এবং অবিশ্বাস। তাছাড়া কংগ্রেস নেতাদের কথা এবং কাজের মধ্যে বেশ গরমিল ছিল। যেমন জওহর লালজী ঘোষণা করলেন—"সুভাষ বোস যদি জাপানিদেক নিয়ে ভারত আক্রমণ করে তাহলে ভারতবাসীদেক নিয়ে তাহা আমি প্রতিরোধ করব।" কিছুদিন পর আবার আজাদ হিন্দ ফৌজের মহান দেশ প্রেমিকরা যখন দেশ দ্রোহীর অভিযোগে ব্রিটিশের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন তখন তিনি সুবিধাবাদী রাজনীতির উকালতির কাল গাউন পরে—যা তিনি জীবনে কোনদিন পরেননি মহান দেশ প্রেমিকদের জন্য উকালতি করতে বসলেন। ভারতীয় জাতীয় সৈন্য বাহিনী ( I.N.A ) সম্বন্ধে ভারতের শেষ ব্রীটিশ গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের নেহুরুজীর সঙ্গে যে বাৎচিৎ হয়েছিল তার কিছু এখন শুনুন—"Lord Mount Batten then told Pandit Nehru."

"The I.N.A were not politically concious heroes fighting for their country but cowards and traitors who betrayed their loyal friends. The people who will serve you well in your national army of the future are those who are loyal to their oath;

www.pathagar.com

otherwise if you become unpopuler a disloyal army may turn against you." Pandit Nehru saw the force of this but said that for political reasons he must ask for the trials to be stopped.

(The Great Divide. P 220)

বাংলার সুভাষ-মুজিবের সঙ্গে এই ধরনের বাংচিৎ হলে তাঁরা কি করতেন সে বিচারের ভার আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম।

মহাত্মাজীর "Inner voice" অন্তর্বাণী এক এক সময় এক এক কথা বলতে থাকল। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন ছিল। যেমনটি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউজের উপর যখন জার্মান সৈন্যরা বম ফেলতে থাকল তখন তিনি ঘোষণা করলেন—"ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউজ যদি জার্মানেরা বম মেরে উড়িয়ে দেয় তাহলে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে আমি কি করব ?" এর কিছুদিন পরই তিনি 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব নিলেন। প্রস্তাবটি নিবার সময় ছিল ১৯৪২ সাল। প্রায় সব দিকের যুদ্ধ ক্ষেত্রেই অক্ষ শক্তির জয় জয়কার। জাপানীরা ভারতের দ্বারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রস্তাব নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার গান্ধী জী-সমেত কংগ্রেসের সব বড় বড় নেতাকেই জেলে পুরলেন। এমতাবস্থায় ভারতের সবদিকেই গুপ্তভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকল। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারত সমস্যা সমাধানের জন্য নানা প্রস্তাব ব্রিটিশ গভরমেন্টের পক্ষ থেকে আসতে থাকল। যেমন (এক) ওয়েভেল প্ল্যান। কংগ্রেস মেনে নিল না। মুসলিম লিগও মানল না। (দুই) ক্রীপ্‌স প্রপোজাল। কংগ্রেস মানল না। মুসলিম লিগও মানল না। (তিন) কেবিনেট মিশন প্রপোজাল (১৯৪৬) মহাত্মাজী পড়লেন। সংগে সংগে মেনে নিলেন। বল্লেন—"I accept this proposal in to to. This proposal is nothing but a blessing from God in disguise." আমি প্রস্তাবটী পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করলাম। এই প্রস্তাব ভগবানের আশির্বাদ ছাড়া আর কিছু নয়। গান্ধীজী মেনে নিবার পর কংগ্রেস

www.pathagar.com

কর্ম-পরিষদের বৈঠক বসল। প্রস্তাবটী কর্ম-পরিষদ সর্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করলেন। কিন্তু এদিকে প্রস্তাবটী সম্পর্কে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সাহেব কোন কথায়ই বলছেন না। এ জন্য হিন্দু ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। বেশ কিছু দিন পর জিন্নাহ্ সাহেব ঘোষণা করলেন—"I also accept this proposal in toto. I see the germs of Pakistan in it. This proposal is nothing but a sugar coated pill." আমিও এই প্রস্তাবটী পরিপূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করলাম। আমি এই প্রস্তাবের ভিতর পাকিস্তানের কিছু অভাস দেখতে পাচ্ছি। প্রস্তাবটী একটি বড়ি সদৃশ্য। যার ভিতর তিতা আছে। উপরে চিনি দিয়ে লেপটিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য কংগ্রেস কর্ম-পরিষদ যখন কেবিনেট মিশন প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন তখন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। কিছুদিন পর রহস্যজনক ভাবে তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থান দখল করেন পণ্ডিত জওহারলাল নেহুরুজী। সভাপতি হয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কাউন্সিলের সভা উনি ডাবলেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হল। আমরা প্রস্তাব মানিনা। সত্যের সাধক মহাত্মাজীরও মত পাল্টে গেল। সংগে সংগে জিন্নাহ সাহেব ঘোষণা করলেন—"এখন আমরা কার কথা বিশ্বাস করব ? প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া আমাদের বাঁচবার আর কোন পথ নেই।" এই জন্যই ভারতের এক নম্বরের ঝানু রাজনীতিবিদ এবং দুরদর্শীবিদ ত বটেই—মাদ্রাজের শ্রী রাজা গোপাল আচারিয়া ইন্দ্রাজীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"বাপ করেছেন এক পাকিস্তান। কন্যা করলেন দুই পাকিস্তান।"

কেবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণের সময়টী ছিল ১৯৪৬ সাল। ঐ সময় ভারতের গভর্ণর ছিলেন লর্ড ওয়েভেল। লর্ড ওয়েভেলের সাথে গান্ধীজী এবং পণ্ডিতজীর যে কথাবার্তা হয়েছিল তার কিছু এখন শুনুন।

— ... ... — — — — — — — ...

Wavel replied :—'So far as the Cabinet Mission plan is concerned, that is what I feel you should do. When Congress accepted

www.pathagar.com

the Cabinet Mission plan In the first place, I cannot believe that you do so not knowing its implications, If so, why did you accept it at all ? The plan for dividing the country into groups was implicit. You cannot now turn round and say that you did not realize that is what was intended."

Gandhi :—"What the Cabined Mission intended and the way we interpret what they intended may not necessarily be the same," "This is Lawyer's talk," said Wevel. "Talk to me in plain English. I am a simple soldier and you cunfuse me with these legalistic arguments."

Nehru :—"We cannot help it if we are lawyears."

Wevel : "No but you can talk to me like honest men,"

Nehru :—"In other words, you are willing to surrender to the Muslim League's blackmail."

Wevel : ( with great heat ) "For God's sake, Man, who are you to talk of blackmail."

("The last days of the British Raj : PP, 42—4)

এখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কি বলেন শুনুন—"I must place on records that Jawaharlal's statement was wrong. It was not correct to say that Congress was free to modify the plan as it pleased. We had infact agreed that the Central Goverment would be Federal. There would compalsory list of three Central Subjects while all other subjects remained in the provincial sphere. We had further agreed that there would be the three sections viz, A. B. C. In which the provinces would be grouped. These matters could not be changed unilaterally by Consress with out the consent of other parties to the agreement,"

("India wins Freedon.") By—Maulana Azad.

যাহা হউক কেবিনেট মিশন প্রস্তাবটী সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা

www.pathagar.com

যাক। প্রস্তাবটীর কথা হল ভারতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হবে। (অ) এক ভাগ আসাম, বাংলা। (আ) দ্বিতীয়ভাগ পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, বালুচীস্থান, সিন্ধু। (ই) ভারতের অন্যান্য সব প্রদেশ। ভারত একটি দেশই থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে তিনটি বিষয়ের ক্ষমতা।

১) ডিফেন্স – প্রতিরক্ষা।

২) ফরেন এফেয়ার্স—বহির্বিভাগ।

৩) কমিউনিকেশন—চলাচল।

আর সব বিভাগগুলির হাতে থাকবে। কেন্দ্রীয় আইন সভা থাকবে। সদস্যরা বিভাগ গুলিন থেকে যাবেন। সম্ভবত একটি কথা এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। সেটি হল যদি কোন বিভাগ দশ বৎসর পর কেন্দ্র থেকে বের হয়ে যেতে চায় তাহা হলে ঐ বিভাগকে সে সুযোগ দিতে হবে। এখন আপনারা বিচার করুন। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সৈন্য সামন্ত আছে, বহির্বিভাগ আছে, চলাচল আছে। এমন কি অর্থও আছে। শুধু একটি কথা যদি কোন গ্রুপ সুদীর্ঘ দশ বৎসর পর কেন্দ্র থেকে বের হয়ে যেতে চায় তাহা হলে তাহাকে সে সুযোগ দিতে হবে। হিন্দু ভারত প্রস্তাবটী গ্রহণ করার পর আবার তাহা প্রত্যাখ্যান করল কেন? এতে তাদের ভয়েরই বা কি কারণ ছিল? কেননা তারা ছিল তেত্রিশ কোটি। মুসলিম ভারত দশ কোটি। সে দশ কোটিও বিচ্ছিন্ন ভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছিল। আরোও একটি কথা এর সংগে বলা যায়। তাহা হল সুদীর্ঘ দশটি বৎসর স্বাধীন ভারতে এক সংগে বাস করার পর বিভাগ গুলি বিভক্ত হবে এটা কেমন করে চিন্তা করা যায়? যদি কেহ করেও তবে সৈন্য বাহিনীতো কেন্দ্রের হাতে আছেই। প্রস্তাবটী মুক্ত মনে গ্রহণ করলে মনে হয় এর ফল শুভই হত। বাপ-দাদার ভিটা-মাটি ছেড়ে উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানব সন্তানকে উদ্বাস্তু হতে হত না। পরিস্থিতি এবং পরিবেশ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন বাড়াতে বই কমাত না। বিভাগ গুলিন সমাজতান্ত্রীক পদ্ধতিতে তড়িৎ গতিতে সবদিকেই উন্নতির দিকে যেত। সবাই মিলে থাকলে

www.pathagar.com

ভারতের শক্তি আরো সুদৃঢ় হত। বিশেষ কোন পরিবার বা সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘ-কাল ধরে এক চেটিয়া দেশ প্রেমিক হয়ে ক্ষমতা দখল করে রাখার কলা-কৌশল সফল হবার সম্ভাবনা কম ছিল। বাংলার বুকে এমন হাহাকার হত না। সুদীর্ঘ কালের একটি (আমি বাংলার হিন্দু ভাইদের কথা বলছি) গৌরবময় ঐতিহ্য বাহী জাতির যাঁহাদের দান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার মতে বার আনা, জ্ঞানের গরিমায় যাঁহারা বিশ্বের যে কোন জাতির সমতুল্য ছিলেন, তাঁহাদের এমন ভরাডুবি হত না। এও মনে হয় তাঁহারাই সর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতেন। হিন্দি-ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়ার সম্ভাবনা শুন্যের কোঠায় ছিল। বাংলা ভাষা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হওয়ার সম্ভাবনা অধিক ছিল। পাঞ্জাবে শিখ জাতির বুকে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তা হবার সম্ভবনা ছিলনা।

কলকাতার জীবনের কথা বলা ও শুনার আরোও কিছু তথ্য :—

১৯৪১ সালে ছাত্রাবস্থায় শেরে বাংলার ঝাউতলার বাড়ীতে কয়েক জন মেডিকেল ছাত্র নিয়ে গেলাম। বললাম স্যার। আপনি নিজেই লাহোর প্রস্তাব নিলেন। এখন আবার মুসলিম লিগ থেকে বের হয়ে এলেন। এবিষয়ে আমাদেক কিছু বলেন। কোন উত্তর না দিয়ে উনি বের হয়ে গেলেন। এখন মনে হয় বোধ হয় তখনই উনি বুঝেছিলেন বাংলা ভাগ হতে বসেছে। তাছাড়া আমাদের মত মাথা গরম অর্বাচীনদের সাথে এই গুরুতর বিষয়ে কথা বলা হয়ত তিনি উচিত মনে করেন নি।

শ্রী অন্নদা শংকর রায় তাঁর একটি বেদনাদায়ক ছড়ায় বলেছেন :—

ভুল হয়ে গেছে সব বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে।
ভাগ হয়নিকো নজরুল।
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক,
বাঙ্গালী বলতে, একজন আছে।
দুর্গতী তাঁর ঘুচে যাক।

www.pathagar.com

এর সঙ্গে এই নরাধম যোগ করল :—

জাঁত বাঙ্গালী বলতে
আরোও তিনজন আছে
নামগুলিন তাঁদের—
আচার্য্য প্রফুল্ল, দেশবন্ধু, হক্।
পশ্চিমা গুতা খেয়ে
বাঙ্গালী হল আর চারজন—
শরৎ, শুভহাস, হাশিম সুহরাওয়ার্দী।

১৯৪৩ সালে মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খানকে তাঁর আজাদ অফিসে বললাম। কেবলা। পাকিস্তান হওয়া কি সম্ভব? উত্তরে বলেন—"জিন্নাহ সাহেব বলেন, তাই হাত তুলি। তোমরা বুঝবা না। হিন্দুকে চাপ না দিলে ওঁরা কি কিছু দিবে?"

বাঙ্গালী চরিত্র যে কত বিচিত্র এবং বিস্ময়কর তা আবিষ্কার করা সত্য সত্যই বড়ই কঠিন। একটি সত্য গল্প বলি শুনুন। কলকাতায় বড় রকমের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময়ের ঘটনা। হিন্দু মুসলমানকে মারছে। মুসলমান হিন্দুকে মারছে। লাঠী, বল্লম, চাকু, রামদা এমনকি বন্দুকের খেলা কলকাতার সব দিকেই শুরু হয়ে গেছে। শুধু এ্যাম্বুলেন্সই নয়—ট্রাক ভর্তি হয়ে হিন্দু-মুসলিম আহত ব্যক্তিরা হাসপাতালে আসছেন। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হাসপাতালের প্রথম মেডিকেল ওয়ার্ডের নিজস্ব হাউজ ফিজিসিয়ানের কামরায় বসে আছি। ওয়ার্ডের সেবিকাদের অধিনায়িকা একটি রোগীনীর বিছানা নম্বরের কাগজ সম্মুখে দিলেন। ভদ্র মহিলাটি মরার জন্য বিষ খেয়েছেন। সঙ্গে স্বামীও এসেছেন। মহিলাটি হিন্দু ভদ্রলোকের দ্বিতীয় স্ত্রী। দুই সতীনে ঝগড়া করেছেন। ভীষণ দুঃখে ছোট জন আত্মহত্যার জন্য বিষ খেয়েছেন। ভদ্রলোক একরূপ আমার হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করতে লাগলেন যাতে করে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী বেঁচে উঠেন। ব্রিটিশ আমলা সেবিকারা ডাক্তারদেক বেশ ভয় করেন। আদেশ দিলাম রোগী-

www.pathagar.com

নীর যেন কোনরূপ সেবা শুশ্রূষার ত্রুটী না হয়। যাহা হউক মাসাধিককাল পর রোগীনী সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং বাড়ী গেলেন। একদিন হাসপাতালের ভিতর আমার নিজস্ব থাকিবার কামরায় বেলা দু টা থেকে তিনটার মধ্যে আমি আমার বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এমন সময় দরজায় খট-খটানীর শব্দ। ভাবলাম ওয়ার্ড থেকে এই এলাম, আবার বোধ হয় কোন রোগীর অবস্থা খারাপ হয়েছে। দরজা খুলে দেখি ঐ ভদ্র মহিলা। সঙ্গে স্বামী রত্ন। কলকাতার ঐ সময়কার ঘোড়ার ফিটন গাড়ীতে চড়ে উনারা এসেছেন। ভদ্র মহিলা বল্লেন—"আপনাকে এখনই আমার বাসায় যেতে হবে।" স্বামী ভদ্র মহাশয়েরও একই কথা। কথা শুনে আমার পায়েতে যত রক্ত ছিল সব মাথায় উঠে গেছে। রাগত স্বরে বললাম—দেখুন আমিত এই একমাস ধরে দিবা-রাত্রি যাতে করে আপনি সুস্থ হয়ে উঠেন তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর পুরস্কার হিসাবে আপনারা এখন আমার কাল্লা নিতে চান? যান বের হয়ে যান? আমি মুসলমান তাতো আপনারা ভালভাবেই জানেন। এখনই বের হয়ে যান বলছি? না হলে দারওয়ানকে ডাকতে আমি বাধ্য হব। কঠিনভাবে কথাগুলি রাগের মাথায় বলে ফেল্লাম। ভয়ে বের হয়ে যাওয়াতো দূরের কথা ওঁরা দু'জনে আমার বিছানায় বসে পড়ল। আমার রাগ একটু কমলে ভদ্র মহিলা বল্লেন—"উঠুন আমি রান্না করে টেবিলে সাজায়ে খাবার রেখে এসেছি। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আপনাকে যেতেই হবে। আবার রাগের মাথায় যা মুখে এল বলে ফেল্লাম। দু'জনে একটি কথাও বল্লেন না। শেষে ভদ্র মহিলা কেঁদে ফেল্লেন। ভদ্র মহাশয় কোমর থেকে পিস্তলটী বের করে বল্লেন—"দেখুন আপনাকে মারার আগে আমাদের দু'জনকে আগে মেরে ফেলতে হবে। জেনে রাখুন তার আগে আপনাকে মেরে ফেলা কিছুতেই সম্ভব না। এর উপর আর কি করব বলুন? যা থাকে কপালে! আল্লা ভরসা করে ফিটনে উঠে বসলাম। ভদ্র মহিলার স্বামী বললেন—"এক ধারে নয়। আপনি আমাদের দু'জনের মাঝখানে বসুন।" ক্রীকরোর ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তার দু'ধারেই বড় বড় হিন্দুদের বাড়ী। মুসলমানের

www.pathagar.com

নাম গন্ধও ঐ অঞ্চলে নেই। বুক দুরু দুরু করতে আরম্ভ করল। রক্ত চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম। শরীর হিম ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শুধু মনে মনে আল্লা আল্লা করছি। বাড়ীতে এসে দেখি সত্যিই টেবিলের উপর খাবার দাবার সব পরিপাটি করে সাজানো। খেতে পারছি না। মনে একটুকুও সাহস নেই। কি জানি কপালে ঘটে। তাই শুধু ভাবছি। ভদ্র মহিলা বল্লেন—"কি হল? খাচ্ছেন না কেন? কত কষ্ট করে মাংস রান্না করলাম? নিন—খান? কিসের ভয়? বলে মাংস পাতে তুলে দিলেন। ওঁরা নিজেরাই আবার রেখে গেলেন। এখনও ওঁদের কথা মনে হয়। আর ভাবি এটা কেমন করে সম্ভব হয়? হুব্‌স বলেন—"মানুষ মুলত পশু—মানে অসুন্দর।" 'লক' বলেন—"না মানুষ পশু নয়। মানুষের ভিতর আলো আছে—দেবতা আছে। মানুষ সুন্দর।" কোন দিকে যাব ভেবে পাই না। কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি এই মানুষ!

১৯৪৬ সালে জনাব ইস্পাহানী সাহেবের কলকাতার বাড়ীতে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছয়-সাত জন ছাত্র নিয়ে গেছি জিন্নাহ সাহেবের সংগে করমর্দন করার জন্য। যেয়ে দেখি দু-তালার দক্ষিণ ধারের বারান্দায় উনি একবার যাচ্ছেন আবার ফিরছেন, আর বলছেন। তিন জন একান্ত সচিব লিখছেন সিগারেট ধরাচ্ছেন – ফেলছেন। আবার ধরাচ্ছেন। আমরা যখন গেলাম – একবার শুধু তাকালেন। এইভাবে বেলা দশটা থেকে দু'টা পর্য্যন্ত চলল। বাড়ীর সম্মুখের ঘাসের উপর বসে আছিত আছিই। ছেলেরা আমাকে ফিস ফিস করে বকাবকি করতে লাগল। ছেলেরা—"শালা বলল! মোলাকাত করাব? পেট চু-চু করছে। আমি বললাম কথা বলিস না। রেগে যাবেন। ঠিক দু'টা যখন বাজল ব্যালকনির রেলিং এর উপর হাত রেখে বললেন—"Well! will you speak to myself? এমনভাবে বল্লেন যেন মেঘে মেঘে ঘর্ষণের শব্দ ফেটে বেরুল! চমকে উঠেছি। থতমত খেয়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাবে বললাম—No – Sir—we have—only – come to see you. Jinnah—"Well! I am very busy. Jast go and work for the Muslim League," মোলাকাত শেষ।

www.pathagar.com

ছেলেরা আমাকে ধরে মারে আর কি। কি যে মছিবতে পড়েছিলাম।

১৯৪৫ সালে ডাঃ (লেফলেন্ট কর্ণেল) স্যার হাসান সুহরাওয়ার্দী তাঁর পার্ক সার্কাসের বাস ভবনে কলকাতার সব মুসলমান ডাক্তারদেক ডাকলেন। গেলাম সেখানে। যেয়ে দেখি অনেক ডাক্তার সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁহাদের অনেককেই চিনি। যেমন—ডাক্তার টি আহমেদ ( চক্ষু বিশারদ ) ডাঃ আব্দুল ওয়াহেদ, ডাঃ আব্দুল মালেক, ডাঃ আব্দুল লথিফ ইত্যাদি। ডাঃ স্যার সুহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর ভাষণে বল্লেন—"আমি লণ্ডনে ছিলাম। জিন্নাহ সাহেব আমাকে নয়াদিল্লীতে তাঁর সংগে দেখা করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁর সংগে দেখা করে গতকাল কলকাতায় এসেছি। কেন আমাকে ডেকে ছিলেন সেই বিষয়টি আপনাদেক জানাবার জন্য আমি আপনাদেক ডেকেছি। জিন্নাহ সাহেব আমাকে বললেন- আপনি কলকাতায় যেয়ে কলকাতার সমস্ত মুসলমান ডাক্তারকে নিয়ে একটি পৃথক মুসলিম মেডিকেল সমিতি গঠন করুন। এটা তাঁর আদেশও আপনারা মনে করতে পারেন। এর সঙ্গে এ কথাও আমাকে বলেছেন—ভারতের রাজনৈতিক আকাশ উনি মেঘাচ্ছন্ন দেখতে পাচ্ছেন। ব্রিটিশ সরকার এবং হিন্দুদের সংগে মুসলমানদের এক বিরাট আকারের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতে পারে।" ঐ সভায়ই কলকাতা মুসলিম মেডিকেল সমিতি গঠন হয়। এটাও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে পরে সমিতিটি " বাংলাদেশ মুসলিম মেডিকেল সমিতিতে রূপান্তরিত হবে।

১। সমিতির সভাপতি : ডাঃ ( লেফলেন্ট কর্নেল ) স্যার হাসান সুহরাওয়ার্দী।

২। সহ-সভাপতি : ১) ডাঃ টি আহমেদ (চক্ষু বিশারদ)

২) ডাঃ আব্দুল মালেক চক্ষু চিকিৎসক। বেশী সময় রাজনীতি করতেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পূর্ব পাকিস্তানের শেষ বাঙ্গালী গভর্ণর।

www.pathagar.com

৩। ডাঃ আব্দুল ওয়াহেদ—কলকাতা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ সহ-কারী মেডিসিনের প্রফেসর। পরবর্তীকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর।

আরও কয়েকজন সহ-সভাপতি ছিলেন।

সাধারণ সম্পাদক দুইজন ছিলেন।

১। মেডিকেল গ্রাযুয়েড একজন।

২। লাইসেন সিয়েটদের একজন। লাইসেনসিয়েট ডাক্তারদের সাধারণ সম্পাদক আমি নিজে ছিলাম। গ্রাযুয়েডদের সাধারণ সম্পাদক কোন সভায় উপস্থিত হতেন না। ফলে সমিতির কাজ আমাকেই চালাতে হত। আমাকে সাহায্য করতেন সমিতির কর্ম পরিষদের সদস্য ডাঃ কাজী আব্দুল লতিফ (কুষ্টিয়া) ইনি অবিভক্ত বাংলার মুন্ত্রী জনাব সামছুদ্দীন সাহেবের ভাগিনা ছিলেন। ঐ সময় সমিতির কার্য্যের জন্য মাঝে মাঝে স্যার হাসান সুহরাওয়ার্দী সাহেবের বাস ভবনে আমাকে যেতে হত। বুড়া মানুষ। একা থাকতেন। বসবার ঘরে দেওয়ালে টাংগানো সরোজিনি নাইডুর ফটো দেখেছি। একমাত্র মেয়ে বেগম শায়েস্তা একরামুল্লাহ। বাসায় যখনই যেতাম কিছু না কিছু খেতে দিতেন। দাদু—দাদু বলে ডাকতাম। একদিন বলেই ফেল্লাম—দাদু, আপনারত শুধু এক মেয়ে। তিনিও ত নাই। বিবাহ দিয়েছেন বিরাট লোকের সঙ্গে। আপনার বাড়ী-ঘর এ সমস্ত আমাকে দিয়ে দেন। হেসে বল্লেন—"আমারত কিছুই নাই। সব হাস-পাতালকে দিয়ে দিয়েছি।" এত বড় ডাক্তার - এত বড় মাপের মানুষ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যও ছিলেন। কিন্তু এতটুকু অহংকারও নাই। আপন ভাই স্যার আব্দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী "আল্লাহর রসুলের বাণী" নামক বইটীর লেখক। বইটীর মুখবন্দ লিখে দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। শুনা যেত জগত বিখ্যাত লিও-টলষ্টয় বইটী তাঁর ওভার কোটের পকেটে সব সময়ই রাখতেন। টলষ্টয়ের মৃত্যুর পর ওভার কোটের পকেট থেকে বইটি পাওয়া গিয়েছিল। এত বড় হয়েও কি

www.pathagar.com

করে এত ছোটকে এত আপন ভাবতে পারেন সে কথা যখনই মনে হয় তখনই মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে।

১৯৪৬ সালে বিহারে হিন্দু-মুসলিম দাংগার সময় আমি একটি মেডিক্যেল দল নিয়ে পাটনায় গিয়াছিলাম। ঐ সময়ে পাটনা শহরে দাঙ্গায় আহত মুসলমান নর-নারীদের চিকিৎসার জন্য কয়েকটি সাময়িক হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। মানুষের প্রতি মানুষের বিভৎস নৃশংসতা পূর্বে কোথাও আমি এরূপ দেখিনি। পাঞ্জাবের স্যার ফিরোজ খাঁ নুন এবং বাংলার স্যার নাজিম উদ্দিন কায়েদে আজমের নির্দেশে ঐ সময় পাটনায় ছিলেন। হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী সাহেবের কন্যা বেগম সোলায়মান দুর্গত নর-নারীদের সেবায় যথেষ্ট সাহায্য আমাদেক করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এক বার বলেছিলেন—"The Muhammadan is a bully and the Hindu is a coward." মুসলমান গুণ্ডা আর হিন্দু কাপুরুষ। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের এই বিভৎস নৃশংসতা দেখে মহাত্মাজীর এই বাণীটি সঠিক বলে মনে হয়নি। ঐতিহাসিক ভাবে হিন্দুরা শক্তের ভক্ত এবং দুর্বলের জম। অন্ততঃ পাটনায় ইহাই আমার মনে হয়েছে।

১৯৪৫ সালে একদিন আমি এবং ডাক্তার মহাম্মদ আব্দুল মালেক ক্যাম্বেল হাসপাতালের বহির্বিভাগে চোখের রোগী দেখতে ছিলাম। ডাক্তার মালেক এল, এম, এফ, ডি, ও ভিয়েনা। হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের চতুর্থ অতিরিক্ত চিকিৎসক ছিলেন। আমি চক্ষু বিভাগের রেসিডেনসিয়াল সার্জন হিসাবে কাজ করছিলাম। আমার নিকট ভদ্র বেশধারী এক হিন্দু রোগী এসে বললেন—"ডাক্তার সাহেব আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বিদায় করেন। বালীগঞ্জে এখনই আমাকে একটি বিশেষ জরুরী কাজে যেতে হবে! নূতন ডাক্তার। বয়স অল্প। হাসপাতালে কাজ করছি। তার উপর ব্রিটিশ আমলা। রাগতস্বরে বললাম—আপনার আগে বহুরোগী এসে বসে আছেন। ঐখানে যেয়ে বসুন। ডাঃ মালেক ট্যারা চোখে চেয়ে বল্লেন—"এই করিম! তুই ওকে দেখিস না। আমি দেখব।" রোগীটী তাড়াতাড়ি ডাঃ মালেকের কাছে চলে গেলেন। উনি ডাঃ মালেককে

www.pathagar.com

অনুরোধ করে বল্লেন—"ভাই! একটু তাড়াতাড়ি করে দেখে দাও।" আমার কাছে ঘটনাটি মজার বলে মনে হল। রোগী দেখা বাদ দিয়ে আমি ডাঃ মালেকের কাছে এলাম। ডাঃ মালেক রোগীটীর কাছে হাত বাড়ায়ে দিয়ে বল্লেন—"আগে তুমি আমার হাত দেখ। আমি পরে তোমার চোখ দেখব।" উনি বল্লেন—"আমিত ভাল দেখতে পাচ্ছি না। কেমন করে দেখব।" ডাঃ মালেক বল্লেন—"যা দেখতে পাচ্ছ তাতেই চলবে। শুন! যদি না দেখ তা'হলে আমরা কেহই তোমার চোখ দেখব না। বাধ্য হয়ে ভদ্রলোক ডাঃ মালেকের হাত দেখতে লাগলেন। উনি বল্লেন—"আরে! আপনিতো ১৯৪৭ সালের পর সারা ভারতে দৌড়া দৌড়ি করবেন? তারপর কিছুদিন বাদ—হাঁ দেখ! ১৯৫১ সালে আপনার ভাই! এক অতি প্রিয়জন মারা যাবেন। তারপর আপনি অনেক উপরে। যার উপরে আর নাই।" পাকিস্তান বহিরাগত মন্ত্রী থাকাকালিন তিনি স্বাধীন ভারত এবং পাকিস্তানে দৌড়া দৌড়ী করেছিলেন। তারপর পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে যখন তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রী তখন একবার তাঁর সঙ্গে ঢাকায় আমার দেখা হয়েছিল। ঐ সময় তাঁর প্রিয়জনের মৃত্যুর ঘটনার কথা তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বল্লেন—"হাঁ। ১৯৫১ সালে মা মারা গেছেন।" কিছুদিনের জন্য সাময়িকভাবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টও তিনি হয়েছিলেন। ডাঃ মালেককে আল্লাহ্ অতি সামান্য অবস্থা থেকে অনেক উঁচুতে তুলেছিলেন। পদ মর্য্যাদায় অনেক উপরে উঠলেও তার জন্য তাঁর এতটুকু অহংকারও ছিল না। মন্ত্রী থাকাকালিন একবার উনি বগুড়ায় এসেছিলেন। আমি তাঁকে বগুড়া রেল ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলাম। একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং জেলার উচ্চ কর্মকর্তাগণ তাঁকে ঘিরে ছিলেন। ঐ সময় আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি—"এই করিম! এই করিম! এদিকে আয়!" বলে জোর গলায় ডেকে উঠেছিলেন। তাঁর এইরূপ ডাকা-ডাকাতে সবাই অবাক হয়েছিলেন।

সভা-সমিতিতে বক্তৃতা শুনা আমার একটি নেশা—সেটা যে তরফ থেকেই

www.pathagar.com

থেকেই হউক না কেন। কলকাতা মুসলিম ইনষ্টিউটে গেছি। বক্তৃতা দিবেন—এম, এন, রয় (মানবেন্দ্র নাথ রায়) যেয়ে দেখি মঞ্চের উপরে রয়ের পার্শ্বে বেগম রয়। (মেক্সিকোর মেয়ে) তার পরে শেরে বাংলা এবং শেষে জনাব হুমায়ুন কবীর। শেরে বাংলা বল্লেন—"Mr, Roy ! You are now older ? সংগে সংগে বেগম Roy উত্তরে বল্লেন—"Mr HuQ ! My husband is quite young and fresh. I know better than you. শুনে চারজনের মুখেই প্রাণ খোলা এক্কগাল হাসি।

একই ইনষ্টিউটে মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে। কবি নজরুল বক্তৃতা দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ বলার পর বলছেন—"আমায় কেন ডাকেন? এখন আমি আমার প্রেম ঘন সুন্দর, রস ঘন সুন্দরকে নিয়ে আছি।" মনে হয় সভা সমিতিতে এটাই তাঁর শেষ বক্তৃতা।

গড়ের মাঠে—মনুমেন্টের ধারে মহাত্মাজী বক্তৃতা দিবেন। যেয়ে দেখি গান হচ্ছে—

"রঘুপতি রাঘব
রাজা রাম
পতিত পাবন
সীতা রাম।"

গান শেষ হলে মনে করলাম এইবার বক্তৃতা দিবেন। হায় আল্লা ! দেশ সম্বন্ধে ঘরোয়া গল্পের মত কয়েকটি কথা হিন্দিতে বল্লেন। আর দশ জন নেতার মত হ্যাং করেংঙ্গা ত্যাং করেংঙ্গা তার কিছুই নেই। বরফের মত ঠাণ্ডা কথা মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল। গান্ধীজীর কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল গান্ধীজী ষড় রিপুকে বন্দি করে ফেলেছেন।

কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বক্তৃতা দিবেন গড়ের মাঠে। গেলাম দলবল নিয়ে। গাড়ী থেকে নামবার সময় ছেলেদের ঠেলাঠেলি। পাট খড়ির মত দেহ। কিন্তু গাড়ী থেকে নেমে সিংহের মত গর্জে উঠলেন—"First you learn discipline, Then you want Pakistan," কার্জন পার্কে স্যার সুরেন্দ্র

www.pathagar.com

নাথ ব্যানার্জীর মর্মর মূর্তি উন্মোচিত হবে। সভাপতিত্ব করবেন স্যার তেজবাহাদুর সাপরু। প্রধান বক্তা শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু। যেয়ে দেখি বাংলার মহারথীরা সভা মঞ্চের পূর্ব ধারে বসে আছেন। শেরে বাংলা এ, কে, এম, ফজলুল হক, শরতচন্দ্র বোস, হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী, শ্যামা প্রসাদ মুখ্যার্জী। দ্বিতীয় সারিতে ক্ষীরণ শঙ্কর রায়, নলিনাক্ষ্য সান্যাল আরও অনেকেই। বাগ্মীতার জন্য স্যার সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর খ্যাতি সারা ভারত ব্যাপি। বাংলাদেশে তাঁহাকে বাংলার 'বার্ক' বলা হত। শ্রীমতি নাইডু বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ইংরেজী ভাষায়। ইংরেজী ভাষায় ঐরূপ বক্তৃতা জীবনে আমি কোন দিন শুনিই নাই। বক্তৃতার মাঝখানে উনি বলে ফেল্লেন—"Mother Bengal ! Mother Bengal ! has two great sons and two great orators. One is late ( মর্মর মূর্তীর দিকে আঙ্গুলি তুলে) The late Sir Surendra Nath Banerjee and another Is (ডান হাতটী দিয়ে ঘুমটার আঁচল মাথার উপর তুললেন। বাঁহাতটীর আঙ্গুল বুকের উপর রাখলেন ) তারপর বল্লেন—"My self," শুনে শেরে বাংলা মুচকি মেরে হেসে বোসের কানে কানে কি যেন বল্লেন।

সিনেট হলে সঙ্গিত সন্ধ্যা। গান গাবেন শ্রী দীলিপ কুমার রয়, কুমার শচীন দেব বর্মন আরো অনেকে। দীলিপ বাবু পড়েছেন গেরুয়া বসন—মাথায় গেরুয়া পাগড়ী। কীর্তিমান পিতার কীর্তিমান পুত্র তিনি। বাবা দ্বীজেন্দ্র লাল রায়।

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
... ... — —
এমন দেশটী কোথাও তুমি
পাবে নাক খুঁজে
সকল দেশের সেরা সে যে
আমার জন্ম ভূমি। এই গান লিখে যিনি বঙ্গবাসীব হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন। এই গানই আমাদেক পাগল করে। এই

www.pathagar.com

গানই আমাদের গর্ব। দীলিপ বাবু ভক্তিমুলক বেশ কয়েকটি গান গেলেন। কবি নজরুলের একটি গানের মূর্ছনা এখনও কানে বাজে।

মুঠো—মুঠো রাঙ্গাজবা
কে দিল তোর পায় ?"

অনেকে গেলেন। কিন্তু কোথায় যেন তাঁরা মিলিয়ে গেলেন। এমন কি শচীন বাবুর গানও যেন সেদিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

।। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ।।

"ভিতরে জ্বলিছে দাহ
ধূম দেখে হও হুশিয়ার।
শিখা সে যত ছোটই হউক
একবার সে হবেই বাহির।
মানুষের চিতে কভু কোর না আঘাত।
মজলুমের একটি আহা
আনতে পারে রোজ কিয়ামত।"

—শেখসাদী।

১৯৪০ সালের আগের বাংলাদেশে আমার জানা কিছু তথ্য :—

১। গ্রাম বাংলার জোদ্দার জমিদার
হিন্দু তিন।
মুসলমান এক।

২। ব্যবসা কেন্দ্র—হাট বাজারের মালিক।
হিন্দু তিন।
মুসলমান এক।

৩। থানা সরকারী কর্মচারী
হিন্দু তিন।
মুসলমান এক। নিম্নমানের যেমন—কনষ্টল, দফাদার, জামাদার।

www.pathagar.com

৪। মহকুমা অফিসার
হিন্দু তিন।
মুসলমান এক। নিম্ন মানের।
৫। জেলা অফিসার—ঐ একই রূপ।

আমলাদের উপরের তালিকায় রাজধানী কলকাতার সদর শাসন বিভাগ পর্য্যন্ত একই রূপ। সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রায় সব জেলার কর্মকর্তা তাঁরাই ছিলেন। শিক্ষা বিভাগে স্কুল থেকে আরম্ভ করে বিশ্ব বিদ্যালয় পর্য্যন্ত মৌলভী বাদে প্রায় সব তাঁরাই। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা প্রায় সব তাঁহাদেরই হাতে। বাংলাদেশের প্রতি ভালবাসা এবং পূজা তাঁহাদের বিশ্বাসের অঙ্গ। এমন কি মুসলমানেরা যে এদেশেরই নাগরিক এটাও অনেকেই বিশ্বাস করতেন না। কোন এক নামকরা সাহিত্যিকের লেখায় পড়েছিলাম—মুসলমানদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের আজ খেলা হবে। যাহা হউক বহু নামি-গামী দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নূতন ধর্ম প্রবর্তক, রাজনৈতিক, আইনবিদ, শিক্ষাবিদ, কবি সাহিত্যিক তাঁদের সমাজে জন্ম গ্রহণ করেছেন। কেবল রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে বিশ্ব কবি পর্য্যন্ত সংখ্যার তথ্য জানতে হলে আপনাকে ইতিহাসের পাতা অবশ্যই উল্টাতে হবে। ছাত্রাবস্থায় স্কুল, কলেজে যখন পড়ি তখন কয়েকজন নামকরা কবির মন মাতান বাংলাদেশ প্রীতির কবিতা পড়েছিলাম। তাঁহাদের কবিতার কিছু কিছু শুনুন :—

"রেখ মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করোনা গো
তব মন কোকোনদে।" —মাইকেল

www.pathagar.com

২। কামিনীর কমনীয় কণ্ঠ ভুষাহারে
দ্যুতিমান মধ্যমনি যেমন সুন্দর।
সেইরূপ সমুদয় মেদিনী মাঝারে
আছে দিব্যস্থান এক অতি মনোহর।"

—কবির নাম মনে নেই।

৩। এমন দেশটী কোথাও তুমি
পাবে নাকে খুঁজে
সকল দেশের সেরা
সে যে আমার জন্মভূমি।"

—দ্বীজেন্দ্র লাল রয়।

৫। তবু ভরিল না চিত্ত।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত তীর্থ হেরিলাম।
বন্দিনু পুলকে বৈদ্য নাথে,
মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চির দুঃখী
জানকির দুঃখে॥
হেরুনু বিন্ধ্য বাসিনী
বিন্ধে আরোহিয়া
করিলাম পুন্য স্নান
ত্রিবেনী সঙ্গমে।
জয় বিশ্বেশ্বর বলি
ভৈরবে বেড়িয়া
করিলাম কত নৃত্য
প্রফুল্ল আশ্রমে।
রাধা শ্যামে নিরখিয়া
হইয়া উতলা।

www.pathagar.com

গীত গবিন্দের শ্লোক
গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে-কুঞ্জে
পাণ্ডারা আসিয়া গলে
পরে দিল বরণ্ডঞ্জ মালা
তবুও ভরিল না চিত্ত
সর্বতীর্থ সার
তাই মা তোমার পাশে
এসেছি আবার ।।"

—দেবেন্দ্রনাথ সেন।

"ও আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসী।"

—বিশ্ব কবি।

আবার আর এক ধরনের বাংলাদেশের অন্য এক ধর্মের মানুষ প্রীতির কথা শুনুন :— "নরাধম নীচ নেই
নেঁড়েদের মত।"

—অক্ষয় কুমার দত্ত।

অক্ষয় বাবু! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! এই নেঁড়েদেরই আজ জাতীয় সংগীত :— "ও আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসী।"

অক্ষয় বাবুর কথা এখন থাক। তাঁদের কথা না বলাই ভাল। যে কথা বলছিলাম। দেশ প্রেমের এইরূপ অসংখ্য কবিতা তাঁরা লিখেছেন। নাটকে নভেলে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ছবি তাঁরা এঁকেছেন। সিরাজউদ্দৌলা নাটক তাঁরাই লিখেছেন! ১৯০৫ সালে বাংলাদেশ ভাগ হওয়ায় তাঁরা তুমুল আন্দোলন-

www.pathagar.com

করে ১৯১১ সালে বাংলাদেশ বিভাগ রহিত করেন। এমন কি বিশ্ব কবিও এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

"বিধির বিধান ভাংবে
তুমি এমনি শক্তিধর?" বলে একটি গানও তিনি লিখে ছিলেন। আবার কেন তাঁরা ১৯৪৬ সালে বাংলাদেশ প্রাদেশিক পরিষদে, হিন্দু মহাসভা এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের সব সদস্যই বাংলাদেশকে ভাগ করার জন্য ভোট দিলেন? মুসলমান সদস্যরাত সবাই বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার বিপক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। একার্য্যের জন্য এটাই প্রমাণিত হয় বাংলা মায়ের প্রেমের চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রেমই তাঁহাদের বেশী ছিল। কিন্তু খাঁটি প্রেমত তাঁরা জগৎবাসীকে কম বিলান নি? যেমন :—

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

"মেরেছিস কলসীর কানা
তাই বলে কি প্রেম দিব না?"
"সবারে বাসরে ভাল।
নইলে তোর মনের কালো
ঘুচবে নারে?"

আগাম কথা বলে দিবার দেবদূত তাঁহাদের ত ছিলেন যেমন :—

"হে মোর দুর্ভাগ্য দেশ
অপমান করেছ যাদের
অপমানে হতে হবে
তাহাদের সবার সমান।" —রবীন্দ্র

"কাফের যবন টুটিয়া গিয়াছে।
ছুটিয়া গিয়াছে দ্বেষ।
মুসলিম বিনা বাংলা বিকল
বিফল হিন্দু বিনা।"
—জীবনানন্দ দাস।

www.pathagar.com

রবী, রজনী, সিরাজী, জীবনানন্দ বাংলা ছেড়ে কোথায় আপনারা গেলেন ? আপনাদের সোনার বাংলায় আর বার এসে বাংলা মায়ের বীর পুত্রদের কাণ্ডকারখানা একবার দেখে যান। এপারে সোনার ছেলেরা সব পানিতে লুকোচুরি খেলছে। আর ঐ পারে 'জনাব সলীল বাবুর' ভাষায় বাংলার সোনার মেয়েরা সব ঘর সংসার ছেড়ে পতিতা হয়ে যাচ্ছে। জানি জীবনের এপারে আর দেখা হবে না। জনমভর ঐ পারে গিয়ে আপনাদেক খুঁজতে থাকব।

দর্শন, কাব্য ছেড়ে এখন রাজনীতির অঙ্গনে আসা যাক। জিন্নাহ্ সাহেব বলতেন—"Congress is a Hindu organisation." কংগ্রেস হিন্দুদের একটি প্রতিষ্ঠান। মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে লক্ষ্য করে উনি বলতেন—"He is a show boy of the Congress," কংগ্রেসে তাঁহাকে লোকজনকে দেখাবার জন্য রাখা হয়েছে। বাংলা ভাগ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে জিন্নাহ্ সাহেবের এই সিদ্ধান্ত সত্যে পরিণত হয়েছে বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালী কংগ্রেসীদের কার্য্যের দ্বারা। প্রমাণ বাংলার প্রবীন কংগ্রেসী নেতা অখিল চন্দ্র দত্ত গান্ধীজীকে যে পত্র লিখেন সেটা পড়ুন :—"A movement has been set on foot for the partion of Bangal and thus secure a home land for the Hindus, Infact this movement seems to me to be a Communal one _ _ _ , It was my lot in the prime of my life to fight against the partion of Bangal proposed by Lord Curzon. By an irony of fate I have to fight now in the evening of my life against partition sponsored by my own people." শ্রী শরৎচন্দ্র বোস, হোসেন সহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং জনাব আবুল হাশিম সাহেব শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চল নিয়ে বৃহত্তর বাংলার জন্য যে যুদ্ধ করেছিলেন তা সত্য সত্যই প্রশংসার দাবিদার। বৃহত্তর বাংলার বিষয়ে জিন্নাহ্ সাহেব কোন বাধার সৃষ্টি করেন নি। এটাই ঐতিহাসিকভাবে সত্য। বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চল নিয়ে বৃহত্তর বাংলা শুধু ভারতই না, পৃথিবীর মধ্যে যে একটি অতি শক্তিশালী প্রগতিশীল দেশ হত এবং সে দেশে বাংলার বর্ণ

www.pathagar.com

হিন্দুদেরই যে আধিপত্য থাকত তাহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা বাংলার বর্ণ হিন্দুরা পূর্বেই বলেছি জ্ঞানে গরিমায়, সম্পদে বিশ্বের যে কোন জাতির সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন। রাজনীতিতে মানুষকে ঘৃণা করা এবং দেবতা বানানো দুই-ই একটি জাতির জন্য মহা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। অন্তত বাংলার ব্যাপারে তাহাই প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানেন? ঐ অক্ষয় কুমার দত্ত বাবুদের প্রেতাত্মারা এখনও ঐ পারের কয়েক জনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। তানা হ'লে এতবড় ধ্বংশের পরেও ঐ পারের 'বসন্ত বাবু' গলা বাড়ায়ে কি করে বলতে পারলেন—"ওদের যদি কোন কিছু Culture (সংস্কৃতি) থেকে থাকে সেটা হল agriculture (কৃষি)। কি করে এই বিভীষণদেক বুঝাব যে এই কৃষকরাই বাংলার মান রক্ষার জন্য তিরিশ লক্ষ প্রাণ কোরবাণী দিয়েছেন। কি করে বুঝাব যে এই অ—আ না জানার দলই মায়ের ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছেন? কি করে বুঝাব যে এই এগার কোটী প্রাণ এই অ—আ এর জন্য যে কোন সময়, যে কোন অবস্থায় দরকার হলে আবার এক সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ দিবে? কি করে বুঝাব যে এই বসন্ত বাবুদেরই পূর্ব পুরুষেরা শত-শত নেহুরুকে জন্ম দিয়েছেন? আর উনারা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দিল্লীর পথে প্রান্তরে, লংগরখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন? কি করে বুঝাব যে এই বাংলারই এক নেঁড়ে মুসলমান (শেরে বাংলা) বলেছিলেন—"So many Nehru is in my pocket?" বসন্ত বাবু! পৌরানিক মাসিমার জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের কুমন্ত্রনায় বাংলা মাকে রামদা দিয়ে দিনে-দুপুরে দ্বিখণ্ডিত করেছেন। কিন্তু ভুলে যাবেন না বাংলা শুধু বেলাহাজদেরই দেশ না। এ দেশে তিতুমীর, খুদিরাম, সুভাস, মুজিবের মত শত শত অসুরধ্বংশকারীও জন্ম গ্রহণ করেছেন। বসন্ত বাবু! আগুন নিয়ে আর খেলবেন না। জগৎকে বার বার বোকা বানাতে চেয়েছেন। শেষ-মেষ নিজেই বোকার রাজা হয়ে বসে আছেন। আপনাদের না আছে বর্তমান। না আছে ভবিষ্যৎ।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ করার পর কলকাতা মেডিকেল কলেজে

www.pathagar.com

ভর্তি হবার ইচ্ছা আমি সব সময়েই মনে মনে পোষণ করতাম। কিন্তু ঐ সময় এল, এম, এফ. ডাক্তারেরা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারত না। ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে এল, এম, এফ, ডাক্তারদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হয়ে একটি সরকারী ঘোষণায় এল, এম, এফ, ডাক্তারদেক মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ দেয়। এমন কি তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের ছেলে-মেয়েরাও যদি যুদ্ধের কাজে সাহায্য করে তবে তারাও পাশ করার পর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে। এই সুযোগ আমি গ্রহণ করলাম। আমাকে ভারতের লক্ষনৌ সহরে যাবার জন্য আদেশ দেওয়া হল। লক্ষনৌ সহরে কিছুদিন রাজার হালে থাকলাম। খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, নাচ-গান সব ইলাহী কাণ্ড। ঐ সময় বুভুক্ষু গ্রাম বাংলার মানুষকে কলকাতার পথে-ঘাটে মরে থাকতে দেখে এসেছি। ১৯৪৬ সালে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আবার কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র হলাম। ১৯৪৭ সালে কেটেকুটে ছোট আকারে পাকিস্তান হয়ে গেল। অসম্ভব সম্ভব হ'ল। মহাত্মাজী বলেছিলেন- 'To cut mother India is a sin," উনি নিজেই প্যাটেলজী এবং নেহুরুজীর খপ্পরে পড়ে ভাগ করার মতটি দিয়ে পাপটী করে বসলেন—"Iron man of the Congress. অবশ্য জিন্নাহ সাহেব বলতেন— So called Iron man of the Congress." কংগ্রেসের লৌহ মানব সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেছিলেন— "Heaven may burst, The world may Vanish but Pakistan will never come." কিন্তু আকাশও ভাংলোনা, এই পৃথিবীও ভেনিসিং ক্রীম হলনা। শেষ-মেষ তাড়াতাড়ি হবার জন্য বাপুজীর হাতে পায়ে ধরতে থাকলেন। ব্রিটিশ জেনারেল লর্ড ওয়েভেল আফ্রিকা থেকে জার্মান জেনারেল রোমেলের হাতে গুহারা হেরে এসে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে বলে ফেল্লেন—"ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিকভাবে ভারত বিভক্ত ছিল না এবং কোন দিন হবেও না।" জিন্নাহ সাহেব উত্তরে বল্লেন— "সৈনিক গভর্ণর জেনারেল ভারতের ইতিহাসের অ, আ, ই, ঈ (A-B-C-D) কিছুই জানেন না। ভৌগলিকভাবে একখণ্ড উপ-মহাদেশ হলেও ঐতিহাসিকভাবে কোন

www.pathagar.com

দিনই ভারত একটি দেশ ছিল না। এমন কি তাহাদের আমলেও না।" যাহা হউক এই ছোট আকারের পাকিস্তানের জন্ম হল বটে কিন্তু এর প্রসব বেদনা ছিল বড় সাংঘাতিক। জন্মলগ্নেই শিশুটিকে গলা টিপে মারবার সব ব্যবস্থায়ই নেওয়া হয়েছিল। আগে ছিল হিন্দু-মুসলমানে দাংগা। এখন শিখে-মুসলমানে যুদ্ধ বেধে গেল। শিশুটির খাদ্য কিনবার জন্য ভাগে যে ষাইট কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছিল, সে টাকা দেওয়া বন্দ। যুদ্ধ করবে কি দিয়ে? ভাগে পেল চারটি ভাঙ্গা হাউয়াই জাহাজ। শিশুটির এক পা পশ্চিমে। আর এক পা পূর্বে মাঝখানে সর্বগ্রাসী মহাসাগর। পশ্চিমে যুদ্ধ। পূর্বের হিন্দু বড় ভাইয়েরা। টাম-টুপলা সোনা-দানা নিয়ে সব পগার পার। এদিককার দেশের রাজধানী কলকাতা। দলিল, নথিপত্র সব কলকাতাতেই। এক কথায় দেশের মগজ হচ্ছে কলকাতার রাইটার্স বিলডিং-এ। মগজ বিহীন দেহ কেমন করে বাঁচবে? কিছুই দেব না। সরকারী কর্মচারীদের বেতন। টাকশাল শুন্য। ভিক্ষালব্ধ টাকা—হায়দরাবাদের নিজাম এবং আফ্রিকার কয়েকটি মুসলিম দেশ কিছু টাকা দান করলেন। ঐ টাকা দিয়ে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হল। এদিকের রাজধানী ঢাকাতে করা হল। ঢাকা মফস্বল সহর। পুরাতন ঢাকা নোংরার এক শেষ। মশা-মাছির রাজত্ব। দিন রাত ভোঁ-ভোঁ। সরকারী কর্মচারীদের বসবারও জায়গা নেই। প্রথমে গাছতলায়—তারপর বাঁশের ব্যারাকে অফিস। এই যায় যায় অবস্থার জিন্নাহ সাহেব বিনা তারে আকাশ দিয়ে মানসিক উত্তেজক দাওয়াই পাঠালেন—"While the horizon is beset with dark clouds let me appeal to the people of Pakistan and give this message to them. Create enthusiasm and spirit and go forwards with our tusk and we shall do it, Are you down hearted? Certainly not. The history of Islam is replate with instances of valour, grit and determination, So march on, Not with standing with obstruction and interference and I feel confident that a united nation of seventy million people with

www.pathagar.com

a grim determination and past history need fear nothing." জিন্নাহ সাহেবের দাওয়াই জনসাধারণের মনোবল আর আসল যিনি হায়াত-মৌতের মালিক তার ইচ্ছায় শিশুটি বেঁচে উঠল। মানুষ দলে দলে আসতে থাকল। দলে দলে যেতে থাকল। ভাগ হওয়ার সময় ঠিক হয়েছিল দু'দেশেরই গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্ট বেটেন হবেন। জেনারেল গ্ল্যাসী দু'দেশেরই সৈন্য বাহিনীর সর্বময় কর্তা হবেন। রেডক্লীফ এওয়ার্ডের কাণ্ডকারখানা দেখে জিন্নাহ সাহেব বেঁকে বসলেন। বললেন—"পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল আমি নিজেই হব।" লেডি মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে নেহরুজীর অত মাখামাখি উনার ভাল লাগল না। তাছাড়া ঘর পুড়া গরু ত আগুন দেখলেই ভয় পায়। জিন্নাহ সাহেব দিল্লী থেকে পাকিস্তানের রাজধানী করাচী পৌঁছে হাওয়াই জাহাজ থেকে প্রথম নামলেন। ঝানু দেশ-বিদেশের সাংবাদিকেরা ধরে বসলেন। প্রশ্ন করলেন—"আপনার এ পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের রূপটী কি রূপ হবে? এটা কি ইসলামিক শরিয়ত মতে শাসিত হবে?" উত্তরে বল্লেন—"As I visualize the state of Pakistan will be a state where every citizen shall have equal rights, equal obligations and they shall share equally of all the responsibilities of the state," পাকিস্তানী পতাকাটীর দিকে আঙ্গুলী উত্তোলন করে বললেন—"It is not a mare piece of cloth. It is not the colouring that matters, It is what it is stand for." যতসব আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছিল বড় ভাই ভারত বললেন একটাও মানিনা। যেমন করদ মিত্র রাজ্যগুলি স্বাধীনভাবে থাকতে চাইলে থাকতে পারবে। হাইদরাবাদের নিজাম বাহাদুর থাকতে চাইলেন বাপুজীর দ্বিতীয় নম্বরের অহিংসার শিষ্য প্যাটেলজী থাকতে দিলেন না। সৈন্য পাঠালেন আমাদের পাবনার ছেলে—জেনারেল চৌধুরীর নেতৃত্বে। মার-মার, কাট-কাট করে কেড়ে নিলেন জুনাগড়, মানভাদার মুসলমান রাজ্য। মুসলিম শাসক চুক্তি করলেন পাকিস্তানের সহিত থাকবেন। জোর করে নেওয়া হল। যুক্তি দেখান হল। যেহেতু প্রজারা প্রায় সবাই হিন্দু সুতরাং পাকিস্তানের সহিত থাকতে দেওয়া যেতে পারে

www.pathagar.com

না। কাশ্মীরের রাজা হিন্দু। প্রজারা প্রায় সবাই মুসলমান। হিন্দু রাজা হিন্দুস্তানের সঙ্গে থাকবার চুক্তি করলেন। প্রজারা পাকিস্তানের সঙ্গে। তানা হলে স্বাধীনভাবে শেরে কাশ্মীরের নেতৃত্বে। যুক্তি দেখান হল প্রজারা থাকতে চেলে কি হবে? শক্তি যার মুল্লুক তার। রাজা যখন চুক্তি করেছেন তখন রাজ্য আমাদের। সুতরাং সৈন্য পাঠাও। জিন্নাহ সাহেব সেনাপতি গ্ল্যান্সিকে আদেশ করলেন—"প্রতিহত কর।" কেননা তিনি পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীরও সেনাপতি। গ্লান্সী সাহেব বলে বসলেন—"আপনার আদেশ মানিনা। আমি ভারতীয় সৈন্য বাহিনীরও সেনাপতি। বাপুজীর এক নম্বরের অহিংসার সেবক নেহরুজীর আদেশ মতেই আমি কাশ্মীর আক্রমণ করবার আদেশ দিয়েছি। আপনার জানা উচিত তেলের মাথায় সবাই তেল ঢালে।" যাহা হউক ভারত কাশ্মীরের বার আনা যখন গিলে ফেল তখন হুড়মুড় করে সীমান্তের পাঠানরা পাল্টা বন্দুক দেখিয়ে কাশ্মীরের চার আনা নিয়ে নিল। এই চার আনার বর্তমান নাম আজাদ কাশ্মীর।

মহাত্মাজীর কপালে আল্লাহ দুঃখ লিখে রেখে দিয়েছিলেন। যখন উনি বল্লেন—"যদি তোমরা ওদের সারাদেশের পবিত্র স্থানগুলি ভেঙ্গে ফেল, আর যদি ওদের পাওনা যাইট কোটি টাকা না দাও তাহলে আবার আমি অনশন করব এবং মরব?" প্যাটেলজী একটু বিপদে পড়ে গেলেন। শলাপরামর্শ আরম্ভ হয়ে গেল। বাপুজীর এক নম্বরের শিষ্যরা আবার সবাই অহিংসার প্রাকৃটিস করেন। কিন্তু কি আর করা যাবে? দেশের জন্য সবই করতে হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ও বুড়াকে আর রাখা চলবে না। দিল্লীর ধাংগর কলোনীতে উনি তার স্বাভাবিক প্রার্থনা সভায় গাচ্ছেন ঐ সেই—

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতা রাম।"

এমন সময় ভারত মায়ের এক নম্বরের কৃতি সন্তান গডসের হাত দিয়ে দুরুম শব্দ বের হয়ে গেল। বুক দিয়ে রক্ত ঝর-ঝর করে পড়তে থাকল। মহা মানব হে রাম! বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভারত মায়ের

www.pathagar.com

সুসন্তানের এই বীরত্বপূর্ণ কাজের সংবাদ পেয়ে পশ্চিম দেশের অস্পৃশ্য 'বার্ণাডশ' চমকে উঠলেন। বল্লেন—"It is too dangerous to be too good." প্রেস রিপর্টাররা ভারতের শিক্ষা মন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে ধরে বল্লেন—"গড্‌সে এমন কাজ করল ক্ষমতা আপনাদের হাতে থাকতে?" মৌলানা সাহেব উত্তরে বল্লেন—"কি যে সব বলেন আপনারা? কে বললো গড্‌সে এমন কাজ করছে? কাজটি ত আমি নিজেই করেছি। এই দেখুন না আমার ডান হাতের তালুতে এখনও গান্ধীজীর রক্ত লেগে আছে।"

পাকিস্তান হবার পর দুই বৎসর কলকাতাতেই থাকলাম। মেডিকেল কলেজে আগের মতই পড়াশুনা করতে থাকলাম। মেডিকেল জুরিস প্রুডেন্সের পরীক্ষা দিলাম। পাশ করলাম। মনের একান্ত ইচ্ছা কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকেই এম, বি, বি, এস ডিগ্রীটী লইব। কিন্তু ঘটিরা বংগালদের হাত থেকে কলকাতা ছিনিয়ে নিয়েছে। ফলে ঘটনাবলী দ্রুতগতিতে উল্টো দিকে চলতে থাকল। মিলিটারিরেঞ্জ নামে মেডিকেল কলেজের উত্তর দিকে কলেজের একটি হোষ্টেলে আমরা থাকতাম। পূর্বে ভারতীয় সৈন্য বিভাগের ব্রিটিশ মেডিকেল ছাত্ররা এই হোষ্টেলে থাকত। বাড়ীটি নাকি ভারত সরকারের। ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনেক ছেলে এই হোষ্টেলে থাকার জন্য আসতে থাকল। আমাদের সহিত তাহাদের কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। এমন কি একদিন তাহারা আমাদের বিছানা পত্র ফেলে দিল এবং মারতে উদ্যত হল। ঐসময় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ এম, এন, দে। বিষয়টির একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আমি এবং হোষ্টেলের আর এক ছেলে আমরা তাহাকে হিটলার বলে ডাকতাম, সঙ্গে করে ডাঃ এম, এন, দের কাছে গেলাম। আমরা বল্লাম—স্যার! আমাদেক অন্যত্র কোন একটি মেছে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। উত্তরে উনি বল্লেন—"You have faught for Pakistan and you have achieved it. Just go to Pakistan or go to the street," তোমরা পাকিস্তানের জন্য যুদ্ধ করেছ এবং পেয়েছ। এখন হয় পাকিস্তানে যাও না হয় রাস্তায় যাও।

www.pathagar.com

একই ছেলেকে সঙ্গে করে গেলাম হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী সাহেবের থিয়েটার রোডের বাড়ীতে। ঢুকার সময় দেখলাম গেটের দু'ধারে দু'জন বন্দুকধারী পাহারায় নিযুক্ত। অবারিত দ্বার। দর্শনীর কার্ডের কোন বালাই নেই। বৈঠক খানা ঘরে ঢুকে দেখি লোক ভর্তি। শুধু বাঙ্গালীই না। মারওয়ারীও আছেন। হাফপেণ্ট পড়ে আছেন। গায়ে শুধু গেঞ্জি। আতা ফল (শরিফা) খাচ্ছেন। একজন হিন্দু নাপিত সেভ করছেন। যেই বলেছি, হিন্দু ছেলেরা আমাদের বিছানা পত্র, বই-খাতা ফেলে দিয়ে আমাদেক মারতে ··· — — —। "What ! Get out from my house. You are not a muslim ? You are damn coward." শুনেছিলাম প্রথম ধাক্কায় সুহরাওয়ার্দী সাহেব ঐ রকমই বলেন। কিন্তু সাহস করে যদি পাল্টা জবাব দিতে পারেন তাহা হলে উনি রাগ না করে বরং খুশিই হন। তাই জোরে-সোরে বলে ফেল্লাম—ও ! ও। You are very courageous ? When we have crossed the gate of your house we have seen two sentries with guns. That's why you are so much courageous, হো-হো করে হেসে উঠলেন। ডাকলেন—"Steno-Steno, উনি আসলে—"My dear Annada," বলে একটি চিঠি লিখে দিলেন। যা কিছু বলতে গিয়াছিলাম তার চেয়েও ভালভাবে চিঠিটী লিখে উনি আমাদেক দিলেন। অন্নুদা বাবুর সচিবালয়ে গেলাম। চিঠিটী দিলাম। ফল—০ ০ ০। ইতিমধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ টি আহমেদ চক্ষু বিশারদ কলকাতায় এলেন। আমাদের কাছে সব শুনলেন। বল্লেন—"তোমরা চলে এস। আমি ঢাকায় যেয়ে সব ব্যবস্থা করব।"

"সময় হয়েছে এখন
বাঁধন ছিঁড়তে হবে।"

## রূপসী কলকাতা

The sun never sets in the British Empire." ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের—সূর্য্য কোন সময়েই অস্ত যায় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডন। এক

www.pathagar.com

সময়কার পৃথিবীর বৃহত্তম নগরী। Calcutta--The second city of the British Empire". কলকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। এমন এক সময় ছিল এই উপ-মহাদেশ ভারতেরও রাজধানী কলকাতা। তারপর বিহার, উড়িষ্যা, বাংলার রাজধানী। তারপর বঙ্গদেশ—মানে বংগাল-ঘটীদের রাজধানী কলকাতা। বংগাল-ঘটীরা এখন পৃথক হয়ে গেছেন। ঘটীদের মানে পশ্চিম বংগের সদর অফিস এখন কলকাতায়। তাঁরা বৃহত ভারতের নাগরিক। রাজধানী নূতন দিল্লী। মানে-মর্য্যাদায় ঘটীরা এখন অনেক উচুতে। মাকাল ফলের মত ভিতরে এখন যাই থাকুক। "এপার বাংলা ওপার বাংলার" স্বনামখ্যাত লেখক শ্রীশংকর বাবুর দুঃখ কলকাতাকে নিয়ে। আমার দুঃখ এক মায়ের পেটের নিজ দেশের প্রবাসী বাঙ্গালী ভাই-বোনদেক নিয়ে। আর কিছুদিন পর তাদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়া, সব কিছুই পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমি আর তাদেক চিনতেও পারব না। কর্মফল! হায়!

"দেখি এই চরা-চরে
যে যেমন কর্ম করে
তেমন সে ফল তার পায়।"

আল্লা! তোমার বিচার বুঝা বড়ই কঠিন। কে করে পাপ! আর কে করে ভোগ। কলকাতা নামতে নামতে এখন ঘটীদের সদর দফতরে এসে ঠেকেছে। বংগালরা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। রাজধানী ঢাকা। এক সময়ে তারা স্বাধীন পাকিস্তানে পরাধীন পাকিস্তানী ছিল। রাজধানী অবশ্য পাকিস্তানের দু'টীই ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান—প্রথমে করাচীতে। পরে রাওয়ালপিণ্ডি (ইসলামাবাদ)। পূর্ব-পাকিস্তান—ঢাকা। এক সময়ে তাঁরা স্বাধীন পাকিস্তানে পরাধীন পাকিস্তানী ছিল। বংগালরা এখন স্বাধীনতায় পূর্ণতা লাভ করেছে। শিক্ষা-দিক্ষায়, জ্ঞানে-গরিমায়, খেলা-ধূলায়, ধনে-মানে বর্তমান পৃথিবীর একেবারে এক নম্বরের। রাজধানী ঢাকা সমেত সমস্ত দেশ পানিতে ডুবে গেলে কি হবে? আমরা থোরাই পরওয়া করি। আমরা লঙ্গরখানা খুলতে থাকব। বক্তৃতা দিতে থাকব। গদী যাতে করে হাতছাড়া না হয়। তার জন্য বন্দুক ত হাতে আছেই।

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে হুয়া-হুরার দলও। "ভিক্ষা দাওগো—ভিক্ষা দাও গো পুরবাসী" বলে গলা মেলে চিৎকার করতে থাকব। টেলিভিষনে হর-হামেসা অর্দ্ধ উলঙ্গ ছেলে মেয়েদেক দুনিয়াবাসীকে দেখাতে থাকব। গানও অবশ্য সংগে সংগে গাইতেই থাকব। যা করে আল্লা। আগে মানুষে করেছে। এখন আল্লা করতেছেন। কেউ যদি উল্টো সুরে কিছু বলেন অমনি তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে খাটি বাংলা-দেশী হয়ে গলা ফাটায়ে বলতে থাকব চুপ কর ব্যাটা। আল্লা করলে মানুষের কি করবার আছে? আল্লা অবশ্য বলেছেন আমি কোন জাতিরই ভাগ্যের পরি-বর্তন করি না যদি তারা নিজেরা তা না করে। যাক্‌গে যে কথা বলছিলাম। কলকাতা এখন ঘটিতে এসে ঠেকেছে। শ্রী শংকর বাবু একরূপ কেঁদে কেঁদে বলেছেন কলকাতার নাকি সেরূপ আর নেই। তেল, সাবান, স্নো-পাউডার কিনবার পয়সা নেই। কৌটা আছে। কিন্তু সিন্দুর নেই। সাজবে কি দিয়ে? হায়! সবাই কলকাতাকে অবহেলা করছে। শংকর বাবু! আপনাদের ঐ পারের সলীল বাবু বলেছেন—"এই সমস্ত ন্যাকামি এবং নাকে কান্দন" নাকি উনার ভাল লাগে না। আমি তা বলবনা। হাজার হলেও বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানে আপনি আমার বড় ভাই। আমি শুধু বলব—"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" তবে শুনুন আমি যখন ছিলুম তখন আমার যৌবনকাল। কলকাতারও তখন ভরা যৌবন। সুতরাং কলকাতার প্রেমে পড়া স্বাভাবিক ব্যাপার। বঙ্গ মাতার যা কিছু মনি মানিক্য, ধন-সম্পদ ছিল সব জড়ো করেছিল কলকাতাকে সাজাবার জন্য। অভাবের তখন 'অ'ও ছিল না। কলকাতা দু'বেলা স্নান সেরে সেজে গুজে পাটরানী হয়ে বসে থাকত। দেশ বিদেশের লোক কলকাতাকে দেখতে আসতেন। তখন কলকাতাতে যাওয়া এবং বাস করা একটা মর্য্যাদার ব্যাপার। ধরুন আপনার বন্ধুবর কলকাতায় গেছেন। বাড়ী ফিরে এলেন। বন্ধুবরকে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন। আচ্ছা বলত কোথায় কোথায় খেলি। কি কি দেখলি। উত্তরে উনি অবশ্যই বলবেন। আর বলিস না—না খেলে—না দেখলে তুই বুঝতে পারবি না। এই যেমন ধর। যদি কোন দিন ভাগ্যগুণে যাস তাহলে

www.pathagar.com

ভীমনাগের সন্দেশ, দ্বারিকার কচুরি, কে, সি, দের রসমালাই, জল যোগের দই খেতে যেন ভুলিস না। এক কাপ চা এবং টোষ্ট যদি খেতে চাস তবে বসন্ত কেবিনে অবশ্যই যাবি। দেখার কথা কি আর বলব বল ? সমস্ত কলকাতাই পাটরানী সেজে বসে আছে। তবুও এছেন্স কিনবার যদি পয়সা না থাকে তবে বিকেল বেলা নিউ মার্কেটে অবশ্যই যাবি। দেশী-বিদেশী ললনারা বাতাসে যে গন্ধ ছড়াবেন ওতেই তোর চলে যাবে। ইডেন গার্ডেন, বোটানিকাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, যাদু ঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মনুমেণ্ট, পরেশনাথের মন্দির, নাখোদা মসজিদ, কালীবাড়ী আরোও কতশত পার্ক, স্কোয়ার দেখবার আছে। নাটক যদি দেখতে চাস তবে মিনার্ভা রং মহল, শ্রীরংগম ষ্টারে অবশ্যই যাবি। তবে মনে রাখিস পকেটে পয়সা থাকলেই হবে না। দুই তিন সপ্তাহ আগে থেকে যদি টিকিট না কিনিস তবে তোর ইচ্ছা শুধু ইচ্ছাই থেকে যাবে। দেখা আর হবে না। ইংরেজী সিনেমা যদি দেখাত চাস তবে মেট্রো, লাইট হাউজে অবশ্যই যাবি। বাংলা সিনেমা হলের নাম কত বলব ? যেখানে ইচ্ছা যাস। তবে প্রমথেশ বড়ুয়া-যমুনা জুটি "দেবদাস" পর্দায় দেখতে যেন ভুলিস না। শোন। গান্ধীজীর যেমন (Inner voice) অন্তর্বাণী, ঠিক তেমনি কথা সম্রাট শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (Inner light) অন্তর্জ্যোতি ওদের দু'জনকে লক্ষ্য করেই দেবদাস লিখেছিলেন। তখনকার দিনে অনেকেই তাই বিশ্বাস করত। হঠাৎ ও"রা যদি মরে যায় তবে পরবর্তী প্রজন্মের তারকারা ও'দের দু'জনার ভুমিকায় অভিনয়ের নাম করে বম্বাইওয়ালা অভিনয়ের চাক্কু চালাতে থাকবে। এপারে একান্ত কারখানা দেখে ঐপারে শরৎ বাবুর অন্তরাত্মা ছটপট করতে থাকবে। আর অভিশাপ দিতে থাকবে। খবরদার ! ভুলেও এ কাজ কখনও করবি না। ওয়াশিংটন আরভিং কি বলেন শোন—

"Man wars not with the dead. It is a trait of human nature for which I love it most."

শংকর বাবু ! এখন যে কলকাতায় আছেন সে কলকাতাতে অবশ্য এখন

www.pathagar.com

জোড়াশাকতে রবীন্দ্র নাথ নেই। ভবানীপুরে বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ নেই। স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস সার্কুলার রোডের উপর তাঁর বিজ্ঞান মন্দিরে নেই। আচার্য্য প্রফুল্ল নেই। মেঘনাথ সাহা নেই। দেশবন্ধু শরৎ-সুভাষ নেই। নেঁড়েদের কথা বাদ দিলাম। কত বলব ? সব নাম লিখতে গেলে বই শেষ। পেটের কথা তখন পেটেই থেকে যাবে। তাই এখানেই দাড়ি টানলাম। মোক্তা-ছার এক কথায় বলি—গান্ধীজীই বলেন—আর নেহেরুজীই বলেন এমন কি জিন্নাই বলেন কলকাতাকে বাদ দিয়ে ভারতের কোন কিছুরই দাড়িটানা কারও পক্ষেই কিছুতেই সম্ভব ছিল না। একটি কথা আপনার কানে কানে বলি। সাদা চামড়ার ব্রিটিশ সিংহ ভবানীপুরের ডোঁরাওয়ালা বাংলার বাঘের এবং ঝাউতলার শেরেবাংলার উদাম শরীরে তৈল মর্দন করত।

১৯৪৯ সালে পুরন ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনে যখন প্রথম নামলাম তখন মনে হয়েছিল এটা কোথায় এলাম ? কোথায় কলকাতা আর কোথায় ঢাকা। এ যেন স্বর্গ থেকে মর্তে আগমন। যাহা হউক মারা-মারি,কাটা-কাটি থেকে ত বাঁচলাম। এই বলে মনকে প্রবোধ দিলাম। একটি পাল্কিওয়ালা টমটমের গাড়ীতে চড়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে এলাম। কলকাতা মেডিকেল কলেজের অনেক বন্ধু-বান্ধব আগে এসে কলেজ হোষ্টেলে উঠেছে। হোষ্টেলের ঘরগুলি বাঁশ দিয়ে তৈরী। কিছু কাটের খুটী বাদে আর সব কিছুই বাঁশ দিয়ে। আমি এগার নম্বর ব্লকের এক নম্বরের একটি কামরায় বিছানা পত্র রেখে টমটমওয়ালাকে ভাড়া দিতে গেলাম। হোষ্টেলের দুই-এক জন বন্ধুকে গাড়ীর ভাড়ার কথা বললাম। ওরা বল্ল "দু'টাকা দিয়ে দাও।" দু'টাকাই দিলাম। গাড়োওয়ান বল্ল—"একি দিলেন সাব! দু টাকায় ঘোড়ার দানাইতো হইব না। আমি খাইব কি ? পাঁচটী টাকা দিয়ে দেন। ঘোড়াও খাইব। আমিও কিছু খাইব।" আমি বল্লাম—যা ব্যাটা দু'টাকাই ত ভাড়া। গাড়ওয়ান—"আপনি কইলেই ত আর দু'টাকা ভাড়া হইব না ? দুটা পেটেই ত কিছু দানা পানি দিতে হইব।" রাগতস্বরে বল্লাম—যা ব্যাটা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। গাড়ওয়ান—"ও সাব! রাগ করেন না ?

www.pathagar.com

আস্তে কন। ঘোড়া শুনলে—হাসব।" অনেক কষ্টে রাগ দমন করে আর একটি টাকা দিয়ে ওকে বিদায় করলাম। পুরন ঢাকা নোংরার এক শেষ। মশামাছির রাজত্ব চলছে। দিনের বেলায়ই মশারির ভিতর ঢুকতে হত। খাবার সব জিনিসের দাম বেশ সস্তা। বড় বড় সাগর কলার হালি চার আনা। বাজার ভর্তি মাছ মাংস তরি-তরকারী। রাজনীতির হালচাল ও তরি-তরকীর মত সস্তা। পূর্ব বাংলা বহু পুরন স্বাধীন দেশ। রাজধানী ঢাকা বিশ্বের এক নম্বরের একটি মহানগর। ছেলে-বুড়া সবাই পাকা রাজনীতিবিদ, দুরদর্শীবিদিত বটেই। সবাই ছাত্তকে চলছেন। হক সাহেব চাকরি নিয়েছেন। সুহরাওয়াদী সাহেব নেই। লাগাম টেনে ধরবে কে? ফলে ছেলেরাই রাজনৈতিক নেতা হয়ে গেছেন। বীর নেতাদেক তারা কান ধরে তুলছেন—আবার বসাচ্ছেন। খালি মনে হচ্ছিল কলকাতা যদি ভাগে পেতাম! তাহলে নেতা কে? সুহরাওয়ার্দী সাহেব। দেশের সদর অফিস কোথায়? কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ। দেশের চাকা ঘুরাতেন কে? সুহরাওয়ার্দী সাহেব। প্রবীন নেতা হবু নেতা কোথায়? চাকার তলে।

১৯৫০ সালে ঢাকা জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ আলতাফ হোসেনের কাছ থেকে একটি চাকরি নিয়ে ঢাকা জেলার সাতগ্রামে জে, সি, গুপ্তের বাসভবনে যেয়ে উঠলাম। জেসি গুপ্ত জমিদার। তাঁর মায়ের নামে তার বাসভবনে একটি—দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হয়ে এসেছি। সাতগ্রাম নামেই ইংগীত করে গ্রামটি বড়। চতুর্দিকে মুসলমান পল্লি। মাঝখানে জমিদার জেসি গুপ্তের বাসভবন। জমিদার বাড়ীর চারদিকে বেশ কয়েক ঘর নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বাসস্থান। বাসভবনের সম্মুখে ফুলের বাগান। বাগানের সম্মুখ ভাগে একটি বিরাট পুকুর—পুরুষদের জন্য। ভিতর বাড়ীতে আর একটি পুকুর—মহিলাদের জন্য। দু-তালা দালান ঘর। আমি নিচ তালার একটি ছোট কামরায় থাকতাম। বাসভবনে মাত্র দুইজন ঐ সময় থাকতেন। একজন ম্যানেজার। নাম লোকেন্দ্র নাথ গুপ্ত। আর এক

www.pathagar.com

জন জেসি গুপ্তের বৃদ্ধা পিসিমা। শুনেছিলাম গুপ্তেরা সাত ভাই। সবাই উচ্চ শিক্ষিত। কলকাতায় বাস করেন। জে, সি গুপ্ত বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির চিপ-হুইপও নাকি ছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার দুই বৎসর পর আমি গুপ্তদের বাসভবনে এসেছিলাম কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার জমিদার বাড়ীর অনেক দামি-দামি জিনিসপত্র তখনও তাদের বাড়ীতে দেখতে পেলাম। একদিন কথাচ্ছলে ম্যানেজার লোকেন্দ্র নাথ গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলাম। ভাই! উনারা কেহই নাই। অথচ বাসভবনের দামি-দামি ফায়-ফার্নিচার, খাবার মূল্যবান জিনিস পত্র সবই দেখতে পাচ্ছি। উত্তরে উনি বল্লেন টেনে-টুনে নিয়ে যেয়ে আর কি হবে? আবারত ফিরে আসতেই হবে। এ ধারের এ পাকিস্তান থাকবে না। দু-তিন সপ্তাহের ভিতর যারা ঐ পারে গেছে তারা আবার ফিরে আসবে। দেখে নিও।"

গুপ্তদের বাড়ীতে ছয় মাস ছিলাম। মাঝে-মাঝে বাহির গ্রামেও রোগী দেখতে যেতাম। একবার ডাক্তার মহম্মদ হোসেন—যিনি এক সময়ে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের সুপারইনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন এবং পাগলা গারদে তিন বৎসর বইটির লেখক। তাঁর গ্রামের বাড়ীর একটি রোগীনীকে দেখতে গিয়েছিলাম। রোগীনী পর্দার আড়ালে ছিলেন। হাত ধরে নাড়ীর গতি দেখতে পারিনি। একজন আড়াল থেকে বল্লেন—তাঁর কথা মত আমাকে রোগীর ব্যবস্থা পত্র লিখতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

## ।। পাকিস্তান ।।

"অন্তরের সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জা নত—
নাহি ধ্যান বল
শুধু জপ মাত্র আছে, শুচিত্ত কেবল
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার।
সন্তোষের অন্তরেতে বীর্য্য নাহি আর
কেবল জড়ত্ব পুঞ্জ, ধর্ম প্রাণহীন
ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন।
।। বিশ্ব কবি ।।

আল্লাহর রসুল (সঃ) এ পৃথিবীতে আসেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন ৬২২ খৃষ্টাব্দে। এ ধরাধাম থেকে চির বিদায় নেন ৬৩২ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পরলোক গমনের পর হজরত আবুবকর সিদ্দিক, হজরত ওমর ফারুক, হজরত ওছমান গনি, হজরত আলী পর পর খলিফা নিযুক্ত হন। চার খলিফার তিন খলিফাকে মুসলমান ঘাতকেরা হত্যা করেন। তারপর কারবালার সর্বকালের মর্মস্পর্শী বিয়োগান্ত নাটকের ইতিহাস সবারই কিছু কিছু জানা আছে। আল্লাহর রসুলের শাসনকাল থেকে আরম্ভ করে খলিফাদের আমল পর্য্যন্ত টেনে-টুনে অনেক ইস্‌লামিক চিন্তাবিদদের মতে ইসলামিক শাসন এ পৃথিবীতে তিরিশ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। সত্যিকার গণতান্ত্রিক ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করবার জন্য আল্লাহর রসুলের বংশধরেরা তাঁহাদের শেষ রক্ত বিন্দু কারবালার প্রান্তরে দান করে গেছেন। তারপর অন্যান্য ধর্মের শাসকদের মত ইসলাম ধর্মের শাসকরাও এ পৃথিবীর মানুষের উপর ইসলামের নামে তাঁহাদের নিজেদের খেয়াল খুশিমত শাসন কার্য্য চালায়েছেন। দামাস্কাস, বাগদাদ, গ্রানাডা, কর্ডভা, দিল্লী মুসলমান রাজা বাদশাহদের ইতিহাস,

www.pathagar.com

ইস্‌লামিক শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস নয়। ইস্‌লাম রাজতন্ত্র অনুমদন করে না। যদি করত তাহলে আল্লাহর রসুলের কন্যা সর্বগুণে গুণান্নীতা মা ফাতেমা আল্লাহর রসুলের ইন্তেকালের পর আরবদেশের রাণী হতে পারতেন। মহম্মদ বিন কাশেমের সিন্দু বিজয় থেকে আরম্ভ করে মোগল সম্রাট বাহাদুরশা পর্য্যন্ত ভারতে মুসলমান রাজা-বাদশাহ, রাণী মহারাণীদের ইতিহাস। কিন্তু ইস্‌লামিক শাসনের ইতিহাস নয়। ১৭৫৭ এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিপর্য্যয়ের পর ১৯০৫ হতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত ভারতের মুসলমানেরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য অনেক রক্ত দিয়েছেন। খুব কম করে হলেও এ সংগ্রামে দশ লক্ষ মুসলমান আদম সন্তান প্রাণদান করেছেন। আল্লাহ তাহাদের এই কোরবানীর জন্য ভারত উপ-মহাদেশের দুটি অঞ্চল তাদেক দান করেছিলেন। কিন্তু এ দানের মর্য্যাদা মুসলমানেরা রক্ষা করতে পারেনি। আল্লাহর দান বল্লাম এই কারনে তখনকার দুনিয়ার সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বাধাদান সত্বেও পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। তেত্রিশ কোটি হিন্দু ভারত বাসী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল। যতদূর মনে পড়ে সতরটি মুসলিম ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল। এই দলের মধ্যে জামাতে ইসলামী এবং অহরার ছিল। তখনকার ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন প্রধান মন্ত্রি এটলীর নেতৃত্বাধীন শ্রমিক গভর্ণমেন্ট ব্রিটিশ জনসাধারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্য দুই প্রধান শক্তি রাশিয়া এবং আমেরিকা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ছিল। পর্বত প্রমাণ এত সব বাঁধা সত্বেও খণ্ডিত পোকা খাওয়া পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। রক্তশুন্য শিশুটির জন্ম লগ্নেই তাকে মেরে ফেলবার কলাকৌশল নেওয়া হয়েছিল। এ ষড়যন্ত্রের নেতা ছিলেন ভাগকারী ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের শেষ গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্ট বেটেন স্বয়ং নিজেই। সঙ্গে ছিলেন গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্ত কথিত সমাজ তান্ত্রিক নেহেরুজী এবং বাম হস্ত কংগ্রেসের লৌহ মানব বলে খ্যাত সর্দার বল্লভ ভাই পেটেলজী। কিন্তু মানুষ আশা করে এক আল্লাহ করেন আর একটি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পিছনে ভারতের মুসলমানেরা দুটি যুক্তি ঐ সময়

www.pathagar.com

উত্থাপন করেছিল। ভারতের মুসলমানেরা ভারতবাসী হলেও হিন্দুদের থেকে তারা একটি পৃথক জাতি। কেননা জীবনের মৌলিক বিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে—শুধুমাত্র এক দেশে বাস করা ছাড়া সব কিছুই তাদের হিন্দুদের থেকে পৃথক। ভৌগলিক ভাবে ভারত একটি দেশ হলেও ঐতিহাসিক ভাবে একটি দেশ ছিলনা। ব্রিটিশেরাই শুধুমাত্র জোড়া তালি দিয়ে ভারতকে কোন মতে এক রেখেছে। তবুও বহু করদমিত্র রাজ্য তাদের আমলেও আছে এবং মুসলমানদের কাছ থেকেই তারা ভারতকে অধিকার করে নিয়েছে। সুতরাং হে ব্রিটেনের ভারতের শেষ শাসকবৃন্দ বিদায় হওয়ার পূর্বে ভারতকে হিন্দু মুসললানের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিয়ে বিদায় হও। যে হেতু ঐ সময় ভারতের হিন্দুদের সংখ্যাছিল তেত্রিশ কোটী আর মুসলমানদের দশ কোটী সেই হেতু হিন্দুদের প্রাপ্য ভারত উপ-মহাদেশের তিন ভাগ। আর মুসলমানদের এক ভাগ। ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম দুটী অঞ্চলে মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী ছিল। ঐ দুটী অঞ্চলই তারা দাবী করেছিল। পূর্বদিকে আসাম এবং বাংলা। পশ্চিমে কাশ্মীর হতে সিন্ধু প্রদেশ পর্য্যন্ত। দুটী অঞ্চলই নিজেরা স্বাধীন থাকবে। লাহোর প্রস্তাবের মূল কথা ছিল এই। প্রস্তাবে দুটী অঞ্চলের পাকিস্তান নামের কোন উল্লেখ নেই। খণ্ডিত পাকিস্তান হবার পর অবস্থার নিদারুন চাপে এবং বেচে থাকার তাগিদে দুটী অঞ্চল এক পাকিস্তানে পরিনত হয়। তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমান মহাজেররা নিজেদের আবাসভূমি পাকিস্তানের দুটী অঞ্চলে আসতে থাকে। ভারতে মুসলমানদের এই হিজরতকে ৬২২ খৃষ্টাব্দের আল্লাহর রসুলের (দঃ) এবং তার সঙ্গি সাথিদের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবে মদিনা বাসীরা যেভাবে নেচে গেয়ে ঢোল ঢাক বাজিয়ে তাহাদেক কোলে তুলে নিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর দুই অঞ্চলের 'লডকে লেংগে পাকিস্তানের অধিবাসীরা তাহাদেক সেভাবে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়নি। শত শত বৎসর ধরে আল্লাহর রসুলের (দঃ) জীবনের আদর্শ শুধু আমরা প্রচারই করেছি কিন্তু জীবনে গ্রহণ

www.pathagar.com

করিনি। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ভিতরে এবং বাহিরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনা হতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রের প্রথম কোরবানী হন পাকিস্তানের প্রথম প্রধান মুন্ত্রি ভারতের উত্তর প্রদেশের মোহাজের জনাব লিয়াকত আলী খান সাহেব। জনাব লিয়াকত আলী খান সাহেব একবার ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্ট-বেটেনকে বলেছিলেন—"যদি আপনি ভারতের মুসলমানদেক শুধু সিন্ধু প্রদেশের মরুভূমিটুকু দেন তাহা হলেও আমি তাই নিয়ে সুখী হব। তবুও হিন্দুদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসবাস করা সম্ভব না।" হায়! লিয়াকত আলী খান সাহেব বিংশ শতাব্দীর পশ্চিম পাকিস্তানের এজিদের চেল্যা চামণ্ডুরা আপনাকে যা দিলেন তা তুলনা বিহিন। ১৯৪৭ থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত পাকিস্তানের অধি-বাসীরা পাকিস্তানের কোন শাসনতন্ত্র তৈয়ার করতে পারেনি। ১৯৫৪ সালে চৌধুরী মহাম্মদ আলী (পাঞ্জাব) যখন পাকিস্তানের প্রধান মুন্ত্রী তখন শেরে বাংলা একে, এম, ফজলুলহক তার মন্ত্রি সভায় স্বরাষ্ট্র মুন্ত্রি ছিলেন। এখানে আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি এই চৌধুরী সাহেব একজন ব্রিটিশের পদলেহী আমলা ছিলেন। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং মানসিক বৈষম্যেরও একজন বড় কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। শেরে বাংলার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের জীবনের কোন তুলনাই হয়না। কেননা ভারতের প্রথম শ্রেণীর রাজনীতি বিদদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মনে হয় পাকিস্তান যাতে করে টিকে থাকে এজন্যই তিনি একজন ধূর্ত, খল রাজনৈতিক শিশুর অধিনে তাঁর মন্ত্রি সভায় যোগ দিয়েছিলেন। এবং তিনিই প্রথম পাকিস্তানকে একটি শাসনতন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য পাকিস্তানের আয়ুব খাঁ সে পবিত্র আমানত ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। মাংস এবং মগজের যুদ্ধ বহু পুরোন। স্পার্টা—এথেন্সের যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সর্বকালে শেষ-মেষ এথেন্সেরেই অর্থাৎ মগজেরই জয় হয়ে থাকে! দেখেশুনে মনে হয় আমাদের হাতে বন্দুক এলেই ক্ষমতার চুলকানী আরম্ভ

www.pathagar.com

হতে থাকে। কিছুদিন লম্ফ ঝম্ফ তারপর একদম কুপে কাত। হায়! মুসলমানদের কাছে ইতিহাস শুধু ইতিহাসই থেকে গেল। দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা আশিজন ছিলেন অশিক্ষিত। শিক্ষিত বিশজন নানা মতের এবং নানা পথের। কিছু সংখ্যক চান ইসলামিক শাসনতন্ত্র, কিছু চান গণতান্ত্রীক শাসনতন্ত্র আবার কিছু সংখ্যক চান সমাজতান্ত্রীক শাসনতন্ত্র। এই ইসলামিক শাসন যারা চান তারা আবার নানা দলে বিভক্ত। হানাফী, মোহাম্মদী, শীয়া-সুন্নী, আহমদিয়া-ইসলামিএা ইত্যাদি। আল্লাহর রছুলের (দঃ) সময়ের মুসলমানেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলেন না। পরবর্তী কালে এই সমস্ত বিভিন্ন মতের এবং দলের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন দলের এই সমস্ত বিশ্বাসের গভীরতা এবং দুরত্ব এতই বেশী যে অনন্তকাল ধরে যদি তারা চেষ্টা করেন তবুও মনে হয় এক মত হয়ে সম্মিলিত ভাবে কোন ইসলামিক শাসনতন্ত্র তাদের দ্বারা তৈয়ার করা সম্ভবপর হবে না। সাময়িক ভাবে উত্তেজিত হয়ে ইয়া আলী! বলে লম্ফ দিয়ে অঘটন সৃষ্টি করা এক কথা। আর সৃষ্টি ধর্মী ইসলামিক মনমগজ নিয়ে যুগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে দেশের সবার কল্যাণের জন্য কোন কিছু সৃষ্টি করা আর এক কথা। মিসেস এ্যানি ব্যাসান্ত কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে তার কমলা বক্তৃতা মালায় একবার বলেছিলেন "নবি মহম্মদের (দঃ) ধর্ম এতই মহৎ এবং চমৎকার যে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু তার অনুসারীরা আবার এতই অপদার্থ যে তাও বলে শেষ করা যাবেনা।" তাই আমরা দেখতে পেলাম দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তানের মুসলমানেরা পূর্ব পাকিস্তানের বুকে আর এক কারবালার সৃষ্টি করল। কারবালার এক মুসলমান অপর মুসলমানকে তৃষ্ণায় মেরেছিল। আর পাকিস্তানের এক মুসলমান অপর মুসলমানকে রাতের অন্ধকারে শিশু, নারী পুরুষ নির্বিশেষে গুলিকরে মারল, জ্বালায়ে পুড়ায়ে মারল, ব্যাভিচার করে মারল, ভাতে মারল পানিতে মারল। আর যাদের ভয়ে পাকিস্তান চেয়েছিলাম তারাই এসে যুদ্ধ করে আমাদেক রক্ষা করলেন। এক কথায় এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য-

www.pathagar.com

জগতের সম্মুখে পাকিস্তানীরা উলঙ্গ হয়ে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য্যের মুখে মসি কালিমা আর একবার নতুন করে লেপন করে দিল। ফলে আল্লাহর অমোঘ বিধান অনুযায়ী পাকিস্তান ভেঙ্গে গেল। এবং সেই সঙ্গে মুসলমানেরা যে একটি পৃথক জাতি সে যুক্তিও ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চার্য্যের ব্যাপার হচ্ছে এই এখনও আমরা নিজেদেক নবী মহম্মদের (দঃ) উম্মত বলে দাবি করছি এবং পাকিস্তানে ও স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামিক শাসন কায়েম করবার জন্য চিৎকার করছি। একবারও আমরা ভেবে দেখছিনা যে সত্যিকার ভাবে নবী মহম্মদের (দঃ) ইসলাম ধর্মের বোঝা বহন করবার শক্তি আমাদের আছে কি-না? একে কী বলব? বেহুশ! না মুনাফেক! আপনারাই খুঁজে বের করুন। আমি বলতে অপারগ। তবে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন—

"আনোয়ার! আনোয়ার।
যে বলে সে মুসলিম
জিভ ধরে টানো তার।

এ শুধু কবির ভাবাবেগ নয়। মুসলিম চরিত্রে ও কর্মে নবী মহম্মদের (দঃ) সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর কঠিন তিক্ত জ্বালাময়ী আহবান। এই বেহুস মুসলমানের জন্য নজরুলের বুকে বড় বড় বেদনা, বড় জ্বালা ছিল। তাই বার-বার তিনি এই নামমাত্র মুসলমানদেক আঘাত হেনেছেন। বড়ই যাতনায় তিনি বলেছেন—

এই পৃথিবীর মানুষের মুখে
উঠিল না যার জীবনে জয়,
ফেরেস্তা তার দামামা বাজাবে
শুনিতেও ছি—! ছি—! লজ্জা হয়।"

মনে হয় এই বিষের জ্বালায় পাগল হয়ে বাংলার বুক থেকে তিনি চির বিদায় নিয়েছেন।

সত্যিকার গণতান্ত্রীক সমাজ ব্যবস্থা আমাদের দ্বারা কখন সফল হবে?

www.pathagar.com

এমন কি একে বারেই হবে কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট ভাববার আছে। উপর তলার সুযোগ সন্ধানী মুসলিম মন-মগজ বর্তমান যুগের গণতান্ত্রীক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি সবসময়েই বৈরিভাব পোষণ করে এসেছে। তাই বিংশ শতাব্দীর এই শেষ প্রান্তে এসেও পৃথিবীর কোন মুসলমান রাজ্যে গণতান্ত্রীক শাসন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। পাকিস্তানের মুসলমানেরা যদি গণতান্ত্রীক শাসন পাকিস্তানে কায়েম করতে পারত তাহাহলে পাকিস্তানকে কেহই ভেঙ্গে ফেলতে পারতনা শুধু বৈষম্য নয়, এক শ্রেণীর অন্যায় ক্ষমতা লোভই পাকিস্তানকে ধ্বংশ করেছে। দেশ রক্ষা বাহিনী এবং আমলাতন্ত্রই এর জন্য দায়ী বেশী। ইতিহাস কাহাকেও ক্ষমা করে না। পাকিস্তানের ধ্বংশ জনাব গোলাম মহাম্মদ দিয়া আরম্ভ এবং জনাব এহিয়া খান দিয়ে শেষ। মাঝ খানে অবশ্য অনেক নাচন কুদন হয়েছে। সমাজতন্ত্রের কথা আর কী বলব ? গণতন্ত্রই যেখানে নেই তখন সমাজতন্ত্র আমাদের নিকট থেকে—"দিল্লী দুর ওয়াস্ত।"

কেননা মহান লেলীন বলেছেন— The struggle for democracy isu part of the strggle for socialism.

আরও একটি গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ স্বরণ যোগ্য উনার বাণী :—

"Whoever expects a pure
Social revolution will never
live to see it.

যখন পাকিস্তানী ছিলেম সেই সময়ের কিছু কথা :—

১৯৬৬ সালে শেখ সাহেব আওয়ামি লীগের ছয় দফা দাবি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করে বেড়াচ্ছেন। ঐ সময় তিনি বগুড়ায় ও এসেছিলেন। উঠেছিলেন বগুড়া জেলা আওয়ামি লীগের সভাপতি জনাব একে, এম মজিবর রহমান সাহেবের বাসায়। সভাপতি সাহেব আমার একজন অতি নিকট আত্মীয়। উনি ফোনে আমাকে বল্লেন—"শেখ সাহেব জ্বরে ভুগছেন। তুমি

www.pathagar.com

এসে তাঁকে একবার দেখে যাও।" দেখে শুনে ব্যবস্থাপত্র দিলাম। কলকাতার ছাত্র জীবনের পরিচয় না দিয়ে, কথাচ্ছলে বললাম আপনি 'ছয় দফা' কেন জাতির সম্মুখে পেশ করলেন? একদফা দিলেইত হয়। অত ঝামেলায় যাবার দরকার কি? উনি বল্লেন—"আপনার একদফা দাবিটি কি?" আমি বল্লাম পাকিস্তান ত বাংলার মুসলিম যুব শক্তি এবং জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্বের জন্যই হয়েছে। আমরা করাচীতে পাকিস্তানের রাজধানী স্বীকার করেছিলাম যে হেতু জাতিরজনক জিন্নাহ সাহেবের জন্মস্থান করাচীতে। ওরা যখন করাচী থেকে পিণ্ডিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করল তখন আমরা ঢাকাতে করবনা কেন? আমরাই পাকিস্তান এনেছি এবং আমরাই সংখ্যা গুরু। ওরা যদি স্বীকার না করে তবে ওরা পৃথক হয়ে যাবে। ঝামেলাও চুকে যাবে। শেখ সাহেব বল্লেন—"ব্যাটা আয়ুব খাঁকে একটু দেখে নেই।" আমি বল্লাম মাফ করবেন, ব্যাপারটিত শুধু আপনার এবং আয়ুবখাঁর মধ্যকার নয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ভীষণ উত্তেজনা। সবাই বলছেন—"পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানকে হেয় করবার জন্য এই মিথ্যা মামলা শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে সাজায়েছে। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বি, এ সিদ্দিকী সাহেব বগুড়ায় শুভাগমন করেছেন। মাননীয় প্রধান বিচারপতি পূর্ব পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটীর চেয়ারম্যানও ছিলেন। আমি রেডক্রস জেলা শাখার ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে মাননীয় চেয়ারম্যান এবং বিচারপতি সাহেবের সম্মানে বগুড়া সার্কীট হাউজে এক সুধী সমাবেশে চা-চক্রের আয়োজন করেছি। সহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ সবাই উপস্থিত হয়েছেন। কথা একটাই। কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ বলছেন—"শেখ সাহেব পাকিস্তান ধ্বংশ করবার ফন্দি এটেছেন। দেশ দ্রোহীতার জন্য তাঁর সাজা হওয়া উচিত।" মাননীয় প্রধান বিচারপতি বল্লেন—"There

www.pathagar.com

Is some truth in it. I have investigated the case." কিছুমাত্র দ্বিধা না করে আমি উনার মুখের উপর বলে ফেল্লাম—Sir! The case is undsr Subjudice, I should not pass any remark. But so far my kmowledge goes I think it is not a Agartola conspiracycase. It is a Rawalpindi Conspiracy case. মাননীয় প্রধান বিচারপতি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বল্লেন—What you say? I have investigated the case." পরের দিন সকাল বেলা—জনাব ছামাদ সাহেব আমার চ্যাম্বারে এসে হাজির। উনি আমাকে পরিচয় দিয়ে বল্লেন—'আমি বগুড়ার ছেলে। আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে চিনি। কেসটীর খুটি-নাটি আমিই দেখছি। আমি পাকিস্তান ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন কর্মকর্তা। আপনার ঐভাবে মতামত প্রকাশ করা ঠিক হয়নি।

সকাল বেলা চেম্বারে বসে দুই একজন রোগী দেখছি। বগুড়ার কমিউনিষ্ট পার্টির স্বনাম খ্যাত চিরকুমার নেতা জনাব মোখলেছুর রহমান সাহেব পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে চেম্বারে এসে হাজির। অবাক হয়ে আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে উনাদেক বসতে অনুরোধ জানালাম। ভাবলাম হয়তবা কোন অসুখ-বিসুখ হবে। কিন্তু প্রফেসর সাহেব আসন গ্রহণ না করেই সরাসরি আমাকে বল্লেন—"আপনি আমার দলে যোগ দেন। আমিও ঝটপট তাঁকে বললাম। আপনার দলে অবশ্যই যোগদিব। তবে যোগ দিবার পূর্বে আপনাকে একটি শর্ত পুরণ কর্তে হবে। উনি বল্লেন—"শর্তটী কি?" আমি বল্লাম—আপনি পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি জনাব ওয়ালী খানকে দিয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিতে বলবেন এই বলে যে উনি ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির সভাপতি হিসাবে শেখ সাহেবের 'ছয় দফা দাবি মেনে নিয়েছেন। এখানে আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি জনাব ওয়ালী খান সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খানের

www.pathagar.com

ছেলে। সীমান্ত গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির একজন নেতা। আজীবন তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচারণ করে গেছেন। জনাব ওয়ালীখানও পাকিস্তানকে কোন দিনই সুনজরে দেখেননি। প্রফেসর সাহেব আর একটি কথাও না বলে বাহির হয়ে চলে গেলেন। এই ভাবে চলে যাবার কারণ আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। খালি মনে হয় ঐ পারের সর্বহারাদের সহিত এপারের সর্ব হারাদের বোধ হয় কোন মিল নেই।

করতোয়া সাংস্কৃতিক সংঘের পক্ষ থেকে পল্লি কবি জনাব জসীম উদ্দিন সাহেবকে বগুড়ায় এনেছি তাঁর মূল্যবান ভাষণ দিবার জন্য। সংঘটীর সভাপতি আমি নিজেই। জিন্নাহ হলে—(বর্তমানে মাসুদমিলয়াতন) উনি বক্তৃতা দিবেন। আমি সভাপতির আসন নিয়েছি। কবি মানুষ। ভাব এসে গেছে। বক্তৃতার মাঝখানে ভাবের আতিশর্য্যে উনি বলে ফেল্লেন—"এখানে কি আর বক্তৃতা দিব? কে শুনবে? কাকে কি শুনাব? কৌটা পড়ে আছে। সিন্দুর সব পগার পার।" উনার পাঞ্জাবীর কোণ টেনে কানে কানে বললাম। এখন আয়ুব খাঁর রাজত্ব। দেশে বন্দুকের রাজনীতি চলছে। চেপে যান। কবি বল্লেন—"ও - তাইত।"

আয়ুব খাঁর ,উন্নয়ন দশকের' ঢাক-ঢোল সারাপাকিস্তানে বেজে উঠেছে। একদিন চেম্বারে বসে আছি। ফোন ক্রিংক্রিং করে বেজে উঠল। ফোনের নল ( Reciver ) কানে লাগাতেই শুনি জনাব ইসরাইল সাহেবের গলা। উনি জেলার সাব ডিভিশনাল কর্মকর্তা। পদাধিকার বলে উন্নয়ন দশকের" সেমিনারের সভাপতি। আমার সঙ্গে উনার হৃদ্যতা যথেষ্ট। উনি বল্লেন—"'উন্নয়ন দশক' সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে হবে।" বল্লাম—আপনি যখন বলছেন বলব। তবে 'উন্নয়ন দশকের" বিরুদ্ধে বলব। উনি বল্লেন—"বলেন কি? চাকরি খাবেন নাকি? আমি বললাম চাকরি যাবে কেন? দরজা জানালা বন্ধ করে দিবেন। আর প্রেসের কোন লোককে ঢুকতে

www.pathagar.com

দিবেন না।

আয়ুব খাঁর দলের ( কনভেনশন মুসলিমলীগ ) সবাইত উন্নয়ন দশকের জারি গান গাবেন। দুই এক জন বিরুদ্ধে না বল্লে এক ঘেয়ে হয়ে যাবে। উনি বল্লেন—"ঠিক আছে।" ফোনটি আবার তুললাম। ঐ ধারে আজিজুল হক কলেজের প্রিন্সিপাল জনাব হেশাম উদ্দিন সাহেব। বললাম দেখুনত ইসরাইল সাহেবের কাণ্ডকারখানা। ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁর উন্নয়ন দর্শক ( কোন বড় যুদ্ধ জয় করে পদবিটী পাওয়া নয় কিন্তু! জাসটিস মরহুম কায়ানীর ভাষায়—"We are a nation of marrying marshals 2nd. 3rd & 4th wives are our national hobby.)" উনারই প্রশাসনের লোক হয়ে আমাকে উন্নয়ন দশকের বিরুদ্ধে বলতে বলছেন। একা বলতে সাহস হচ্ছে না। আপনাকে আমার সাথি হতে হবে। উনি বল্লেন—"বলেন কি? চাকরিত যাবেই। এই বয়সে ঘানি টানব?" আমি বললাম ভয়ের কোন কারন নেই। কেননা এখান কার প্রশাসন আমাদের সঙ্গে আছেন। উনি বল্লেন—"ঠিক আছে"। কনভেনশন মুসলিম লীগের সবাই এক কথাই বলছেন—"দশ বছরে পাকিস্তানের যা উন্নতি হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না।" আমি বললাম আপনারা যা—যা বলেছেন সবই ঠিক। বাড়ী-ঘর, টেকনাফ থেকে পচাগড় পর্য্যন্ত রাস্তা-ঘাট সবই হয়েছে। খুবই সত্তি কথা। কিন্তু বাড়ী-ঘর রাস্তা-ঘাট কার জন্য? অবশ্যই মানুষের জন্য। কিন্তু আয়ুব খাঁ ত মৌলিক গণতন্ত্র দিয়ে পাকিস্তানের মানুষ গুলোকে ঘুষ খাওয়া শিখায়েছেন। এবং পশু বানায়ে ফেলেছেন। মহান সিপাহসালার গণতন্তকে গুলি মেরে উড়ায়ে দিয়েছেন। পশুর জন্য রাস্তা-ঘাট, বাড়ী ঘরের প্রয়োজন আছে কি? যে যতভণ্ড, ধড়ি বাজ সেইত মৌলিক গণতন্ত্রী।

সালটীর কথা ঠিক মনে নেই। সম্ভবত ১৯৫৪—:৯৫৫ সাল হবে। রাজশাহী থেকে পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর গোলাম আজম সাহেবের একটি কার্ড পেলাম। উনি বগুড়ায় আসবেন। আমাকে

www.pathagar.com

অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি যেন একটি সুধী সমাবেশের আয়োজন করি। উনি সমাবেশে তাঁর বক্তব্য রাখবেন। প্রফেসর সাহেবের সঙ্গে পূর্বে আমার কোনই পরিচয় ছিলনা। কেন যে তিনি আমার মত একজন অতি নগন্য ব্যক্তির নিকট অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলেন তাও বুঝে উঠতে পারিনি। যাহা হউক আয়োজন করলাম। শহরের বেশ কিছু উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী উপস্থিত হলেন। উনি সভায় তাঁর বক্তব্য রাখলেন। সভাশেষে ইসলামের অতিতের সাথে বর্তমানের কেমন করে সেতু বন্ধন করা যাবে এ নিয়ে প্রফেসর সাহেবের সঙ্গে মত বিনিময় করলাম। কেন যেন একমত হতে পারলাম না। এখানে পণ্ডিত নেহুরুর একটি বাণী স্মরণ যোগ্য—"Some Hindus talk of going back to the vedas. Some muslims dream of an Islamic Theolgy. Idle fancies for there is no going back to the past. There is only one way traffie in time.

সীহুয়াংটী চীন রাজ বংশের প্রথম সম্রাট। জন্মেছিলেন ইছা আলায়হে ছালামের জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে। এই সম্রাট চীনের সুবিখ্যাত প্রাচীরের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মহান সম্রাট তার রাজ্যে ঘোষনা করে দিয়েছিলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার রাজ্যে বর্তমানকে বাদ দিয়ে কেবল অতিতের জয় গাথাই গাইতে থাকে তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। শুধু তাই নয়। এমনকি তার বংশকে একেবারে নির্মূল করে দেওয়া হবে। এই মহান বোকা সম্রাট কেন এই আদেশ জারি করলেন এর কারন এখন আপনারা খুঁজে বের করুন ?

"তারাতি তাশ্বচরণ ধ্বণী
কেন বীর তোমা করিছে ভীত ?
সত্যের আলো শত্রুর শ্বাসে—
হয়নাক কভু নির্বাপিত।"

।। ইকবাল ।।

বহু ত্যাগ—বহু রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বাংলার মানুষ—এ স্বাধীনতার জন্য এক সাগর রক্ত দান করেছেন। এ ইতিহাস সেদিনের।

www.pathagar.com

ছোট-বড় যে কোন তরফ থেকেই কোন হুমকি বা চাপ দিয়ে এ স্বাধীনতা বাংলার মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে লওয়া যাবেনা। বিশ্ববাসীর এটা জেনে রাখা ভাল। সবার জন্য এটা মঙ্গল জনক ও বিশেষ করে এশিয়া-আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির। কারন তাদের নিজেদের দেশের চরকাতেই তেল নেই। একছ্যাদ বন্ধনা করতেই আর একছ্যাদ বের হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিজ্ঞান মানুষের যেমন উপকার করেছে তেমনি ভিতিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়েছে। আমাদের এই গ্রহটাকেই একেবারে ছোট করে ফেলেছে। আগের মত ছোট দেশ আর ছোট নেই। বড় দেশও আর বড় নেই। ছোট বড় সব একাকার হয়ে গেছে। কেননা পৃথিবীর দেশগুলি মোটা-মুটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সবায় পিছনে একজন না একজন আছেই। এইত সেদিনের ঘটনা—ভিয়েতনামে আমেরিকা নেই। আফগানিস্থানে রাশিয়া নেই। পাত তাড়ি শেষ মেষ সবাইকেই গুটাতে হয়েছে। সুতরাং—"Live and let live." নিজে বাঁচ এবং অন্যকেও বাঁচতে দাও। আর জয় যদি করতেই চাও তবে প্রেম দিয়ে জয় কর। কেননা কুচকাওয়াচ, পুরণ সব বস্তা পচা অস্ত্রের যুগ এখন বাসি হয়ে গেছে। মহাকাশে এখন মানুষ চাঁদ এবং মঙ্গল গ্রহ জয় করবার কাজে ব্যস্ত। হিরোসিমা এবং নাগাসাকি বর্তমান যুগের সভ্য মানুষের আক্কেল দাঁত নূতন করে গজায়ে দিয়েছে। যতই হাম্বি-তাম্বি, লম্ফ-ঝম্ফ করেন না কেন—ঐ যে বোমটা ওটা দুতরফেরই আছে। তাই বলি বন্ধু ধীরে। মিছামিছি রক্ত পাত করে কি লাভ? দেখতেই পাচ্ছেন লোহার পরদা ( Iron Curtain ) আর নেই। রাশিয়া-চীন তাদের ঘরের দরজা জানলা সব খুলে দিয়েছে। জোরছে প্রেমের বাতাস এখন সেখানে বইছে। পুরন দিনের-আমার পূর্ব পুরুষদের দর্শনের-সাহিত্যের বিজ্ঞানের ইতিহাসের ডালিভর্ত্তি এছিল তাছিল। এখন ওগুলোর আর কোন বিশেষ মূল্য নেই কেননা ব্যাটা বস্তুবাদী মার্কস মানুষের ধ্যান ধারনাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। তাই ছোট-বড় আপনারা সবাই আসুন। একবার জোরছে বলি—

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

—০—

www.pathagar.com

# পরিচিতি

নাম ঃ আলহাজ্ব ডাঃ আব্দুল করিম এম, বি, বি, এস।
পিতা ঃ মরহুম তমিজ উদ্দিন আহমেদ।
মাতা ঃ মরহুমা জোবেদা খাতুন
গ্রাম ঃ চরপাড়া, উপজেলা সারিয়াকান্দি।
পেশা ঃ চিকিৎসা, বগুড়া শহরে।

অবিভক্ত বাংলায় কলিকাতা মুসলিম মেডিক্যাল সমিতির সাধারণ-সম্পাদক। পূর্ব পাকিস্তান মেডিক্যাল সমিতি বগুড়া জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে জেলা শাখার সভাপতি। মেম্বার রাজশাহী বিভাগীয় কাউন্সিল। ভাইস-চেয়ারম্যান বগুড়া জেলা শাখা রেডক্রস সোসাইটি। প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট করতোয়া সাংস্কৃতিক সংঘ, তরঙ্গ সাংস্কৃতিক সংঘ, বগুড়া নাট্যগোষ্ঠী।

মুদ্রণে- মুকুল প্রেস,বগুড়া-ফোন-৫৩০১